পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 247 Friday, 7 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৪৭ সংখ্যা ❋ ২১ শ্রাবণ ১৪৩৩, শুক্রবার, ৭ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘বোরখা পরা’ মন্তব্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রক্ষাকবচ দিয়েছিল ঠিকই, তবে একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছিল, তদন্ত চলবে। সংসদের অধিবেশন মিটলে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে মহুয়া মৈত্রকে। হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন মহুয়া। আগামী সপ্তাহে তাঁর মামলার শুনানির সম্ভাবনা। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ ছিল, পুলিশ আইন অনুযায়ী তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে। মহুয়া মৈত্রকে আগামী ১৪ আগস্ট বিকেল ৩টায় তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির হতে হবে। মহুয়া তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির হলে পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে-তাঁর দিকে ডিম ছোড়া না হয়। অথবা, অন্য কোনও ধরনের হয়রানি বা হেনস্থার শিকার না হন। আগামী ৫ অক্টোবর অথবা, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। গত ১ জুলাই নদিয়ায় বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। ওইদিন তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও পাথর ছোড়া হয়। সেই সময় বোরখা পরা নিয়ে মহুয়া বিতর্কিত মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। সাংসদ বলেছিলেন, এভাবে ডিম ছোড়ার থেকে বোরখা পরে ডিম ছুড়ুন। তাহলে আপনাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। আপনার বিরুদ্ধে তাহলে অভিযোগ হবে না। এরপরই নদিয়ার হোগলবেড়িয়ার থানার মামলা দায়ের হয়।

ধর্ষণ মামলায় দোষী তরুণ তেজপালের ১০ বছরের কারাদণ্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ আগস্ট, ৬ আগস্টঃ ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন তেহলকার প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ তেজপাল। আজ, বৃহস্পতিবার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল বম্বে হাইকোর্ট। ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁকে ২ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আজ বিচারপতি নীলা গোখলে এবং বিচারপতি অমিত জামসান্দেকারের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেছে। মামলায় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা গোয়া সরকারের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন। অন্যদিকে, তরুণের হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী আবাদ পোণ্ডা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২) এফ ও ৩৭৬(২) কে এবং ৩৫৪ এ এবং ৩৫৪ বি ধারার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২০১৩ সালে এক অধস্তন কর্মীকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই বছরের নভেম্বর মাসে গোয়ায় একটি ফেস্টিভাল চলাকালীন হোটেলে তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। গোয়া পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। শুরু হয় তদন্ত। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। কিন্তু ২০১৪ সালে জামিনে ছাড়া পান তিনি। ২০১৭ সালে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গোয়ার আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। তবে ২০২১ সালে রেহাই পান তিনি। এরপর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় গোয়া সরকার। সেই মামলারই শুনানি চলছিল। আজ ওই মামলাতেই বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চে দোষী সাব্যস্ত হন তরুণ। আজ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তেজপাল বলেন, ‘‘বর্তমানে আমার বয়স ৬২। আমি মনে করি আমিই ভিকটিম। আমার স্ত্রী রয়েছেন। এর থেকে বেশি আমার কিছুই বলার নেই। দয়া করে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং লঘুদণ্ড দিন।’’ জানা গিয়েছে, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানাতে পারেন তেজপালের আইনজীবী।

‘বাংলার বাড়ি’ কেন ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’

নাম বদলের কারণ জানালেন শুভেন্দু! ১৮ লক্ষের অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর সরকারি আবাস প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করল নতুন রাজ্য সরকার। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দেওয়া ‘বাংলার বাড়ি’ বদলে নতুন নাম হল ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা স্মরণ করেই নামে পশ্চিমবঙ্গ রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রি শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্নে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু করার কথা জানিয়েছেন। মূলত কেন্দ্রের ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’ (পিএমএওয়াই) প্রকল্পের নাম বদলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় ‘বাংলার বাড়ি’ রাখা হয়েছিল। কেন্দ্র-রাজ্য টানাটানির মধ্যে সেই নাম নিয়েই তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক তরজা। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সেই নামের পুনর্নবীকরণ ঘটাল। নবান্ন সূত্রের খবর, এ দিন থেকেই রাজ্যের ১৮ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পৌঁছতে শুরু করেছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অসমাপ্ত ঘর তৈরির কাজ ফের নতুন গতি পাবে। তবে আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণার পাশাপাশি পূর্বতন পঞ্চায়েত দপ্তরের তালিকা তৈরি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, বিগত সরকারের আমলের তৈরি ৩০ লক্ষ উপভোক্তার তালিকার

মধ্যে পর্যালোচনার পর প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ নাম ‘অযোগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই এই অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পৌঁছতে শুরু করায় স্বাভাবিক ভাবেই স্বস্তি মিলেছে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে। বৃহস্পতিবার এই অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রতিটি পরিবারকে ৬০ হাজার টাকা করে দিয়ে মোট ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। রাজনৈতিক স্বজনপোষণ এবং প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা দূর করে প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই এই টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের নাম বদল প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অখণ্ড বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ’ রাজ্যের জন্ম হয়ে রূপ পেয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে স্মরণে রাখতেই ‘পশ্চিমবঙ্গ’ শব্দটি প্রশাসনিক খাতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামের পেছনে দেশভাগের ইতিহাস ও রাজ্যের সৃষ্টিলগ্ন জড়িয়ে রয়েছে। এই ইতিহাস বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জানা জরুরি। তাই রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘বাংলার বাড়ি’র নাম পরিবর্তন করে ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’ করা হল।’’ আবাস তালিকায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে গত তিন মাসে কড়া তদন্ত চালানো হয়েছে। স্বজনপোষণ ও

● এরপর ৬ পাতায়...

‘বাংলা আর দুর্বল রাজ্য থাকবে না’

মমতাকে বিঁধে ফের শিল্পায়নের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ বাংলা আর দুর্বল রাজ্য থাকবে না। শক্তিশালী হবে। তার জন্য যা যা করার, বর্তমান সরকার করবে। বাংলাকে নতুন করে গড়তে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়ে এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গে বিঁধলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেও। বললেন, ‘‘ক্ষতি তো যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এ বার পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজতে হবে।’’ বৃহস্পতিবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে বস্ত্রশিল্পের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, বাংলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই শিল্পে সাহায্যেরও বার্তা দিয়েছেন বলে জানান শুভেন্দু। বলেন, ‘‘নির্মলাজি আমায় বলেছেন, এ রাজ্যে দুই ক্ষেত্রে উনি কিছু কাজ করতে চান। এক, চা বাগান। দুই, বস্ত্রশিল্প। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষে যা যা করার, সরকার করবে। যদি আইন বদলাতে হয়, তা-ও করা হবে। আপনারা প্রস্তাব দিন মুখ্যসচিবকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে তা পাঠানো হবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, ব্যবসা এক শৃঙ্খল মেনে এগোয়। কারিগর, কাঁচামালের জোগান এবং পরিবহণ- সব কিছুই এক সূত্রে বাঁধা থাকে। যেমন, বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল গুজরাটের সুরাট থেকে আসে। তাতে সে রাজ্যেরও উন্নতি হয়। এই সূত্রেই নাম না করে মমতাকে বিঁধেছেন শুভেন্দু। বলেন, ‘‘আগের মুখ্যমন্ত্রী তো সুরাটের নাম শুনতেই বলে দিতেন, ওরা বহিরাগত। বর্তমান সরকার এই নীতিতে বিশ্বাস করে না। ব্যবসার জন্য ভালো কারিগর প্রয়োজন। তা এ রাজ্যে রয়েছে। এখানকার হিউম্যান রিসোর্স ভালো। শিক্ষা ভালো। সকলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার এবং ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে কাজ করবে।’’ পশ্চিমবঙ্গের হাল ফেরাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অনেক প্রয়াস করছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, ‘‘রাজ্য দিবসে বাংলায় এসে অনেক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন উনি। সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বলেছেন, অবিলম্বে আপনারা বাংলায় যান। ওখানে কাজ করুন। যে কোনও ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে দাঁড় করাতে হবে।’’ শিল্পায়নের বার্তা দিয়ে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আগে আইনশৃঙ্খলা ঠিক করতে হবে। গুন্ডামি, সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজি, যে পরিস্থিতি ছিল, তা বদলাতে হবে। শিল্পায়নের জন্য ভালো নীতি হবে। জমির ব্যবস্থা হবে। সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম হবে। অলসতা ঝেড়ে ফেলে কাজ করবে এই সরকার।’’

যাদবপুরে ১৫, মানিকতলায় ১১, কলকাতা ভেঙে ২০৯ ওয়ার্ড তৈরির প্রস্তাব!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ কলকাতা পুরনিগমের আসন পুনর্বিন্যাসের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ডিসেম্বরে ভোটের আগেই সেই ডিলিমিটেশন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, কোনও তাড়াহুড়ো করে নয়, শহরকে ছোট ছোট ওয়ার্ডে ভাঙার কাজ সময় নিয়ে, নিয়ম মেনেই করা হবে। জানা যাচ্ছে, কলকাতার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছে। ১৪৪ থেকে ৬৫টি ওয়ার্ড বাড়িয়ে ২০৯ টি ওয়ার্ড তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। খসড়া প্রকাশের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, এখনই কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর। নির্দিষ্ট আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনেই এগোতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। যেখানে বলা হয়েছে কলকাতায় মোট ২০৯ টি ওয়ার্ড হতে চলেছে। কোথায় নতুন কত ওয়ার্ড তৈরির প্রস্তাব- • কসবা বিধানসভা ৬টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে ১৭টি করার প্রস্তাব। • যাদবপুরে ১০ থেকে ওয়ার্ড বেড়ে ১৬টি করার প্রস্তাব। • টালিগঞ্জে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে বেড়ে ১৪টি করার প্রস্তাব। • বেহালা পূর্বে ১১ থেকে ১৬টি করার প্রস্তাব। • বেহালা পশ্চিমে ১০ থেকে ১৭টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব। • মেটিয়াবুরুজে ৬ থেকে ৮টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব। • কলকাতা পোর্টে ৬ থেকে ১১টি করার প্রস্তাব। • বালিগঞ্জে ৭ থেকে ১২টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব। • এন্টালিতে ৫ থেকে বাড়িয়ে ১১টি করার প্রস্তাব। • বেলেঘাটায় ৬ থেকে ১২টি করার প্রস্তাব। • মানিকতলায় ৬ থেকে ১১টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব। • কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় ৬ থেকে ১১টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব। তবে সব জায়গায় ওয়ার্ড বাড়ছে না। চৌরঙ্গী, জোড়াসাঁকো এবং শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে ১১টি করে ওয়ার্ড থাকলেও, প্রাথমিক খসড়ায় তা কমিয়ে ৮টি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কিন্তু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস শেষ না করে পুরসভা নির্বাচনে কি যাবে প্রশাসন? এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদিও রাজ্যের পুর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন ভোট নির্দিষ্ট সময়েই হবে। প্রাথমিক রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার ভোটার রাখার লক্ষ্যেই এই পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভোটার সংখ্যার ভারসাম্য বজায় থাকে। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘কলকাতার কোনও ওয়ার্ডে ৮০ হাজার ভোট আছে, আবার কোনও ওয়ার্ডে ১১ হাজার ভোটার আছে। সমানভাবে ভাগ নেই। সরকার যদি এটা সঠিকভাবে করে তাহলে ভালো হয়।’’ অন্যদিকে, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ব্যাখ্যা, এমন এক একটা ওয়ার্ড আছে, যা আকারে অনেক বড়, কোনওটা খুব ছোট। অথচ কাউন্সিলর একই টাকা পায়। সে ক্ষেত্রে উন্নয়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না বলে মনে করছেন তিনি।

বকেয়া ডিএ নিয়ে সব পক্ষকে দু’দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে মনিটরিং কমিটি সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ পরিশোধ সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট আগামী দু’দিনের মধ্যে মামলাকারী সমস্ত পক্ষকে হস্তান্তরের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ই-মেল বা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে এই রিপোর্ট পৌঁছে দিতে হবে। আগামী ১৮ আগস্ট এই স্পর্শকাতর মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করেছে সর্বোচ্চ আদালত। সে দিনই রাজ্য সরকারের আর্জি এবং ডিএ সমস্যা সমাধানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিবেচনা করা হবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বকেয়ার পুরোটাই রাজ্যকে মিটিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ বকেয়া তৎক্ষণাৎ মেটানো এবং বাকি ৭৫ শতাংশ সরকারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা না চাপিয়ে ধাপে ধাপে কী ভাবে মেটানো যায়, তা পর্যালোচনা করতে একটি ‘মনিটরিং কমিটি’ গঠন করে দেয় আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আদালতের নির্দেশাবলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, কর্মচারীদের কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকি বকেয়া কী পদ্ধতিতে মেটানোর পরিকল্পনা

বর্তমানে ৬০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। অন্য দিকে, রাজ্য বাজেটে পূর্বনির্ধারিত হারের সঙ্গে আরও ২০ শতাংশ বৃদ্ধির পর চলতি আগস্ট মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। ফলে সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পরেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক রয়ে গিয়েছে ২২ শতাংশ। উল্লেখ্য, বকেয়া ডিএ পরিশোধ সংক্রান্ত মূল রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, কর্মচারীদের প্রাপ্য রয়েছে- সে সব তথ্যসম্বলিত রিপোর্ট দু’দিনের মধ্যে সব পক্ষের কাছে পাঠাতে হবে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময় থেকেই বকেয়া ডিএ নিয়ে এই জটিল আইনি লড়াই চলছে। নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে, বিচারবিভাগীয় নির্দেশ মেনেই বকেয়া মেটাতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে আদালতে জমা দেওয়া একটি স্টেটাস রিপোর্টে রাজ্যের তরফে

● এরপর ৬ পাতায়...

পশ্চিমবঙ্গ গুন্ডা দমন বিলের বিরুদ্ধে হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ ‘পশ্চিমবঙ্গ গুণ্ডা কন্ট্রোল বিল’ বা গুণ্ডা দমন বিলের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই বিলটি এখনও পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি এবং রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় এই মুহূর্তে এই মামলাটি অপ্রাসঙ্গিক। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সংগঠিত অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ব্যবস্থা করতে পাশ হয়েছিল এই ‘পশ্চিমবঙ্গ

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রোমোটার এবং আধিকারিকদের লাইভ জেরার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুর প্রায় দু’মাস পর বেআইনি বহুতল নির্মাণ নিয়ে নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার ক্রেডাইয়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, অডিটের পর বন্ধ থাকা প্রজেক্টগুলির মধ্যে ১৯৩টিকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও ২৭টি বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বড় অনিয়ম মিলেছে। আর এই বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত প্রমোটারদের পাশাপাশি যেসব সরকারি আধিকারিক বেআইনি অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁদের মিডিয়ার সামনে ‘লাইভ’ এনে জনসমক্ষে জেরা করার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, শিল্পমন্ত্রী এবং ক্রেডাইয়ের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। বৈঠক শেষে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে, যেখানে সংবাদমাধ্যম উপস্থিত থাকবে। সেখানেই বেআইনি বহুতল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের হাজির করানো হবে। লাইভ সম্প্রচারে সরাসরি জানতে চাওয়া হবে, কেন তাঁরা এই বেআইনি কাজ করেছেন? শুধু প্রমোটাররাই নন, যে সমস্ত সরকারি অফিসার নিয়ম ভেঙে এই বিল্ডিংগুলোর পারমিশন দিয়েছিলেন, তাঁদেরও সেই ‘লাইভে’ ডেকে এনে কড়া জবাবদিহির চাওয়া হবে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘আমরা চাই না আসল বিল্ডারদের কাজ আটকে ক্ষতি হোক। কিন্তু অন্যদিকে বেআইনি বিল্ডিং তৈরি হবে আর তারাতলার মতো দুর্ঘটনা ঘটবে, সেটা হতে দেব না। আগামী ১৫ আগস্টের যে সময়সীমা দেওয়া

চিহ্নিত ২৭ অবৈধ নির্মাণ

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আর কতদিন বিচারাধীন থাকবে এই মামলা?’

আরজি কর তদন্তে সিবিআইকে তীব্র ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর ধীরগতির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার এতদিন কেটে যাওয়ার পরও বিচারপ্রক্রিয়া এবং তদন্ত কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআই-কে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে এজলাসে একাধিক কড়া প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা। সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নির্যাতিতার পরিবার - সকলেই যখন বিচারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন, তখন কেন্দ্রীয় এজেন্সির এহেন ঢিলেঢালা মনোভাব বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করে ক্ষোভ ব্যক্ত করে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকার সিবিআই-এর পেশ করা রিপোর্ট ও কার্যপদ্ধতির গলদ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘‘সিবিআই-এর দেওয়া নিজস্ব রিপোর্ট থেকেই তো স্পষ্ট যে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা এবং নিথর দেহ টেনে আনার মতো গুরুতর ঘটনা ক্ষুব্ধ বেঞ্চ নির্দেশ দিয়ে জানায়, ঘটনার দিন শেষ পর্যন্ত ঠিক কী কী ঘটেছে, তার পুনর্নির্মাণ করে সিবিআই-কে আবার কাজ শুরু করতে

ঘটেছে।’’ পূর্বের নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি সিবিআই আইনজীবীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন,‘‘ আমরা এর আগে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, আপনারা নাকি সেটা বুঝতেই পারেননি! এটা কীভাবে সম্ভব?’’ হবে। আগের তদন্তের ত্রুটিযুক্ত নথি পাশে সরিয়ে রেখে নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিচারপতি শম্পা সরকার কড়া সুরে প্রশ্ন তোলেন, ‘‘এইভাবে কতদিন আমরা একটা মামলাকে বিচারাধীন রেখে দেব? সবাই তো বিচার চাইছে, আর কতদিন বিচারের জন্য এভাবে অপেক্ষা করবে মানুষ?’’ আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষে সওয়াল করতে উঠে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, সিবিআই-এর কাজের স্পষ্ট কোনও রূপরেখা নেই। সিবিআই অতিরিক্ত হলফনামা অনুযায়ী এগোলে তদন্তে আরও অনেক কিছু উঠে আসত। তিনি বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, ঘটনার রাতে নির্যাতিতার সঙ্গে আরও চারজন ডিনার করেছিলেন এবং শেষরাতে ঘটনাস্থলের আশেপাশে অন্তত ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সেই চারজনের সঙ্গে আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের কোনও যোগসাজশ ছিল কিনা এবং কেন তাঁদের এখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পরিবারের আইনজীবী। হাইকোর্টের তিরস্কারের জবাবে সিবিআই-এর পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী জানান, এক জুনিয়র চিকিৎসকের সঙ্গে নির্যাতিতা শেষবার নৈশভোজ করেছিলেন, তবে এখনও তাঁর বয়ান নেওয়া হয়নি। তিনি

● এরপর ৬ পাতায়...

জল্পনার মাঝেই হঠাৎ শাহের দুয়ারে হাজির আবু তাহের-খলিলুর-ইউসুফ!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যাওয়া তিন মুসলিম সাংসদকে নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। দিল্লিতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, এনসিপিআই-তে থাকলেও, বিজেপি-র সঙ্গে মিশে ছিলেন এনসিপিআই-র তিন মুসলিম সাংসদ। তারা সাফ জানিয়েছিলেন, এনসিপিআই-তে থাকলেও, এনডিএ-র শরিক হবেন না। সেই আবহের মাঝেই আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে

যাওয়া নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাদের। কোন দলে থাকবেন তারা, এই জল্পনার মাঝেই বড় খবর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করবেন এনসিপিআই-র তিন মুসলিম সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান ও ইউসুফ পাঠান। এনডিএ-র বৈঠকে অনুপস্থিত সাক্ষাৎ। যদিও এনসিপিআই তিন সাংসদের দাবি, নিজেদের কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি-দাওয়া ও উন্নয়ন নিয়েই কথা বলবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। নির্বাচিত সাংসদ হিসাবে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

● এরপর ৬ পাতায়...

একদিন স্থগিত থাকার পর ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ৬ আগস্ট ঃ অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা বাতিলের সপ্তম বর্ষ উপলক্ষ্যে নিরাপত্তাজনিত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বুধবার স্থগিত রাখা হয়েছিল অমরনাথ যাত্রা। একদিন স্থগিত থাকার পর, বৃহস্পতিবার বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছে। জম্মুর ভগবতী নগর জয়েন্দ্র পুলিশ কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ২৮-তম দলটি বৃহস্পতিবার ভোররাত ২টা ৪৫ মিনিটে ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তবে, পহেলগাম রুটে কোনও কনভয় পাঠানো হয়নি।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মোট ১,৮০১ জন তীর্থযাত্রী-যাদের মধ্যে ১,৩৪৭ জন পুরুষ, ৩৫১ জন মহিলা, ৮৯ জন সাধু এবং ১৪ জন সাধবী ছিলেন-৭৪টি গাড়ির একটি কনভয়ে করে বালতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই কনভয়ে ৪০টি বাস (৩৭৩), ১২টি মাঝারি আকারের মোটরযান, ১৯টি হালকা মোটরযান এবং তিনটিদু-চাকার গাড়িরয়েছে।

বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় গণ পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ বেহালা (পশ্চিম) বিধানসভা এলাকায় গণ পরিবহণ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত ও আরও কার্যকর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর অন্যতম প্রধান দাবি ছিল সরকারি বাস পরিষেবার পুনরায় চালু হওয়া এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি। সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খাঁনের উদ্যোগে পরিবহণমন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ।বুধবারের বৈঠকে বেহালা অঞ্চলে সরকারি বাস পরিষেবা পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাবনা এবং তার রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মূল লক্ষ্য, এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে কর্মজীবী মানুষ, ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক এবং নিত্যযাত্রীদের যাতাযাত আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়। এর পাশাপাশি, বেহালার বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে শহরের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এই উদ্যোগকে জন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এদিকে, প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের সমস্যা লাঘব এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেহালা পশ্চিমের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে এই বৈঠক একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতালে ল্যাপারোস্কপি বিভাগের উদ্বোধন

হুগলি , ৬ আগস্ট ঃ উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতালে চালু হল নতুন ল্যাপারোস্কপি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে এই বিভাগটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে হাসপাতালের রোগীরা আরও আধুনিক ও উন্নতমানের চিকিসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।বৃহস্পতিবার নতুন এই বিভাগের উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালে ল্যাপারোস্কপি পরিষেবা চালু হওয়ায় বিভিন্ন শল্য চিকিৎসায় আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার আরও

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে শিক্ষা, নারীকল্যাণ, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোয় জোর

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ৬ আগস্ট ঃ তামিলগা ভেট্রি কাঝগম (টিভিকে) সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট গত বুধবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। অর্থ দফতরের দাযিত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মারিয়া উইলসন সকাল ১০টায় বাজেট বক্তৃতা শুরু করে দুপুর ১২টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শিক্ষা, নারীকল্যাণ, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো, পর্যটন, কৃষি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুশাসনকে সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।মন্ত্রী জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের মোট আয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৭ কোটি টাকা হতে পারে। রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতিকে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত আরও দু'বছর সময় লাগবে।নারীকল্যাণে বড় ঘোষণাবাজেটে নারীকল্যাণে একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবারের সদস্য হিসেবে রাজ্যের সব মহিলাকে ৮ গ্রাম ওজনের সোনার মুদ্রা ও একটি রেশমি শাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮১২ কোটি টাকা। এছাড়া নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়াতে চালু হচ্ছে 'সিঙ্গাপেন ক্ষমতায়ন প্রকল্প'। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে চলতি বছরে ৩৮ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে সরকার।শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব স্কুলশিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৪ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা। 'ভেত্রি মনিক্কণিনি' প্রকল্পে খরচ হবে ৮ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা। প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পড়ুয়াদের ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। রাজ্যের

১০ হাজার সরকারি স্কুলে 'সুপার ক্লিন, সুপার ক্যাম্পাস' প্রকল্প চালু হবে। পাশাপাশি শিশুদের প্রাথমিক পরিচর্যা ও পুষ্টির জন্য ৫০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।এআই ও দক্ষতা উন্নয়নে জোর-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র উপর বিশ্বমানের পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও পলিটেকনিকের ৫ লক্ষ যুবক-যুবতীকে এআই-ভিত্তিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি নতুন আইটিআই এবং নতুন সরকারি আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।খেলাধুলা-যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ৫১ কোটি টাকা। ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি অলিম্পিক বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ৪২ কোটি এবং খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তার জন্য ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।সামাজিক ন্যায় ও আবাসন-সামাজিক ন্যায় দফতরের জন্য বরাদ্দ ৩ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। আয়োথিদাস পণ্ডিতার আবাসন উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা। কাঁচা বাড়ি পাকা করার প্রকল্পে সরকারি অনুদান ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৭০ হাজার বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হবে।পর্যটনে নতুন উদ্যোগ-মামল্লপুরমকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য কেন্দ্রের কাছে ২০০ কোটি টাকার সহায়তা চাওয়া হবে। কাবেরী, বৈগাই ও তামিরাপারানি নদীতে নদীভিত্তিক পর্যটনের জন্য ৫৩ কোটি টাকা, ফুড ট্যুরিজম ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ২০ কোটি টাকা এবং ইকো-ট্যুরিজম ও জনজাতি-স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়নে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি দফতরের মোট বরাদ্দ ৭৭৭ কোটি টাকা।পরিকাঠামো ও বিচারব্যবস্থা-চেন্নাইয়ের ব্রডওয়েতে ১ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমন্বিত আদালত কমপ্লেক্স নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য রাখা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। বিচার দফতরের জন্য বরাদ্দ ২ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা।-দুর্যোগ মোকাবিলা-সম্ভাব্য সুপার এল-নিনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ৫ হাজার ৪৬২ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের জন্য ১১ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।স্বরাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা-স্বরাষ্ট্র, মদ্যনিষেধ ও আবগারি দফতরের জন্য বরাদ্দ ১৭ হাজার ২৯০ কোটি টাকা। 'স্পেশাল ফোর্স'-এর জন্য ৩৫৪ কোটি, মাদকবিরোধী পদক্ষেপে ৭০ কোটি এবং পুলিশ আবাসন নির্মাণে ৪৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান-নতুন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১২ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। শহরসংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে ১ হাজার কোটি টাকা এবং 'নেইথাল পুনরুদ্ধার' প্রকল্পে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের মোট বরাদ্দ ৩৯ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা।বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিকঃ মোট সম্ভাব্য আয় ৩.৫০ লক্ষ কোটি টাকা, রাজস্ব ঘাটতি ৫৫ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা।রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ১০.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে।সব মহিলার জন্য ৮ গ্রাম সোনার মুদ্রা ও রেশমি শাড়ি।মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ৩৮ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ।স্কুলশিক্ষায় ৪৪ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা, পড়ুয়াদের ল্যাপটপ বিতরণ।৫ লক্ষ যুবক-যুবতীর এআই প্রশিক্ষণ। ১০ হাজার সরকারি স্কুলে ' সুপার ক্লিন, সুপার ক্যাম্পাস'। মামল্লপুরমকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেঃদ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা।গ্রামীণ উন্নয়নে ৩৯ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা, কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১২ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা।চেন্নাইয়ে ১ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকার সমন্বিত আদালত কমপ্লেক্স।ক্রীড়া খাতে ৫০ কোটি টাকা। ১০টি অলিম্পিক বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।সুপার এল-নিনো মোকাবিলায় ৩৪০ কোটি টাকা।স্বরাষ্ট্র দফতরে ১৭ হাজার ২৯০ কোটি টাকা, পুলিশ আবাসন ও মাদকবিরোধী কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব।শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়, কর্মসংস্থান ও সুশাসনকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটের মূল অগ্রাধিকার করেছে টিভিকে সরকার।

গত ৫০ বছরে শিল্পে পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গঃমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার মিলন মেলা প্রাঙ্গনে বস্ত্র শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। মিলন মেলায় বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ' গত ৫০ বছরে শিল্পে পিছিয়ে পড়েছে বাংলা। তবে রাজ্যে এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। এ বার রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হবে। সরকারে আসার তিন মাসের মধ্যে আমরা অনেক কাজ করেছি। আমরা সংকল্পপত্র মেনে কাজ করার চেষ্টা করছি।'অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গত তিন মাসে রাজ্যের সামগ্রিক পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। শিল্পের বিকাশে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করা হবে এবং শিল্পপতিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, 'রাজ্যে কোনও ধরনের গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা হবে না।'

ছাত্রদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনা, সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবদিহি দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ আগস্ট ঃআন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর দাবি, সংসদ অধিবেশন শুরুর পর থেকেই বিরোধীদের দুটি দাবি রয়েছে-প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চান এবং দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে এসে পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা দিন। সরকারের অনীহার কারণেই সংসদে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।বৃহস্পতিবার নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে খাড়গে বলেন, ছাত্র আন্দোলনের সময় লাঠিচার্জ, পেলেট গান, কাঁদানে গ্যাস ও অন্যান্য বলপ্রয়োগের নির্দেশ কে দিয়েছিল, সেই প্রশ্নেরই জবাব চাইছে বিরোধীরা। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের একমাত্র দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসে স্পষ্ট করুন লাঠিচার্জ, পেলেট গান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কোন স্তরে নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ), র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনেই কাজ করে। তাই এই ঘটনার জবাবদিহি সরকারেরই করা উচিত।খাড়গের অভিযোগ, গত ১৫ দিন ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখছেন না, প্রধানমন্ত্রীও নীরব। তাঁর কথায়, এর অর্থ হয় সরকার সংসদকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, নয়তো জবাবদিহি এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার চাইলে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসে ছাত্রদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানাতে পারতেন এবং সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিতে পারতেন। কিন্তু সেই উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।খাড়গে জানান, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার বিরোধী সাংসদরা উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের দাবি জানান। চেয়ারম্যানও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, সংসদ আলোচনা ও সংলাপের মঞ্চ। বিরোধীরা সব বিষয়েই আলোচনায় প্রস্তুত, কিন্তু সরকার জবাবদিহি এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, নিয়ম ২৬৭-এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলতে গেলেও তাঁকে বক্তব্য শেষ করতে দেওয়া হয় না।খাড়গে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী যদি ছাত্রদের উদ্দেশে দুঃখপ্রকাশ করতেন এবং বলতেন, তাঁদের সঙ্গে যা হয়েছে তা হওয়া উচিত ছিল না, তাহলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারত। পুলিশি পদক্ষেপে ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, সংসদের অচলাবস্থার জন্য বিরোধীরা নয়, সরকারের অনমনীয় মনোভাবই দায়ী। সরকার সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানালেই আলোচনা এগোতে পারে।ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে খাড়গে বলেন, ঝাড়খণ্ড, পঞ্জাব বা দিল্লি-যেখানেই ছাত্রদের সঙ্গে অন্যায় হবে, কংগ্রেস তাদের পাশে থাকবে এবং তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ভারতে উচ্চশিক্ষায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নতুন উদ্যোগ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা)ঃকেন্দ্রীয় সরকারের পিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্প আর্থিক অসুবিধার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে দেশের নির্ধারিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা জামানত ও গ্যারান্টার ছাড়াই শিক্ষা ঋণ পাবেন। পারিবারিক আয়ের ভিত্তিতে সুদের ভর্তুকিও দেওয়া হবে।উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা দূর করার উদ্যোগউচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার বাড়লেও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আর্থিক কারণে আইআইটি, আইআইএম-সহ শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পান না। ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত এই প্রকল্প সেই বাধা দূর করতে চালু হয়েছে। পুরো আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইন, সহজ ও স্বচ্ছ।প্রকল্পের প্রধান সুবিধা জামানত ও গ্যারান্টার ছাড়া শিক্ষা ঋণ।মোট ১,৪২৫টি সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের আওতায়।মোট ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৫ শতাংশ ঋণ গ্যারান্টি।বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি।মোট ৪.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যমান পূর্ণ সুদ ভর্তুকির সুবিধা বহাল থাকবে।ম্যানেজমেন্ট কোটা ও এনআরআই কোটায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা পাবেন না।এই প্রকল্পের লক্ষ্য, আর্থিক সংকট যেন কোনও মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথে বাধা না হয় এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ও সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-৪)-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।জামানত ও গ্যারান্টার ছাড়া শিক্ষা ঋণপিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পে নির্ধারিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (QHEI) মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা জামানত ও গ্যারান্টার ছাড়া শিক্ষা ঋণ পেতে পারেন। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট নয়। কোর্স ফি, হোস্টেল, মেস, অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ, ল্যাপটপ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের ভিত্তিতে ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। সব আয়ের শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।মোট ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে কেন্দ্র সরকার ৭৫ শতাংশ ঋণ গ্যারান্টি দিচ্ছে, ফলে ব্যাংকগুলির ঝুঁকি কমছে এবং ঋণ পাওয়া সহজ হচ্ছে।এই প্রকল্পে শিক্ষা ঋণের সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ইবিএলআর (EBLR) ০.৫ শতাংশের বেশি হবে না। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১৫ বছর পর্যন্ত। এর সঙ্গে কোর্সের সময়কাল এবং অতিরিক্ত এক বছরের স্থগিত সময় যুক্ত থাকবে। দেশের সব ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য এই ঋণ পাওয়া যাবে। তফসিলি ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক এবং অংশগ্রহণকারী সমবায় ব্যাংক এই ঋণ দেবে।সুদের ভর্তুকিপিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্প পিএম-ইউএসপি সিএসআইএস (PM-USP CSIS)-এর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।বার্ষিক পারিবারিক আয় ৪.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত ও পেশাগত কোর্সে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণে স্থগিত সময়ে ১০০ শতাংশ সুদের ভর্তুকি মিলবে।বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে নির্ধারিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে স্থগিত সময়ে ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি দেওয়া হবে।ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে ভর্তুকি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের অংশেই প্রযোজ্য হবে।কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি, সুদের ভর্তুকি বা ফি ফেরত প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এই প্রকল্পে সুদের ভর্তুকি পাবেন না।প্রতি বছর সর্বাধিক ১ লক্ষ শিক্ষার্থী ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকির সুবিধা পাবেন। তবে, সিএসআইএস-এর ক্ষেত্রে এমন কোনও সীমা নেই।সাশ্রয়ী সুদে শিক্ষা ঋণপিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পে শিক্ষা ঋণের সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ইবিএলআর ০.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পড়াশোনা এবং স্থগিত সময়ে সুদ পরিশোধ করলে ব্যাংক অতিরিক্ত ১ শতাংশ পর্যন্ত সুদে ছাড় দিতে পারে। আয়কর আইনের ৮০ই অনুযায়ী সুদে কর ছাড়ের সুবিধাও রয়েছে।সুদের ভর্তুকি ও ঋণ গ্যারান্টির সুবিধা একবারই পাওয়া যাবে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য মোট ৩,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই সময়ে ৭ লক্ষ নতুন শিক্ষার্থী সুদের ভর্তুকির সুবিধা পাবেন বলে অনুমান।শিক্ষার্থীদের যোগ্যতানির্ধারিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হতে হবে।সব ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স এই প্রকল্পের আওতায়।ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১৫ বছর (কোর্সের সময় ও অতিরিক্ত এক বছরের স্থগিত সময় বাদে)।আধার দিয়ে নথিভুক্ত হতে হবে এবং পড়াশোনায় সন্তোষজনক ফল বজায় রাখতে হবে।অতিরিক্ত শর্তমাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে বা শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বহিষ্কৃত হলে সুবিধা মিলবে না।দ্বিতীয় বছর থেকে সুদের ভর্তুকি পেতে সন্তোষজনক শিক্ষাগত ফল বজায় রাখতে হবে।ভ্ডসুদের ভর্তুকি ও ঋণ গ্যারান্টির সুবিধা একবারই নেওয়া যাবে।উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাএনআইআরএফ-এর সর্বশেষ তালিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে - সামগ্রিক, বিভাগভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক তালিকার শীর্ষ ১০০টি প্রতিষ্ঠান।রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ ২০০টি প্রতিষ্ঠান।কেন্দ্র সরকারের অধীন সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় ক্যাম্পাস বা বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস এই প্রকল্পের আওতায় নয়।বর্তমানে ১,৪২৫টি প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত।সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতিপিএম বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা -

সুষমা স্বরাজের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ আগস্ট ঃ লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বৃহস্পতিবার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।ওম বিড়লা জানান, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী প্রায়ত সুষমা স্বরাজের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা! তাঁর বাগ্মিতা, সংবেদনশীল নেতৃত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মাধ্যমে সুষমা ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিশেষ স্থান তৈরি করেছিলেন। রাষ্ট্রসেবার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, কাজের শৈলী এবং জনস্বার্থের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সর্বদা অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।অমিত শাহ বলেন, সুষমা স্বরাজ তাঁর শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার মাধ্যমে সংগঠন থেকে শুরু করে সরকার- সমস্ত দাযিত্বই দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর সরল জীবন, যা বিদেশ মন্ত্রককে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত

করেছিল, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, সুষমা স্বরাজ এক সুবক্তা হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সহজ-সরল ও নম্র স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, সংবেদনশীল নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রসেবার প্রতি সমর্পণের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি ও কূটনীতিতে এক গভীর ছাপ রেখে গেছেন। বিশ্বমঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করতে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণে থাকবে।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করিও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বলেন, সংগঠন থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থা- সর্বত্রই তিনি তাঁর অনন্য নেতৃত্বের ক্ষমতার মাধ্যমে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। একজন সুবক্তা এবং জনপ্রিয় নেত্রী হিসেবে তিনি জনজীবন ও ভারতীয় রাজনীতিকে নতুন দিকনির্দেশ করেছেন। বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভারতীয় কূটনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে বিশ্বজুড়ে ভারতের মর্যাদাকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর সহজ সরল ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রসেবার প্রতি সমর্পণ সকলের জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, সুষমা দিদি বড় বোনের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর চেহারায় তেজ এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিল, সরস্বতী যেন তাঁর জিহ্বায় বিরাজ করতেন। তাঁর মঙ্গলচিন্তার পুণ্য আলো সর্বদা জনসেবার পথকে আলোকিত করে রাষ্ট্র ও সমাজসেবায় আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাবে।কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অনন্য অবদান, সুবক্তা হিসেবে তাঁর পরিচয় এবং জনকল্যাণের প্রতি তাঁর সমর্পণ সর্বদা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাঙালির আবেগ প্রবণতার আরেক নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

মধুসূদন দে ,বাঁকুড়া ঃবাঙালির মহালয়ার ভোর মানেই একটা কণ্ঠ - জাগো দুর্গা জাগো...। এই কণ্ঠের মালিক হলেন বাঙালির আবেগ প্রবণতার প্রতীক- বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি ছিলেন বেতারের ঘোষক, নাট্যকার, অভিনেতা ও আবৃত্তিকার। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৯০৫ সালের গত ৪ ঠা আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। কিন্তু মন পড়ে ছিল সাহিত্য, নাটক আর আবৃত্তিতে। ১৯৩০ সালে তিনি আকাশবাণী কলকাতার সাথে যুক্ত হন। ১৯৩১ সাল থেকে আকাশবাণীতে মহিষাসুরমর্দিনী প্রচার শুরু হয়। এর ভাষ্য রচনা ও প্রধান ঘোষক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর কণ্ঠস্বর আজও আমাদের আবেগ তাড়িত করে।তাঁর গম্ভীর, দরদী কণ্ঠ আর সংস্কৃত শ্লোকের উচ্চারণ আজও বাঙালির কাছে দেবীপক্ষের শুরুর সংকেত। প্রতি বছর মহালয়ার ভোরে রেডিও খুললেই তাঁর কণ্ঠ শুনতেই হবে - -আশ্বিনের শারদ প্রাতে এটা বাঙালির রীতি হয়ে গেছে। তাঁর কণ্ঠ ছাড়া আজও মহালয়া অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়।তিনি শুধু ঘোষকই ছিলেন না। বহু নাটক লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন, অভিনয়ও করেছেন। চণ্ডীপাঠ, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিখ্যাত আবৃত্তি। তাঁর কণ্ঠে সংস্কৃত ও বাংলা মিশে এক আলাদা মহিমা পেয়েছ।১৯৯১ সালের ৩ রা নভেম্বর তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু তিনি মরে গিয়েও অমর। আজও প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু মহালয়ায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রেকর্ডিং-ই বাজে। নতুন প্রজন্মও তাঁর কণ্ঠেই দেবীপক্ষকে স্বাগত জানায়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমাণ করেছেন কণ্ঠও একটা শিল্প। তাঁর কণ্ঠ ছাড়া বাঙালির দুর্গাপূজো অসম্পূর্ণ। তিনি শুধু ঘোষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও ভোরের মন্ত্র।পরম শ্রদ্ধেয় বেতার সম্রাট বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মবার্ষিকী স্মরণে বাংলার জনপ্রিয়সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তা পত্রিকার একজন সাংবাদিক হিসেবে জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

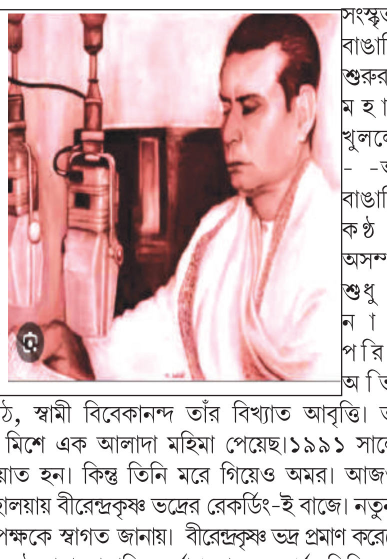

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য উদ্দীপনা ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। আজ আপনি শক্তি ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ থাকবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। আশপাশের মানুষের সহযোগিতা পুরোপুরি পাবেন, যা আপনাকে লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রাণিত করবে।
মিথুনঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার যা প্রয়োজন তা হল নিজেকে বিশ্বাস করা। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি। শুভদিন
কর্কটঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে। সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ ঃ আজ আপনি শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন।
কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার দৈনন্দিন রুটিনকে আরও উন্নত করার জন্য উপযুক্ত। আপনি নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। প্রেম হবে।
তুলাঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অর্থের ব্যয় হবে পারে।
বৃশ্চিকঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন।
ধনুঃ আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা। শুভ দিন হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য বহু ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা প্রশংসিত হবে, যা আপনাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।
কুম্ভঃ আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন- এবং আজ কেবলমাত্র জরুরী জিনিসই কিনুন।
মীনঃ ঘাড়ে-পিঠে এক নাছোড়বান্দা ব্যথায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি সাধারণ দুর্বলতার সাথে হচ্ছে।আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা দরকার। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। শুভদিন।

আবহাওয়া

স্বস্তির বৃষ্টি হয়েই চলেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃহস্পতিবার সকালেও হালকা বৃষ্টি হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি এবং হাওড়ায়। বৃহস্পতিবারও দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানেও। শুক্র-শনিও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গেও আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সপ্তাহভর ঝড়বৃষ্টি এবং দুর্যোগ চলবে উত্তরের জেলাগুলিতেও। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮১শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে হেলমেটহীন বাইক শোভাযাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৬ আগস্ট, ২০২৬ঃ জয়নগর রাজ্যজুড়ে বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। ৩ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলা, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমানো। বিভিন্ন জেলায় পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে চলছে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি।এরই মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ চলাকালীন একটি মোটর বাইক শোভাযাত্রাকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া বিপুল সংখ্যক মোটর বাইক আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল না, যা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের সামিল বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। বৃহস্পতিবার জয়নগর বিধানসভা এলাকায় বিজেপি নেতা তথা সাগর বিধানসভার ইনচার্জ মিন্টু হালদারের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা হাতে একটি বিশাল মোটরবাইক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের দাবি, প্রায় এক হাজারেরও বেশি মোটর বাইক ও কয়েক হাজার কর্মীসমর্থক এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি প্রায় ৩০ কিলো মিটার পথ অতিক্রম করে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া বহু মোটরবাইক চালক ও আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল না। ফলে সরকার যখন একদিকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার বার্তা দিচ্ছে, তখন সেই সময়েই শাসকদলের এই শোভাযাত্রায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এ বিষয়ে এ দিনের এই শোভাযাত্রার আয়োজক বিজেপি নেতা মিন্টু হালদার বলেন,একসঙ্গে এত মানুষের জন্য হেলমেটের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। যদি ও ট্রাফিক আইন অনুযায়ী মোটর সাইকেল চালক এবং নির্ধারিত ক্ষেত্রে আরোহীর হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক।ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে আইন মেনে চলার বার্তা যখন প্রশাসনের তরফে জোরদারভাবে প্রচার করা হচ্ছে, তখন বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হেলমেটবিহীন মোটরবাইক চলাচলের অভিযোগ সেই বার্তার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।তবে এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ বা সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পথনিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে নববারাকপুরে পড়ুয়াদের সচেতনতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর, জয়নগর, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে সর্বত্র ৩-৯ আগস্ট পালিত হচ্ছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় ট্রাফিক মোড়ে চলছে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার দুপুরে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের চতুর্থ দিনে নববারাকপুর থানা এবং সোদপুর ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় কলোনী বয়েজ হাইস্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দের স্মার্ট ক্লাস রুমে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রজেক্টারের মাধ্যমে ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব, নিরাপদে গাড়ি চালানো, সিট বেল্ট ও হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং গাড়ি চালানোর সময় কানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিরাপদ সড়ক ব্যবহার ও দায়িত্বশীল আচরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উপায় এবং নিরাপদ যাতায়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর থানার আইসি সুপ্রিয় কুন্ডু, সোদপুর ট্রাফিক গার্ডের ওসি কুমারেশ ঘোষ, কলোনী বয়েজ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিতুন বিশ্বাস সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিতুন বিশ্বাস জানান পথ দুর্ঘটনায় ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অনেক তথ্য পড়ুয়াদের ধ্যান ধারণা বাড়লো। কিছুটা হলেও সচেতনতা বৃদ্ধি হল পড়ুয়াদের। অন্যদিকে নাগেরবাজার থানার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ ট্যাবলো ফেস্টুন নিয়ে টোটো মাইকিং করে এলাকায় সচেতনতা প্রচারভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়।

বছরের পর বছর বিচারপতির অপেক্ষা ! স্তূপীকৃত মামলার জট কাটাতে হাই কোর্টে আসছেন ৮ নতুন বিচারপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিন ধরে বিচারপতির শূন্যপদ এবং ক্রমবর্ধমান মামলার চাপে জর্জরিত কলকাতা হাই কোর্টে অবশেষে মিলতে চলেছে বড় স্বস্তি। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী মঙ্গলবার একসঙ্গে আটজন নতুন বিচারপতি শপথ নেবেন। রাষ্ট্রপতি ভবন তাঁদের নিয়োগে অনুমোদন দেওয়ায় আদালতের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছেন আইনজীবী মহলের একাংশ। এর ফলে বিচারপতির শূন্যপদ যেমন কিছুটা কমবে, তেমনই দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াও গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, গত ১২ মে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের জন্য মোট নয়জন আইনজীবীর নাম সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। সেই তালিকা পর্যালোচনার পর রাষ্ট্রপতি ভবন আটজনের নিয়োগে সম্মতি দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আর্যক দত্ত, অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ দে, পার্থসারথি রায়, সুদীপ দেব, অনুজ সিং, অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় এবং নিষাদ মেদেরা। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী মঙ্গলবার তাঁরা বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন। বর্তমানে কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা ৭২ হলেও কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা অনেক কম। নতুন আটজন দায়িত্ব গ্রহণ করলে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্যপদের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমবে। আইনজীবীদের মতে, বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি আদালতের দৈনন্দিন কাজকর্মে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘ অপেক্ষার সময়ও ধীরে ধীরে কমতে পারে। গত কয়েক বছরে কলকাতা হাই কোর্টে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দেওয়ানি, ফৌজদারি, সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক নানা ধরনের মামলার চাপ আদালতের উপর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতা হাই কোর্টের অধীন আন্দামান সার্কিট বেঞ্চ এবং জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চেও নিয়মিত শুনানি চালাতে হয়। এই দুই সার্কিট বেঞ্চে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিচারপতিদের দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ায় মূল বেঞ্চে বিচারক সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে একাধিক মামলার শুনানি পিছিয়ে যায় এবং বিচারপ্রার্থীদের অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হয়। এই পরিস্থিতিতে একসঙ্গে আটজন নতুন বিচারপতির নিয়োগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত দুই দশকেও বেশি সময়ে কলকাতা হাই কোর্টে একসঙ্গে এত সংখ্যক বিচারপতির নিয়োগের নজির খুবই বিরল। আইনজীবী মহলের মতে, নতুন বিচারপতিরা দায়িত্ব গ্রহণ করলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, বেঞ্চ গঠনে সুবিধা এবং বিচার ব্যবস্থার গতি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী এবং আদালত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল বারবার শূন্যপদ দ্রুত পূরণের দাবি জানিয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে আটজন নতুন বিচারপতির আগমন বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আদালতের কাজের চাপ সামাল দেওয়া এবং বিচারপ্রার্থীদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

তারাতলা বিপর্যয়ের পর বেআইনি নির্মাণে কড়া নজর, ডিজিটাল লগ বুক বাধ্যতামূলক করল কলকাতা পুরসভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ তারাতলায় নির্মীয়মাণ কাঠামো ভেঙে পড়ার ঘটনার পর বেআইনি নির্মাণ রুখতে আরও কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা পুরসভা। অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে এসেছে, আড়াই বছর আগে চালু হওয়া ডিজিটাল ডায়েরি বা লগ বুক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি। সেই কারণেই এবার নির্মাণ সংক্রান্ত নজরদারিতে প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিককে নিয়ম মেনে ডিজিটাল লগ বুক ব্যবহার এবং প্রতিটি নির্মাণস্থলের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, তারাতলার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পর গোটা ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, নির্মাণস্থলে নিয়মিত পরিদর্শন এবং তার তথ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত করার যে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। ফলে নির্মাণকাজে সম্ভাব্য অনিয়ম বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি সময়মতো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর প্রশাসন। এর আগে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ একটি বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ১৩ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর নির্মাণস্থলে পুরসভার নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। তদন্তে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার পরই তৎকালীন পুর কমিশনার ধবল জৈনের উদ্যোগে নির্মাণকাজের উপর আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি গড়ে তুলতে ডিজিটাল ডায়েরি বা লগ বুক ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার আওতায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্মাণস্থলে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা বাধ্যতামূলক। পরিদর্শনের সময় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নির্মাণস্থলের ছবি তুলে তা সঙ্গে সঙ্গে আপলোড করতে হয়। পাশাপাশি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণকাজ হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হয়। কোথাও নকশাবহির্ভূত নির্মাণ বা অন্য কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নোটিস জারি করতে হবে। অনিয়মের অবস্থান ও প্রকৃতি বোঝাতে ডি-স্কেচ সংযুক্ত করাও বাধ্যতামূলক। পুরসভার নির্দেশিকা অনুযায়ী, গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট নির্মাণে অবিলম্বে 'স্টপ ওয়ার্ক' নোটিস জারি করতে হবে। সেই নির্দেশ অমান্য করে নির্মাণকাজ চালানো হলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ডিজিটাল লগ বুক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, নির্মাণস্থলের ছবি, পরিদর্শনের সময়, জিপিএস লোকেশন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের রিপোর্ট একসঙ্গে সংরক্ষিত থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট বরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, ডিজি এবং পুর কমিশনার যে কোনও সময় সেই তথ্য খতিয়ে দেখতে পারেন। এতে নজরদারির স্বচ্ছতা যেমন বাড়ে, তেমনই দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয়। পুর প্রশাসনের একাংশের মতে, তারাতলার ঘটনায় যদি ডিজিটাল লগ বুকের সমস্ত বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হতো, তাহলে নির্মাণস্থলের অনিয়ম অনেক আগেই ধরা পড়তে পারত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ মিলত। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আর কোনও ধরনের শৈথিল্যের সুযোগ রাখা হচ্ছে না। প্রতিটি নির্মাণস্থলে নিয়মিত পরিদর্শন, তথ্য আপলোড এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার আশা, প্রযুক্তিনির্ভর এই নজরদারি ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর হলে বেআইনি নির্মাণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি অনুমোদনবিহীন নির্মাণ, নকশাবহির্ভূত কাজ এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের ঘটনাও দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে। ভবিষ্যতে তারাতলার মতো দুর্ঘটনা এড়াতে এবং শহরের নির্মাণ নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ডিজিটাল লগ বুক ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে পুর প্রশাসন।

২০১১ সাল থেকে দেওয়া সব কাস্ট সার্টিফিকেটের যাচাই শুরু, এখনই সন্দেহের তালিকায় প্রায় ৪৫,০০০

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ তৃণমূল আমলে ইস্যু হওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে বড় পদক্ষেপ নতুন সরকারের। সন্দেহের তালিকায় ৪৫ হাজারের বেশি শংসাপত্র। গত পনেরো বছরে ইস্যু হওয়া জাতিগত শংসাপত্রের ফের যাচাই শুরু করেছে 'অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর'। নবান্ন সূত্রে খবর, নতুন করে শংসাপত্র যাচাই শুরু হতেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২২ হাজার ১১৭টি জাতিগত শংসাপত্র পুনর্যাচাই চলেছে। এর মধ্যে ৭৬ হাজার ৭৫০টি বৈধ বলে নিশ্চিত করেছে দফতর। যাচাইয়ের পর ইতিমধ্যেই ১৩৫টি কাস্ট সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩টি SC– 41 ST ও 11 OBC শংসাপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ১৩৫টি কাস্ট সার্টিফিকেটের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় সব থেকে বেশি শংসাপত্র বাতিল হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যে ওবিসি, এসটি-এসসি সার্টিফিকেট নিয়ে তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন দুর্নীতি করেছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছিলেন তৃণমূল আমলে যে সকল সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছে তা সব যাচাই করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, বাঁকুড়ার সভা থেকেও তাঁর সাফ নির্দেশ ছিল কোনওভাবে যদি নথি ভুয়ো প্রমাণিত হয় তাহলে সার্টিফিকেট যাকে দেওয়া হয়েছে এবং যিনি দিয়েছেন উভয়ই গ্রেফতার হবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কড়া নির্দেশ মেনেই দ্রুত শংসাপত্র ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে নবান্ন বলে খবর।

ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় অভিজিতের 'হত্যাকারী' গ্রেপ্তার, অসম থেকে ধৃতকে পাকড়াও সিবিআই-এর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর কাঁকুড়গাছিতে ঘটে যাওয়া বহুল আলোচিত ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ধৃতের নাম অরূপ দাস। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পলাতক ছিলেন এবং তাঁর সন্ধান দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। অবশেষে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অসমে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচয় গোপন করে তিনি সেখানে রেলের একটি ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে কোচ অ্যাটেন্ড্যান্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। সেখান থেকেই তাঁকে আটক করা হয়। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রের খবর, দীর্ঘ সময় ধরেই অভিযুক্তের সন্ধান চালানো হচ্ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি গোপন সূত্রে জানা যায়, অরূপ দাস অসমে ভুয়ো পরিচয়ে কাজ করছেন। সেই তথ্য যাচাই করার পর তদন্তকারী আধিকারিকেরা সেখানে পৌঁছে অভিযান চালান। কর্মস্থল থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেপ্তারের সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করলেও যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁকে মারধর করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম অভিযোগে উঠে আসে। প্রথমে ঘটনার তদন্ত শুরু করে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। তবে তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আবেদনকারীরা। পরে আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তভার পাওয়ার পর সিবিআই ধারাবাহিকভাবে মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় দুটি চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রথম চার্জশিট দাখিল করা হয় ২০২১ সালে। পরবর্তীতে গত বছরের জুলাই মাসে দ্বিতীয় চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় চার্জশিটে মোট ১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই তালিকায় অরূপ দাসের নামও ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, প্রায় পাঁচ বছর ধরে তিনি রাজ্যের বাইরে আত্মগোপন করে ছিলেন। পরিচয় গোপন রেখে কর্মজীবন চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থলের সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অসমে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন ধৃতকে কলকাতায় এনে আদালতে পেশ করা হবে। এরপর তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মামলার আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা। কাঁকুড়গাছির ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর ভূমিকা, ঘটনার সময়কার উপস্থিতি এবং অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগ-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তকারীদের আশা, এই গ্রেপ্তারের ফলে বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলার তদন্তে নতুন অগ্রগতি হতে পারে এবং ঘটনার নেপথ্যের আরও তথ্য সামনে আসবে।

সোনা পাচারের বড় জাল ফাঁস ! দমদম বিমানবন্দরে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা, হিরে ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে প্রায় ৪০০ গ্রাম সোনা, কয়েকশো গ্রাম রূপো, হিরে, চুনী এবং পান্না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মূল্যবান সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য এক কোটি টাকারও বেশি বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় রাজস্থানের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় ডোমেস্টিক কার্গোর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান গয়না ও ধাতু কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ হয়, এই চালানটি অবৈধভাবে অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই নজরদারি শুরু করে বিমানবন্দর সংলগ্ন এনএসসিবিআই থানার পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃত যুবকের নাম রাম অবতার শর্মা। তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা। অভিযোগ, বিমানবন্দরের ভেতরে এক ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্যবান গয়নাগুলি সংগ্রহ করার পর তিনি স্কুটিতে চেপে বিমানবন্দর এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক সেই সময় গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং বিমানবন্দর চত্বরেই স্কুটিটি আটকায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি কয়েকশো গ্রাম রূপো, হিরে, চুনী ও পান্নাও উদ্ধার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া মূল্যবান সামগ্রীর মোট বাজারমূল্য এক কোটি টাকারও বেশি বলে তদন্তকারীদের অনুমান। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী কলকাতার বড়বাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে সেগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কার নির্দেশে এই চালান পৌঁছেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কার হাতে তা তুলে দেওয়ার কথা ছিল, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। তদন্তকারীরা আদালতের কাছে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানাতে পারেন বলে সূত্রের খবর। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তার খোঁজ চালানো হবে।

খুনের বদলা নিতেই লিলুয়ায় মদের আসরে শ্যুটআউট এর ঘটনা বলে দাবি

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, লিলুয়া, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ গত ২০১৯ সালের বন্ধু খুনের বদলা নিতেই লিলুয়ায় মদের আসরে শ্যুটআউট এর ঘটনা বলে দাবি করলো ধৃত প্রসেনজিৎ ঘোষ। পুলিশ উদ্ধার করেছে গুলি-কাণ্ডের ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র সহ দু'রাউন্ড কার্তুজ। '২০১৯ সালে বন্ধুকে খুনের বদলা নিয়েছি।' এমনই দাবি লিলুয়ার বার্মা কলোনিতে মদের আসরে শ্যুটআউটের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ ঘোষের। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করে লিলুয়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা আদালতে ধৃতকে পেশ করা হয়। এদিন প্রসেনজিৎ দাবি করেন, ২০১৯ সালে তাঁর বন্ধু সুরেশ প্রজাপতিকে খুন করে লোকনাথ মাঝি ওরফে মালিঙ্গা। সঙ্গে ছিল আরও অনেকে। সেই খুনের বদলা নিতেই গুলি চালিয়েছি।মঙ্গলবার গভীর রাতে লিলুয়ার বার্মা কলোনিতে মদ-জুয়ার আসরে চলে গুলি।মালিঙ্গাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রসেনজিৎ। মালিঙ্গার কাঁধে গুলি লাগে। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এই ঘটনায় প্রসেনজিৎ ঘোষ ও সানি হেলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় পিস্তল ও কার্তুজ। ধৃত মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ ঘোষকে এদিন লিলুয়া থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, '২০১৯ সালে আমাদের বন্ধু সুরজ প্রজাপতিকে ওরা অনেকজন মিলে খুন করেছিল। পুলিশ তখন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মিথ্যে কেসে তিন মাস জেল খাটিয়ে ওদের বেল করিয়ে দিয়েছিল। সেই খুনেরই বদলা নিয়েছি।' প্রসঙ্গতঃ মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১-৫৫ মিনিটে লিলুয়া থানার অন্তর্গত বার্মা কলোনির একটি প্রাইভেট স্কুলের কাছে ওই আগ্নেয়াস্ত্র হামলার ঘটনাটি ঘটে। লিলুয়ার বাসিন্দা লোকনাথ মাঝি ওরফে মালিঙ্গা গুলিতে জখম হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় লিলুয়া থানায় ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট মামলা নথিভুক্ত করা হয়। লিলুয়া থানা এলাকার বাসিন্দা সানি হেলাকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়। বুধবার হাওড়া আদালতে সানিকে হাজির করা হলে পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার দঃ বারাসতে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ধারাবাহিক ভাবে আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ টিম। জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই সত্যজিত সাহা সহ জয়নগর থানার পুলিশ টিমের অতি তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত স্টেশন এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তার গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তি হল - সালাউদ্দিন গাজী (৪১), বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু হাসিমপুর গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

বিহার ও পাটনায় ডাকাতির পর কলকাতায় ডাকাতির ছক! ধুলাগোড় থেকে ছয় দুষ্কৃতী ধৃত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বিহার ও পাটনায় ডাকাতি করে কলকাতায় ডাকাতির ছক! হাওড়ার ধুলাগোড় থেকে ছয় দুষ্কৃতী ধৃত। উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতদের মধ্যে একজন খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত দাবি গোয়েন্দা পুলিশের। নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি দল বুধবার ধূলাগোড় সাঁকরাইলে হানা দিয়ে ওই এলাকা থেকে বিহারের বাসিন্দা ৬ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা পুলিশের জেরায় জানিয়েছে, তারা হাওড়া এবং কলকাতায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের মধ্যে একজন বিহারের নালন্দায় একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বলেও পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতেরা হলো (১) প্রিন্স কুমার (২৬)। পোয়ারি, নালন্দা, বিহারের বাসিন্দা। (২) বিশাল কুমার (১৮)। মহাতওয়ার থানা কল্যাণবিঘা, নালন্দা, বিহারের বাসিন্দা। (৩) কিষাণ কুমার সিং (২১)। বিহারের বাসিন্দা। (৪) চন্দন কুমার (২৪)। বিহারের বাসিন্দা। বর্তমানে থাকে মুচিপাড়া, কলকাতায়। (৫) অঙ্কিত কুমার (২৮)। ছাপরা, বিহারের বাসিন্দা। (৬) লবকুশ রায় (১৯)। ছাপরা বিহারের বাসিন্দা। অঙ্কিত কুমার ও লবকুশ এরা বর্তমানে হাওড়ার ধূলাগোড়ে থাকে। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি হাতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬টি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিষাণ কুমার সিং, বিশাল কুমার এবং প্রিন্স জানায় যে তারা হাওড়া এবং কলকাতা এলাকায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ধূলাগোড়ে এসেছিলেন। তারা এর আগে বিহারের নালন্দা এবং পাটনায় ডাকাতি করেছিলেন।

সামাজিক সুরক্ষা স্কিম বন্ধ রাখা নিয়ে তোপ কুণাল ঘোষের ! তুললেন নাম বদলের রাজনীতির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পূর্বতন সরকারের আমলের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বন্ধ থাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কুণাল ঘোষ। বিধানসভার প্রেস কর্নারে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি যেমন একদিকে সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরক্ষা প্রকল্পের টাকা আটকে থাকা নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে বিরোধী দল, শিবসেনা প্রসঙ্গ এবং প্রকল্পের নাম বদলের রাজনীতি নিয়েও একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষ এখন আর আগের মতো সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলির সুবিধা পাচ্ছেন না। অনেক জায়গায় মানুষ এর জেরে বিক্ষোভও দেখাচ্ছেন। তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুরু করা এইসব আর্থিক সুরক্ষার স্কিম অবিলম্বে উপভোক্তাদের ফিরিয়ে দিন। কোথাও কোনও দুর্নীতি বা সমস্যা থাকলে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বাদ দিন, কিন্তু পুরো স্কিমগুলো বন্ধ করে রেখেছেন কেন ?দ নতুন প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তস্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থাকাকালীন নতুন বীমা আনার কী দরকার ছিল ? কিংবা 'লদীর ভাণ্ডার' থাকতে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' আনারই বা কী প্রয়োজন ছিল ?দ পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, অতুন সরকারের নতুন কাজ করার বা তৈরি করার কোনও ইচ্ছে নেই। শুধু প্রকল্পের নাম পাল্টে পাল্টে কাজ চালানো হচ্ছে। আপনারা নাম বদলাতে পারেন, কিন্তু বাংলার মানুষের মন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুছে ফেলতে পারবেন না।দ বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কুণাল বলেন, তঅধ্যক্ষের স্বীকৃতি পাওয়া বিরোধী দল এসব জনস্বার্থের কথা বিধানসভায় তুলবে না। তাঁরা শুধু কে কোন কমিটিতে যাবে, তা নিয়েই ব্যস্ত।দ এছাড়া সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, এই দলগুলি বিধানসভায় কখনও সাধারণ মানুষের কথা তোলে না, স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করছে। শিবসেনার মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, দলের কর্মী ও মানুষের ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। প্রথম থেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে 'মাদার পার্টি' বা মূল দলই শেষ কথা। পাশাপাশি, তোলাবাজি ইস্যুতে বিজেপির পদক্ষেপকে 'আইওয়াশ' বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, অপরাধ প্রমাণিত হলে শুধু সাসপেন্ড না করে তাদের সরাসরি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। ক্যাগ (স্তুঝ্ঝ) রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য রাখার প্রসঙ্গে কুণাল পরিষ্কার জানান, নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে বলতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই, তবে ১২ ও ১৩ তারিখের অধিবেশনের মধ্যে ১৩ তারিখে তাঁর জরুরি কাজ থাকায় তিনি হাউসে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

বারুইপুরে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক ২ নাবালক

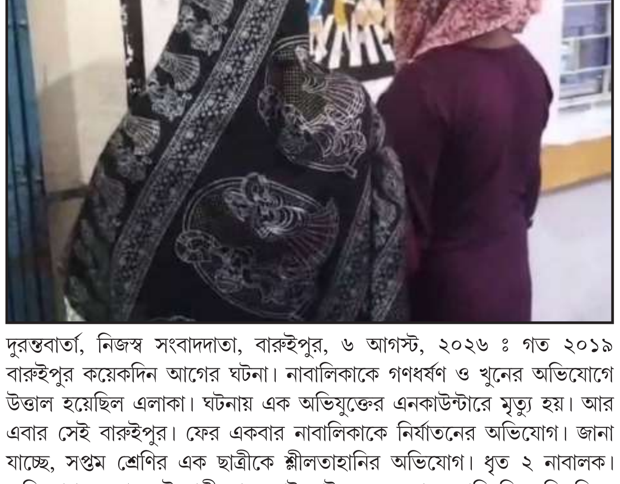

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ গত ২০১৯ বারুইপুর কয়েকদিন আগের ঘটনা। নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়েছিল এলাকা। ঘটনায় এক অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়। আর এবার সেই বারুইপুর। ফের একবার নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ। জানা যাচ্ছে, সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। ধৃত ২ নাবালক। অভিযোগ, বুধবার ওই ছাত্রী তার ছোট ভাইকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে ফিরছিল। সেই সময় রাস্তায় দুই নাবালক তার পিছু ধাওয়া করে। এরপর পথ আটকায়। শুধু তাই নয় ওই ছাত্রীর নাম এবং তার ফোন নম্বর চেয়ে অশালীন আচরণ করতে থাকে প্রকাশ্য রাস্তায়। চলে হাত ধরে টানাটানির মতো ঘটনা। এমনকী, জোর করে ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয় বলে। এরপর ওই নাবালিকার চিৎকার শুরু করে। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে আসলে অভিযোগ তাদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে যায়। পরে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতে পুলিশ পলাতক আরও একজন নাবালককে আটক করে। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদেরকে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে ওই ছাত্রীর মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্ত ওই দু'জনের আইনমাফিক উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে ছাত্রীর পরিবার। ছাত্রীর মা বলেন, 'ক্লাসের মধ্যেই গা ঘেষাঘেষি করছিল। এরপর আমার মেয়ে ভয় পেয়ে বাড়ি আসতে চেয়েছিল। সেই সময় আমার মেয়ে দ্রুত বাড়ি চলে আসছিল। এরপর ওর ফোন নম্বর চায়, হাত ধরে টানাটানি করে। এই রকম করলে মেয়েদের সুরক্ষা কোথায় ?'

'জনগণের সম্পদ জনগণের জন্য', এলিয়ট পার্ক ঘিরে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিন পর ফের উন্মুক্ত হল কলকাতা ময়দানের এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কয়েক বছর ধরে পার্কের একাংশ উঁচু টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। ফলে চৌরঙ্গী রোড দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে পার্কের সবুজ পরিবেশ ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতেন না। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সেই টিনের বেড়া সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি নাম না করেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। সামাজিক মাধ্যমে এলিয়ট পার্কের 'আগে' এবং 'পরে'র ছবি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে পার্কটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে হাঁটতে যেতেন বলেই পার্কের চারপাশে উঁচু টিনের বেড়া লাগানো হয়েছিল, যাতে বাইরে থেকে কেউ ভিতরের দৃশ্য দেখতে না পারেন। পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, অয়দানের এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবুজ ও মনোরম দৃশ্য এতদিন চৌরঙ্গী রোডের দিক থেকে উঁচু টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। কারণ সেখানে প্রাক্তন সরকারের মাননীয়া হাঁটার সময় যাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সবুজের মনোরম দৃশ্য আজ আবার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।দ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সরকারি সম্পদ জনগণের জন্যই। তাই এলিয়ট পার্কের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত সবুজ পরিসরকে আবার মানুষের জন্য ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। তিনি এই পদক্ষেপের জন্য কলকাতা পুরসভাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, জনগণের সম্পদ সবসময় জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। এলিয়ট পার্ক কলকাতার অন্যতম পরিচিত উন্মুক্ত সবুজ এলাকা। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সেখানে হাঁটতে, ব্যায়াম করতে কিংবা অবসর সময় কাটাতে যান। দীর্ঘদিন ধরে টিনের বেড়া থাকায় পার্কের সৌন্দর্য বাইরে থেকে উপভোগ করা সম্ভব হতো না। বেড়া সরানোর পর আবারও চৌরঙ্গী রোড থেকে পার্কের সবুজ পরিবেশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপকে জনস্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তাঁর মন্তব্যে প্রাক্তন সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কটাক্ষের সুরও স্পষ্ট। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এই ইস্যু রাজনৈতিক বিতর্কেরও নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য এলিয়ট পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফের উন্মুক্ত হওয়াকে শহরের উন্মুক্ত সবুজ পরিসর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন অনেকেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার , ২১ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিরাজমোহন

রাজশেখর বসুর চার বছর পর প্রেসিডেন্সির রসায়ন বিভাগে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম একজন ছাত্রকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সাধের বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি দিলেন। আচার্যদেব মেধাবী ছাত্রটিকে বুঝিয়ে দিলেন ব্রিটিশদের সাথে ব্যবসায় টক্কর দিতে হলে শুধু ভারী শিল্প গড়লে হবে না কাঁচামাল নিজেদের তৈরি করতে হবে। ছাত্রের কাছে শিক্ষাগুরুর প্রাথমিক নির্দেশ ছিল কিভাবে কম খরচে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করা যায়। তবে তাঁর আসলে পরিচয় তিনি ভারতবর্ষে প্রথমে চর্ম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর বিরাজমোহন দাস অনুধাবন করলেন যারা কারখানায় হাতে কলমে চামড়া নিয়ে কাজ করেছেন তাদের কাজ সরেজমিনে দেখতে হবে। ১৯০৯ সালে তিনি গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি নিয়ে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লেদার কেমিস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজি' পড়তে যান। ইতালির মিলান শহরে একটা বড় চামড়ার কারখানায় কিছুদিন হাতে কলমে কাজ শিখলেন। এরপর জার্মানির বিখ্যাত একটি কোম্পানিতে দুই বছর টেকনিক্যাল কেমিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। দুই দেশে থাকার জন্য বিরাজমোহন চমৎকার জার্মান ও ইতালীয় ভাষাও শিখেছিলেন। একটা সময় বেলেঘাটায় স্যার নীলরতন সরকারের তৈরি ' ন্যাশনাল ট্যানারি ' চলেছিল। শুধু ট্যানারি কেন প্রথিতযশা চিকিৎসক হয়েও একসময় ব্যবসায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন,চা বাগান কিনেছেন, এমনকি কিনেছিলেন কয়লাখনি। তবে চিকিৎসক হিসেবে বরাবর তিনি ধন্বন্তরী, কখনও খ্যাতি একবিন্দু কমেনি। দীর্ঘ চব্বিশ বছর বিরাজমোহন ন্যাশনাল ট্যানারিতে ম্যানেজার পদে কাজ করেছেন। তিনি যেমন ওই ট্যানারির আয়তন বাড়িয়েছেন তেমন আধুনিকীকরণ করেছেন। দুইজনে একসঙ্গে বাংলার সরকারের কাছে একটি ট্যানিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার আবেদন করেন। ১৯১৯ সালে ন্যাশনাল ট্যানারির পাশাপাশি 'ক্যালকাটা রিসার্চ ট্যানারি' তৈরি হয়। কারখানায় কাজ হবে ট্যানিং-এর। কেমন করে ট্যানিং ভালো করা যায়, কী কম বেশি হলে ভালো হয়, কী যোগ বিয়োগ করলে ভালো হয়, এই গবেষণার জন্য তৈরি হয়েছে 'ক্যালকাটা রিসার্চ ট্যানারি'। বিরাজমোহন দুটো প্রতিষ্ঠানেই সমান্তরালভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করতেন। বেশিদিন সময় লাগল না। ১৯২৪ সালে ক্যালকাটা রিসার্চ ট্যানারির নাম বদল হয়। নতুন নাম হল 'বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট'। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত টানা বারো বছর বিরাজমোহন বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউটের পূর্ণ সময়ের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। বাংলার সরকারের অধীনে ছিল 'বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট'। তাঁকে একসময় সামরিক বিভাগের কর্নেল পদক দেওয়া হয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের যে চর্মবিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি হয় তার সভাপতি ছিলেন বিরাজমোহন। তাঁর দক্ষতার খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে প্রায়। ১৯৪৬ সালে 'ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অবজেকটিভস্ সাব কমিটি'-র সভ্য হিসেবে তিনি জার্মানির ট্যানিং কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকা ও ব্রিটেনে ট্যানিং-এর কাজ শিখতে যান।

হেমচন্দ্র কানুনগো

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হেমচন্দ্র কানুনগো এক অতুলনীয় ও দুর্দান্ত চরিত্র। একাধারে শিল্পী, শিক্ষক, গুপ্তচর, বোমা-নির্মাতা ও বিপ্লবী সংগঠক;এই বিপ্লবীর জীবন এক আদর্শ বিপ্লবের পথে হাঁটার গল্প। ৪ আগস্ট ১৮৭১ সালে মেদিনীপুর জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, আর জীবনাবসান ঘটে ৮ এপ্রিল ১৯৫১ সালে। তবে মাঝের সময়টা জুড়ে রয়েছে গোপন সংগ্রাম, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের এক অনন্য উপাখ্যান। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওড়িশার জাজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা, পদবি ছিল 'দাস'। পরবর্তীতে জমি জরিপের কাজে বাংলায় চলে আসেন এবং পদবি হয়ে যায় 'কানুনগো'। পিতা ক্ষেত্রমোহন কানুনগোর আদর্শে বেড়ে ওঠা হেমচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষার পথে মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে, কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তবে ছবি আঁকার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন চিত্রকলার শিক্ষক ও রসায়নের ডেমনস্ট্রেটর। পরে জেলা বোর্ডে চাকরি নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি;কারণ তাঁর মন পড়ে ছিল গোপন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে। বিপ্লবের বীজ বপিত হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায়, এবং ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পর সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। কলকাতা ও মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনিই। তাঁর বাগানঘেরা মাতুলালয়ের প্রাসাদ চত্বর হয়ে ওঠে তরুণ বিপ্লবীদের অস্ত্রচর্চার আখড়া, যেখানে তিনিই ছিলেন প্রশিক্ষক। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যিনি বিদেশে গিয়ে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৩ আগস্ট ইউরোপ যাত্রা করেন তিনি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিকদের সহায়তায় ফ্রান্সে থেকে বোমা নির্মাণ ও গুপ্তচর সংস্থার কৌশল রপ্ত করেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সোশালিস্ট কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন এবং মাদাম ভিকাজি কামার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক তেরঙ্গা পতাকা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কথিত আছে, পতাকার নকশা ও রং বাছাইয়ে চিত্রশিল্পী হেমচন্দ্রই ছিলেন মূল পরামর্শদাতা। দেশে ফিরে এসে তিনি মুরারিপুকুর বাগানে যুগান্তর দলের গোপন বোমা কারখানায় তিনটি বোমা তৈরি করেন। ২ মে, ১৯০৮ সালে মুরারিপুকুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে ধরা পড়েন হেমচন্দ্র।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

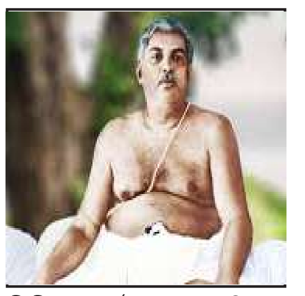

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। বিশ্বকে নরেন একদিন জয় করবে। সেদিন নরেন আমার দর্শনকে সমানে রেখে সবাইকে ঈশ্বরভক্ত হতে বলবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও শহিদ ক্ষুদিরাম

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ সংস্কারক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী পরলোকগমন করেন ৬ আগস্ট, ১৯২৫ সালে। ১৮৭৬ সালে তিনি সর্ব ভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় সংঘ বা 'দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সাল হতে তিনি বেঙ্গলী শিরোনামে একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন এবং নির্ভিক ও ঔৎসুক চিত্তে জাতীয় সংস্কৃতি,

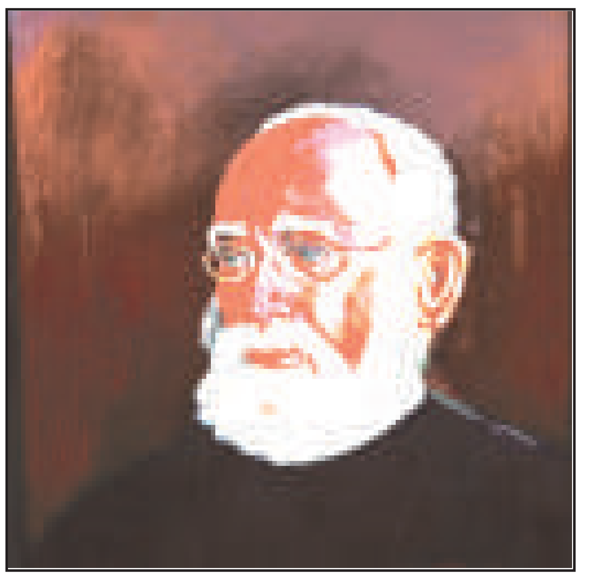

একতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। ১৮৭৬-১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হিসেবে ছিলেন। তার সুদক্ষ ও সুচারু নেতৃত্বের ফলে ভারতীয় সংঘ অল্প সময়েই পরিস্ফুটিত হয়। ১৮৮৩ সাল থেকে ভারতের সকল এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বার্ষিক সভা পরিচালনা করতেন তিনি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যও ভারতীয় সংঘের সাথে মিল থাকায় ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতীয় সংঘকে কংগ্রেসের সাথে একীভূত করেন। তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে দুইবার - ১৮৯৫ এবং ১৯০৭ সালে এর সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অধিকন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। পরবর্তীতে তিনি মতানৈক্যজনিত কারণে ১৯১৮ সালে কংগ্রেস থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর তিনি মধ্যপন্থী হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষকে একীকরণের জন্য উদ্যোগী হন। ১৯২১ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন এবং বাংলায় তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দেশের সেবায় মনোনিবেশ ঘটান। সমাজ সংস্কারে শিক্ষক হিসেবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছাত্রদেরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত তথা উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। একই সাথে তিনি ভারতীয়দের একতাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। উনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত সমাজ-ধর্ম বিষয়ক পুণর্জাগরণের আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সমাজ পুণর্গঠনের অংশ হিসেবে বিশেষ করে বিধবা বিবাহ, মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়ান। জন্ম ঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এ দলটিকে নিয়ে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁকে রাষ্ট্রগুরু সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। পারিবারিক জীবনঃ ১৮৪৮ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঐ যুগের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূচনা ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইংল্যান্ডে চলে যান এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর ১৮৭১ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসের কর্মজীবনে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রবেশ করেন। তিনি তার নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে চালাতে পারেননি ও অগ্রসর হতে চান না - এ অজুহাতে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। জাতীয় নেতৃত্বে জোড়ালোভাবে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে তিনি পুণরায় ইংল্যান্ডে গমন করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাবজাত লেখক এবং বাগ্মী হিসেবেও তিনি ছিলেন তদ্রুপ। জুন, ১৮৭৫ সালে মাতৃভূমি ভারতে ফিরে আসেন এবং শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে মনোনিবেশ ঘটান। ইংরেজীর প্রফেসর হিসেবে প্রথমে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এবং পরে ফ্রী চার্চ কলেজে নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষে রিপন কলেজে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এই রিপন কলেজই তার নামে নামকরণ করা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হিসেবে।

'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরামে ফাঁসির দিন মজফফরপুরে জেলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামে ফাঁসি দিন উপস্থিত থেকে সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংবাদ সারা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন, " ভোর ছ'টায় ফাঁসি হবে। ভোট পাঁচটায় আমি গাড়ীর মাথায় অত্যবশ্যকীয় সৎকার বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া অনকে দাঁড়াইয়া আছে।

সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুইদিকে দুটি খুঁটি আর একটি মোটার লোহার রড আড় দ্বারা যুক্ত। তারই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহারই শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। ক্ষুদিরাম আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল।.. মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটা সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামুল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। এদিক ওদিক একটু নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। এক প্রহরী মঞ্চে একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া ওপরের দড়িটি নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।...

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের ওপরে ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। ...

আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম, কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। ইহার পর ৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়ছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাসোচ্ছল কচি মুখখানি।" এই 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মজফফরপুরে উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ক্ষুদিরামের পক্ষের উকিল। তিনি এবং উকিল কালিদাস বোস বহু চেষ্টা করেছিলেন ক্ষুদিরামের জীবনকে রক্ষা করতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার একেবারে নারাজ ছিল ক্ষুদিরামকে মুক্তি দেওয়ার। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ' দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক। সেই কারণে তাঁকে মজফফরপুরে জেলে ফাঁসির মঞ্চে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি আগেই সরকারের কাছে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন উপস্থিত থাকবেন বলে আবেদন করেছিলেন। ইংরেজ সরকার 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে উপেন্দ্রনাথ সেনকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির মঞ্চে থাকার অনুমতি দেয়।

৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে বোমা ছুঁড়েছিলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি। সুরেন্দ্র নাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম সেরা নেতা ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বাংলার অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। **ছবি ঃ ডাক্তার শঙ্করনাথ**

বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রাহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডে

ব্রজকিশোর রায়

ভারতের বুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আলোকশিখা জ্বলে উঠেছিল কলকাতার ব্যারাকপুর উপকন্ঠে। এই ক্যান্টনমেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল। এখন থেকেই বিদ্রোহের ধ্বজা আকাশের বুকে উড়েছিল। মঙ্গল পান্ডে নামের এক সামান্য সিপাহী তার হাতের বন্দুক থেকে নিক্ষেপ করেন বিদ্রোহের প্রথম গুলিটি। তিনিই প্রথম বারুদের স্তুপে ছুড়ে দিয়েছিলেন জ্বলন্ত মশাল। যদিও তার এই প্রয়াস সফল হয় নি। দেখতে দেখতে এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই আন্দোলনে পরিকল্পনা নানা সাহেবেরও ছিল। তার পাশে দাড়িয়েছেন ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ, তাতিয়া টোপি, আজিমুল্লাহ সহ আরও অনেকে। তবে নানা সাহেব আর আজি মুল্লাহ মিলে ধীরে ধীরে গোটা ভারতের সেনা ছাউনীগুলিতে বিদ্রোহ সংগঠিত করে তোলেন।

উত্তর প্রদেশের বলিয়া জেলার গোড়া এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। উত্তর প্রদেশের ফৈজা বাদের আকবরপুর তহশীলে ১৮২৭ সালের ১৯ জুলাই মহাবিদ্রোহের অগ্নিশিখা মঙ্গল পান্ডে এর জন্ম হয়। তার পিতার নাম ছিল দিবাকর পান্ডে। কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তার পিতা। দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে পান্ডে পরিবার কিশোর মঙ্গলকে ইংরেজদের সেনা ছাউনীতে পাঠিয়ে দিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলেন মঙ্গল, তিনি হলেন নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্টের সিপাহী, কোম্পানি নং ৫, রেজিমেন্ট নং ৩৪ এবং তার নম্বর ১৪৪৬। তখনকার দিনে ৫৩ এনফিল্ড রাইফেলের টোটার সামনের অংশ দাঁত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে বারুদ ভরতে হত। মঙ্গল পান্ডে খবর পান গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে ওই টোটায়। সেই টোটা দাঁত দিয়ে ছিরতে বাধ্য হয় তারা।

জাতি ও ধর্ম নির্বিবেশে হিন্দু ও মুসলমানরা। ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ সেনা ছাউনীতে সিপাহীরা তৈরি হচ্ছে আর একটি নতুন দিনের কাজ শুরু করার জন্য। মঙ্গল পান্ডে শেষ রাত্রে উঠে পুজো পাঠ শেষ করে ফেলেন। তার কপালে জ্বলজ্বল করছে রক্ত চন্দনের তিলক। চোখে মুখে দৃপ্ত অঙ্গীকার। কিসের? তা কেউ জানে না। সকালে কেউ কেউ মঙ্গল পান্ডে এর কাছে যান। তার পুজো, শাস্ত্র পাঠের সময় চুপ করে বসে থাকে। তার পর তাকে প্রণাম করে চলে যায়। সেদিন যারা মঙ্গল পান্ডের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল তারা ফেরার পথে বলাবলি করছিল। ইংরেজ সামরিক বাহিনীর অফিসাররা আজ পান্ডেজি কে স্যটিং রেঞ্জে নিয়ে যাবে বাধ্য করবে তাকে গরুর চর্বি মেশানো টোটা ছিড়তে। বোধ হয় মঙ্গল পান্ডে কিছুতেই রাজি হবেন না। মঙ্গল পান্ডে ক্ষিপ্ত প্রায় ছুটে এলেন মাঠে এক হাতে বন্দুক ধরে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাই সব আর চুপ করে বসে থেকো না। ভগবানের দোহাই তোমরা বেরিয়ে এসো। গুলি করে মেরে ফেলো ইংরেজ শয়তানদের। এসো মারো মারো। সার্জেন্ট মেজর হিউসন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে বাকি সিপাহীদের আদেশ দিলেন, গ্রেপ্তার করো, ওকে অ্যারেস্ট হিম। হিউসন অবাক হয়ে দেখেন একজনও তার আদেশ পালন করলো না। তারা নির্বিকার, তারা হতবাক। কোন উপায় না দেখে হিউসন মঙ্গল পান্ডের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছেন তার আগেই মঙ্গল পান্ডের বন্দুকটি গর্জে উঠল। বন্দুকের গুলিটা হিউসনের বুকে এসে লাগল। সেখানেই ঘোড়া থেকে পরে গেলেন মেজর হিউসন। এই ঘটনা পৌঁছে গেল লেফটেনেন্ট বাফের কানে। গুলিরও শব্দ শুনছেন। বাফের ঘোড়া ছুটিয়ে মঙ্গল পান্ডের দিকে যেতেই আরো একটি গুলি ছুড়লেন মঙ্গল পান্ডে। গুলিটা বাফের গায়ে না লেগে গুলিটা লাগলো ঘোড়ার পেটে। বাফের মাটিতে পড়ে গেল, তিনি লাফিয়ে উঠে মঙ্গল পান্ডেকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন, মঙ্গল পান্ডের মাথা ঘেঁষে গুলিটা বেরিয়ে গেল।

মঙ্গল পান্ডের গুলি শেষ, কোমর থেকে তলোয়ার বের করে ছুটলেন বাফের দিকে। বাফ গুলি ছোড়ার আগেই মঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়ল বাফের ওপর। মঙ্গল পান্ডের তলোয়ারের আঘাতে বাফের মাথাটা নেমে গেল গলা থেকে। মঙ্গল পান্ডের পিছনে আর এক ইংরেজ সিপাহী ছুটে আসেন, মঙ্গল যেই পিছনে ফিরবেন, মঙ্গলকে লক্ষ্য করে যেই বন্দুকটা হাতে তুলে নিল, কিন্তু গুলি ছোড়ার সময় পেল না। তার আগেই আরো এক জন আমাদের দেশের সিপাহী তলোয়ার দিয়ে ওই ইংরেজটাকে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। ততক্ষনে খবর পৌঁছে গেলো ইংরেজ সেনাদের ছাউনীগুলিতে, তারা আদেশ পেলেন মঙ্গল পান্ডেকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ইংরেজ সেনারা ছুটে এসে মঙ্গল পান্ডেকে ঘিরে ফেলল। মঙ্গল পান্ডে বুঝতে পারলেন তিনি একা। ৬ ই এপ্রিল ১৮৫৭ সালে আদালতে মঙ্গল পান্ডের বিচার। ফাঁসির হুকুম হল। ১৮৫৭ সালের ৮ ই এপ্রিল ভোর সাড়ে ৫ টায় ফাঁসি হল।

রবীন্দ্রনাথের 'পরমতসহিষ্ণু সমাজ' ভাবনা

কৌশিক দাস

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন পরমতসহিষ্ণু সমাজ। অনেকেই ভাবেন রাবীন্দ্রিকতা মানে নরম-সরম বিষয়-আশয়, পেলবতা। নাচ-গান-ফুল-পাখি। এ ভাবনা ভুল।

এমনকী রবীন্দ্রনাথের লেখায় কুসমির দাদামশাইয়ের যে ভদ্রলোকপনা, ভালোমানুষগিরির কথা আছে, রবীন্দ্রনাথ তেমনও নন। কুসমির দাদামশাই ছিলেন বেজায় ভদ্রলোক, অত্যন্ত ভাল মানুষ। ছোটবেলার বন্ধু পাঁচকড়ি দাদামশাইয়ের সোনার কলম আর সিল্কের ছাতা তাঁর চোখের সামনেই নিয়ে পালিয়ে গেল। দাদামশাই ভদ্রলোক বলে চুপটি করে রইলেন। দাদামশাইয়ের আরেক বন্ধু তাঁর প্রিয় ব্রাউনিংয়ের কবিতার বই নিয়ে চলে গেল। বইখানি সেই গুণধরবন্ধু বাজারে বিক্রিও করে দিল। দাদামশাই তাঁর নিজের বই আবার পয়সা দিয়ে কিনে লুকিয়ে রাখলেন লাইব্রেরিতে, পাছে তাঁর সেই গুণধর বন্ধু টের পায় দাদামশাই জেনেছেন তাঁর কীর্তি। দাদামশাই এমনই ভালমানুষ যে সহ্য করেন চুরি-জোচ্চুরি। যাঁরা চোর তাঁদের ভদ্রতাবশত কিচ্ছুটি বলেন না।

বাস্তবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কুসমির দাদামশাইয়ের মতো ভাল মানুষীতে বিশ্বাসী নন। ফুল-লতা- পাতার কাল্পনিক জগতেও তিনি বুঁদ হয়ে ডুবে থাকেন না। বরং বলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে তাঁর মতে দু'পক্ষই সমান অপরাধী। অন্যায় সহ্য করাকে সহনশীলতা বলে না, সহিষ্ণুতাও বলা চলে না। নিজের কাজ দিয়েই সে কথা তিনি বুঝিয়ে দেন। ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করছেন, দুই বাঙালিকে তাঁরা আলাদা করে দিতে চান। রবীন্দ্রনাথ পথে নামেন। গান গাইতে গাইতে রাখী পরিয়ে দেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হল। পঞ্জাবি ভাইদের সেই দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ সরব। নাইটহুড ত্যাগ করে চিঠি পাঠালেন। সাহেব মাস্টারমশাই নেটিভ ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। উত্তেজিত

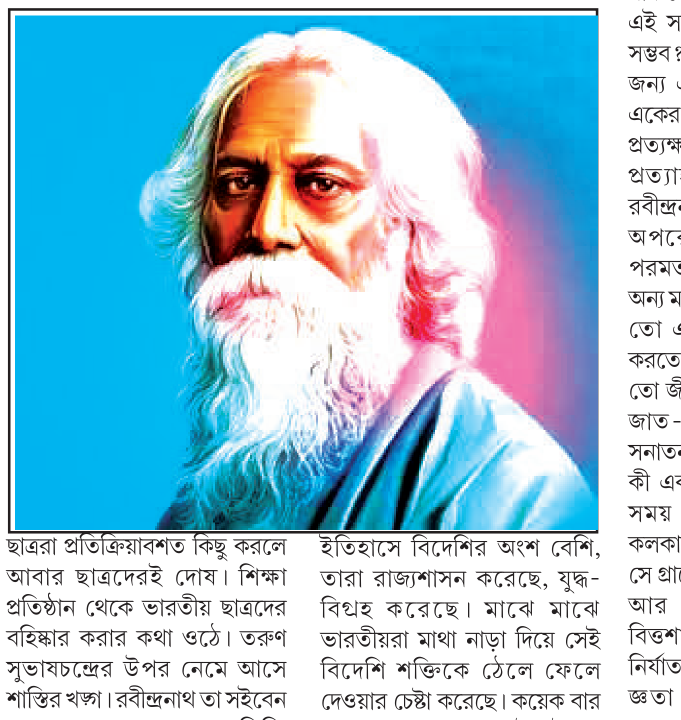

ছাত্ররা প্রতিক্রিয়াবশত কিছু করলে আবার ছাত্রদেরই দোষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় ছাত্রদের বহিষ্কার করার কথা ওঠে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর নেমে আসে শাস্তির খড়্গ। রবীন্দ্রনাথ তা সইবেন কেন? সুভাষের পক্ষ নেন তিনি, ছাত্রদের পক্ষ নেন। মহাত্মা গাঁধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সখ্য ও শ্রদ্ধার। তবু মহাত্মার সব কথা নির্বিচারে সহ্য করার পাত্র কবি নন। মহাত্মা চরকা কাটার কথা বলেন, কবি মনে করেন এ নিছক যান্ত্রিকতা। নিজের মত স্পষ্ট করে বলেন। কবি ও মহাত্মার তর্ক চলে চরকা নিয়ে। এই যে নিজের মত স্পষ্ট করে বলছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন রবীন্দ্রনাথ, এর মানে এই নয় যে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের আলো নিজের দিকে টেনে আনাই তাঁর অভিরুচি। মোটেই নয় তা। বঙ্গভঙ্গের সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে কিছু দিন সম্পর্ক ছিল তাঁর, তারপর নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রয়োজনে তিনি করেন, তবে বিশ্বাস করেন রাজনীতি তাঁর পথ নয়, রাষ্ট্রনির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি ধারা। একটি বাইরের। সেই বাইরের ইতিহাসে বিদেশির অংশ বেশি, তারা রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে ভারতীয়রা মাথা নাড়া দিয়ে সেই বিদেশি শক্তিকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কয়েক বার সফলও হয়েছে। তবু সেই বাইরের ইতিহাস যা 'রাষ্ট্রিক সাধনা' তা ভারতের সাধারণ মানুষের সাধনা নয়। ইতিহাসের ভেতরের আরেক রূপ আছে। সেই রূপ রাষ্ট্রের থেকে সমাজকে গুরুত্ব দেয় বেশি। সেই সমাজে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ মিলেমিশে গেছে। এই মিলমিশের কাণ্ড সাহেবরা, ছোট রাজনৈতিক মতলববাজ ইংরেজরা, এ দেশে আসার আগেই ঘটেছিল। সেই মিলমিশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের ভূমিকা তেমন ছিল না বললেই চলে। এই মিলমিশের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল জন সাধারণের সমাজ। ইংরেজরা এ দেশে এসে তাই যখনই রাজনীতির মতলব থেকে এই মিলমিশের সমাজে বিভেদ তৈরি করতে চান তখনই সেই পলিটিক্যাল মতলবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরব হন। আর উনিশ-বিশ শতকের আধুনিক ভারতবাসীকে এই মিলমিশের সামাজিকতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। এই সমাজ কী ভাবে গড়া যায় সে কথা ভাবেন।

এই সামাজিক মিলমিশ কী ভাবে সম্ভব? কবি মনে করেন মিলমিশের জন্য একে অপরকে জানা চাই। একের সঙ্গে অপরের কথা বলা চাই। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন একের সঙ্গে অপরের সংলাপে গড়ে উঠুক পরমতসহিষ্ণু সমাজ। এক মানুষ অন্য মানুষকে গ্রহণ করুক। একদিনে তো এমন মিল হবে না, সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গোরা সে তো জীবনের প্রথম পর্বে উগ্র হিন্দু, জাত-পাত মেনে উগ্র ভঙ্গিতে সনাতন ধর্মের পক্ষে কথা বলে সে। কী একরোখা! তারপর এক অন্য সময় এল গোরার জীবনে। কলকাতার উচ্চবিত্ত আশ্রয় ছেড়ে সে গ্রামের পথে দেশ চিনতে গেল। আর সেখানে সে দেখল হিন্দু বিত্তশালীরা দরিদ্র মুসলমানদের নির্যাতন করছে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা গোরার হিন্দুয়ানি কবলিত মনকে বদলে দিল। তার হিঁদুয়ানির উগ্রতা উধাও হল। উদার সহনশীলতায় দীক্ষা নিল সে। তার সমাজে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের আর ভেদ রইল না। পাঁচিল ঘেরা যে ইস্কুলে ছাত্র-শিক্ষকেরা পাঁচিলের বাইরের লোকদের ব্রাত্য বলে মনে করত, একদিন সেই ইস্কুলের আচার্যই দলবল নিয়ে পাঁচিল দিলেন ভেঙে। অচলায়তন নাটকের এই মূল ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ইস্কুলে পালন করতে চেয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন ব্রতীবালকদের দল। এই বালকেরা গ্রামে গ্রামে যেত, গ্রামকে চিনত। রবীন্দ্রনাথের এই সামাজিকতার সাধনায় অর্থনীতির ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন সম্পদ জমিয়ে রাখে তা হলে সামাজিক অসাম্য তৈরি হবে। তাই সম্পদ বিতরণ করতেন।

বোলপুরের ইটণ্ডা গ্রামে প্রাচীন কালী মন্দির বিখ্যাত

শঙ্করলাল কর্মকার

বোলপুর থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বীরভূম জেলার ইটণ্ডা গ্রাম। দুশো বছর আর এই গ্রামের পাশ দিয়ে বইতো অজয় নদী। এক সময়ে এটি নদী বন্দর ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলতো পুরো দমে। ১৭৮২ সালে এই অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজ রেভারেন্ড জন চিপ। উদ্দেশ্য ছিল নীল চাষ করা। তিনি

ইটণডায় নীস কুঠি নির্মাণ করে ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে ইটণ্ডা নামটি এসেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া থেকে। এই গ্রামে প্রবেশ করার মুখে রয়েছে একটি বাজার। সেখানে রয়েছে একটি জোড়বাংলো মন্দির। গ্রামচালা ধাঁচের জোড়া ছাদযুক্ত যুগল স্থাপত্য। স্থানীয় লোকেরা বলে হাড়কাটা মন্দির বা হড়কা মন্দির। কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই মন্দির নির্মাণ করেছিল হাড়কাটা ডাকাত দলের একজন নেতা। আবার কেউ কেউ বলে থাকে যে এই গ্রামে বসবাস করতে হাড়কাটা রুইদাস সম্প্রদায়ের লোকেরা। পশুর হাড় দিয়ে তারা জিনিসপত্র তৈরি করতো। হাড়কাটা রুইদাস সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মন্দির তৈরি করেছে ১৮৪৪ সালে। মন্দির নির্মাণ করেছিল সোনামুখির শিল্পীরা। জোড়বাংলার মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার ভাস্কর্য সবাইকে মুগ্ধ করবে। দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, যুগ্ম-মকর, মৃত্যুলতাও ফুলপাতার আলপানা বিন্যাস মন্দিরের টেরাকোযাকে উজ্জ্বল করেছে। কালী মন্দিরের বেশ কিছু দূরেই রয়েছে শ্রীধর মন্দির। সমতল ছাদ বিশিষ্ট চাঁদনি শৈলীর শ্রীধর মন্দিরের দেবতা হচ্ছেন নারায়ণ। স্থাপত্যে ইউরোপীয় ছাপ স্পষ্ট।

একতলা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। বংশ পরম্পরায় এই পুরোহিতরা পুজো করে আসছেন। শ্রীধর মন্দিরের পাশে রয়েছে শিব মন্দির। পঞ্চরত্ন শিবমন্দির। মন্দির শীর্ষে চার কোনে চারটি চুড়া রয়েছে। টেরাকোটার কাজ অসাধারণ. রাম সীতা ও পারিষদ সহ রামের দরবার। তবে এই টেরাকোটার লোকেদের গায়ে রয়ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পোষাক। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রসানন্দ সাধুখাঁ। ১৯৫ বছরের প্রাচীন মন্দির এটি। শিবলিঙ্গের প্রতিদিন পুজো হয়ে থাকে। রাম-সীতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাইন পরিবার। ১২২২ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইটণ্ডাতে সতীর দেহাংস পড়েছিল বলে সবাই বিশ্বাস করে। নামকরণ হল কেশবাই চণ্ডীতলা।

লিফট পার্কিং নিরাপত্তা বাড়লেও কমছে প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয়ের পরিসর

বালুরঘাটের পুরানো বাড়ির জায়গায় বহুতল হারাচ্ছে উঠোনকেন্দ্রিক পাড়ার সংস্কৃতি

রতন দে, বালুরঘাট, ৫ আগস্ট ঃ এক সময় বাড়ির মাঝখানে থাকত উঠোন। সকাল শুরু হত ঝাঁট দেওয়ার খসখস শব্দে। দুপুরে সেখানে রোদ পোহাতেন বয়স্করা। বিকেলে ছুটে বেড়াত শিশুরা। কারও বাড়িতে বিয়ে হলে খবর পৌঁছে যেত পাশের ঘরে। কেউ অসুস্থ হলে দরজায় কড়া নাড়তে বেশি ভাবতে হত না। দেওয়াল ছিল কিন্তু সম্পর্কের দূরত্ব ছিল না। বালুরঘাটের পুরনো বাড়ির সেই উঠোন আজ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় উঠছে বহুতল। বারান্দা থাকছে জানলা থাকছে লিফট, পার্কিং, নিরাপত্তার ব্যবস্থাও থাকছে। শুধু হারিয়ে যাচ্ছে সেই মাঝের জায়গাটি- যেখানে একটি বাড়ির মানুষ অনায়াসে অন্য বাড়ির মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন। শহরের পুরানো পাড়াগুলির দিকে তাকালেই বদলের ছবিটা স্পষ্ট। একতলা- দোতলা বাড়ির জায়গায় তৈরি হচ্ছে বহুতল আবাসন। খুলে নেওয়া হচ্ছে পুরনো দরজা-জানলা ভাঙছে দেওয়াল। উঠোনের কোণে থাকা তুলসীর টব, আম বা কাঁঠালগাছ, বারান্দার পুরনো চেয়ার-এক এক করে সরে যাচ্ছে। তার জায়গায় আসছে কংক্রিটের স্তম্ভ গাড়ি রাখার জায়গা চকচকে টাইলস কাঁচের জানলা। কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে যাচ্ছে গোটা দৃশ্যপট। সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে একটি বাড়িকে ঘিরে থাকা বহু বছরের স্মৃতি অভ্যাস এবং পরিচিতির পরিসর। পুরানো বাড়ির উঠোন নিছক স্থাপত্যের অংশ ছিল না। সেটিই ছিল সংসারের সামাজিক কেন্দ্র। সকালবেলার কাজ থেকে বিকেলের আড্ডা-সবকিছুর সাক্ষী সেই জায়গা। পাড়ার এক বাড়ির খবর অন্য বাড়িতে পৌঁছাতে ফোনের প্রয়োজন হত না। কারও অসুখ হলে পাশের বাড়ির মানুষ জানতেন। কারও ছেলে পরীক্ষায় ভাল করলে আনন্দ ভাগ হয়ে যেত। কোথাও রান্নার গন্ধ উঠলে পাশের বাড়ির শিশুরাও বুঝত আজ হয়তো বিশেষ কিছু হয়েছে। বাড়ির গণ্ডি তাই চার দেওয়ালে আটকে থাকত না। এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে। বহুতলের লিফটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দু জন হয়তো একই তলায় থাকেন, অথচ একে অন্যের নাম জানেন না। নিরাপত্তার জন্য ক্যামেরা আছে প্রবেশপথে নিয়ন্ত্রণ আছে দরজায় ডিজিটাল লক আছে। কিন্তু বিপদের রাতে পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ার মতো সম্পর্ক কতটা তৈরি হচ্ছে সেটিই প্রশ্ন! তবে পুরনো পাড়াকে নিখুঁত আদর্শ হিসেবেও দেখার সুযোগ নেই। সেই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত নজরদারি ছিল সামাজিক বিধিনিষেধ ছিল। বিশেষত মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ছিল নানা বাধা। বড় বাড়ি ধরে রাখার আর্থিক ও বাস্তব সমস্যাও আজকের দিনে অস্বীকার করা যায় না। পরিবার ছোট হয়েছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা ও চাকরির জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন। জমির দাম বেড়েছে। পুরানো বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন। ফলে বহুতল অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের ফল বিলাসিতার নয়। নগরায়ণ তাই থামবে না। প্রশ্নও সেটি নয়। প্রশ্ন হল বাড়ির নকশা বদলানোর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নকশাটিও কি বদলে যাবে। বড় উঠোন না থাকলেও বহুতলের নীচে গাছ বসার বেঞ্চ শিশুদের খেলার সামান্য জায়গা কিংবা ছোট কমিউনিটি স্পেস তৈরি করা যায়। সেখানে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ বসতে পারেন, শিশুরা খেলতে পারে প্রতিবেশীরা কথা বলতে পারেন। উৎসব, বই পড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য এমন জায়গা ব্যবহার করা সম্ভব। জায়গাটি স্থাপত্যের হিসাবে ছোট হলেও সামাজিক জীবনে তার গুরুত্ব অনেক। কারণ একটি শিশুর শৈশব শুধু ঘরের ভিতরে তৈরি হয় না। তার দরকার আর একটি শিশু একটি বল একটি বিকেল এবং এমন একজন পরিচিত মানুষ, যিনি দূর থেকে বলে উঠবেন এই এত জোরে সাইকেল চালাস না। একই ভাবে একা থাকা কোনও বৃদ্ধেরও শুধু নিরাপদ ফ্ল্যাট যথেষ্ট নয়। তাঁর দরকার সন্ধ্যার একটি পরিচিত মুখ প্রয়োজনে দরজায় কড়া নাড়ার মতো একজন মানুষ। এই জায়গাতেই পাড়ার আসল অর্থ। পাড়া শুধু কয়েকটি বাড়ির সমষ্টি নয়। পাড়া হল- দরজা বন্ধ হওয়ার পরও সম্পর্কের একটি দরজা খোলা থাকা। বালুরঘাটে নতুন বাড়ি উঠবে। রাস্তা চওড়া হবে গাড়ি বাড়বে, দোকানপাট বাড়বে। শহরের উন্নয়ন থামানো সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। কিন্তু উন্নয়নের হিসাব শুধু কত তলা বাড়ি উঠল কতগুলি ফ্ল্যাট তৈরি হল বা কতগুলি গাড়ির পার্কিং হল- সেখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। হিসাবের মধ্যে থাকা দরকার কতটা খোলা জায়গা রইল কতগুলি গাছ বাঁচল শিশুরা কোথায় খেলবে, বয়স্করা কোথায় বসবেন, বৃষ্টির জল কোথায় যাবে এবং প্রতিবেশীরা কোথায় পরস্পরের মুখোমুখি হবেন। একটি বহুতলের দশতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের সঙ্গে পাশের বারান্দার শিশুটির হয়তো কোনও পরিচয় নেই। একদিন শিশুটি হাত নাড়ল। বৃদ্ধও হাত নাড়লেন। কয়েক সেকেন্ডের সেই যোগাযোগের কোনও মূল্যায়ন হয় না নগর উন্নয়নের পরিসংখ্যানে। কিন্তু শহরকে শহর করে তোলে এমন ছোট ছোট সম্পর্কই। বালুরঘাটের পুরনো উঠোন হয়তো আর ফিরবে না। পুরনো বাড়িও একের পর এক হারিয়ে যাবে। তার সঙ্গে হারাবে আমগাছের ছায়া পিঁড়িতে বসা দুপুর - সন্ধ্যার আড্ডা পাশের বাড়ির অনায়াস ডাক। কিন্তু উঠোনের অর্থ কি একেবারে হারিয়ে যেতে হবে। নতুন বহুতলের নীচে একটি ছোট বাগান দুটি বেঞ্চ শিশুদের জন্য সামান্য খোলা জায়গা একটি কমিউনিটি ঘর-হয়তো সেখানেই তৈরি হতে পারে নতুন দিনের উঠোন। সেখানে রক্তদান শিবির হতে পারে, বই পড়ার আসর বসতে পারে, উৎসবে মানুষ মিলতে পারে, অসুস্থ প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ উঠোনকে ফিরিয়ে আনতে পুরনো বাড়ি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। ফিরিয়ে আনতে হবে উঠোনের সামাজিক অর্থ। বালুরঘাট বদলাবে। বদলাতেই হবে। একতলা- দোতলা বাড়ির জায়গায় বহুতল আসবে। কিন্তু শহর যত উঁচু হবে তার মানুষও কি ততটা একে অন্যের কাছে থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আগামী দিনের নগর পরিকল্পনায়। শুধু কংক্রিট নয় শহরের প্রয়োজন কিছুটা খোলা আকাশও। শুধু নিরাপত্তার ক্যামেরা নয় দরকার পরিচিত একটি মুখ। শুধু বারান্দা নয় দরকার এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ থামবে কথা বলবে একে অন্যকে চিনবে। কারণ শহর শুধু বাড়ির উচ্চতায় বড় হয় না। মানুষ একে অন্যের দিকে একটু ফিরে তাকালেও শহর বড় হয়। বালুরঘাটের পুরানো উঠোন হয়তো মাটিতে আর থাকবে না। কিন্তু নতুন শহর যদি মানুষকে মানুষের কাছে রাখে তবে সেই উঠোন বেঁচে থাকবে অন্য কোথাও ইঁট-সিমেন্টে নয় সম্পর্কের ভিতরে।

অবশেষে আবার চালু হতে চলেছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ লন্ডন মিশন হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন অচল থাকার পর জিয়াগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী 'লন্ডন মিশন হাসপাতাল' পুনরায় চালু হতে চলেছে। উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় আশায় বুক বাঁধছেন জিয়াগঞ্জের বাসিন্দারা। বিজেপি প্রার্থী হওয়ার সময় ইস্তেহার প্রকাশ লন্ডন মিশনারী হাসপাতাল পুনরায় চালু করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। বিজেপি জয়ী হয় দ্বিতীয় বার এই মুর্শিদাবাদ বিধানসভাতে। রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রী পায় মুর্শিদাবাদ জেলা। মন্ত্রী সভা গঠন হওয়ার পরেই প্রথমবার পদক্ষেপ নেওয়া হয় এই হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার জন্য। এই হাসপাতালটি চালু হলে সমগ্র জিয়াগঞ্জ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। সম্প্রতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যান রাজ্যের মন্ত্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ। ভগ্নদশা ভুগতে থাকা হাসপাতালের ভবন নতুন করে জঙ্গল সাফাই, রং করার জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের মধ্যে রাখা আছে একাধিক মেডিক্যাল সরঞ্জাম, সেগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাও আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, জনসাধারণের জন্য হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করে পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হল। দুর্গাপুজোর আগেই এই হাসপাতাল আবারও এলাকার মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসাসেবার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসবে। প্রথমে মাতৃ মা ও শিশু বিভাগ নিয়ে মোট ১০০ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল চালু করা হবে। ধীরে ধীরে পরিষেবা বৃদ্ধি করা হবে। রাজ্যে স্বাস্থ্য দফতরের অনুমোদন নিয়ে হাসপাতাল আবার চালু করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ১৪ একর বা আনুমানিক ৪২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এই ঐতিহাসিক হাসপাতালটি ১৮৯৪ সালে লন্ডন মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় লন্ডন থেকে আসা চিকিৎসকদের মাধ্যমে এখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হত। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ, বিশেষ করে একাধিক বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পরবর্তীতে নানা কারণে হাসপাতালটির পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বাম পরিচালিত জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে হাসপাতালটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, এক্স-রে মেশিন-সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছিল। কয়েক বছর পরিষেবা সচল থাকলেও ২০১৬-১৭ সালের পর আবার হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে পড়ে। কোভিড মহামারির সময় কিছুদিন কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বিশাল ভবন ও পরিকাঠামো কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল পুনরুজ্জীবনের দাবিতে স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হাসপাতাল পুনরায় চালু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গৌরী শঙ্কর ঘোষ।

নতুন শিল্প, গোয়ার ধাঁচে ঝাড়গ্রামেও কাজু ফল থেকে ওয়াইন তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট ঃ এবার গোয়ার বিখ্যাত ওয়াইন তৈরি হতে চলেছে জঙ্গলমহলে। নতুনভাবে যুবসমাজ স্বনির্ভরতার দিশা দেখছে। সরকারের পালা বদলের পর ঝাড়গ্রামের বিধায়কের হাত ধরে এলাকায় নতুন শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের কাজু ফলকে কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে প্রাকৃতিক ব্যবসার দিশা দেখছে সকলে। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের উদ্যোগে জঙ্গলমহলে তৈরি হতে চলেছে এই 'কেশিও ওয়াইন' কারখানা। সাধারণত কাজুর বীজ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর বাকি ফলটি পুরোটাই নষ্ট হয়। এবার সেই ফেলে দেওয়া ফল থেকেই গোয়ার ধাঁচে ওয়াইন তৈরি করে দেশ- বিদেশে রফতানি পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এখান থেকে প্রক্রিয়াজাত ওয়াইন বাজারের পাশাপাশি রফতানি করা যাবে। কাজুর ফলকে বিশেষ প্রক্রিয়াজাত করে মূলত দু'ধরনের ওয়াইন তৈরি হয়- উরাক এবং ফেনী। প্রথম ধাপে তৈরি উরাকে ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ অ্যালকোহল থাকে। এরপর তাকে দ্বিতীয়বার প্রক্রিয়াজাত করলে তৈরি হয় ফেনী, যেখানে অ্যালকোহলের মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ। তীব্র সুগন্ধ এবং কড়া স্বাদের এই কাজু ফেনী গোয়ার সুরাপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়, যার জন্য ২০০৯ সালে গোয়া জিআই ট্যাগও পেয়েছে। এবার সেই একই ওয়াইন তৈরি হবে ঝাড়গ্রামের কারখানায়, যা স্থানীয় অর্থনীতির জন্য বেশ ভাল একটি পদক্ষেপ। জঙ্গলমহলের লালমাটিতে কাজুর ফলন বেশ ভাল। জেলা উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গেছে, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম-সহ কয়েকটি ব্লক মিলিয়ে ৩,৪১৫ হেক্টর জায়গায় কাজু বাগান রয়েছে। সেখান থেকে বছরে প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিকটন কাজুর ফল বা আপেল পাওয়া যায়, যা এতদিন পুরোটাই নষ্ট হত। অনেক সময় হাতি বা গবাদি পশুরা তা খেয়ে ফেলত। এই কারখানা গড়ে উঠলে কাজু বাগানের মালিকরা ফেলে দেওয়া ফল কেজি প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকায় বিক্রি করে বাড়তি রোজগারের মুখ দেখবেন। ফলত, নষ্ট হওয়া ফলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মালতী রাভা রায় ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে এমসিসিআই কনফারেন্স হলে আয়োজিত এমসিসিআই ও এমএলএফ -এর বিশেষ অধিবেশনে-নারীর ক্ষমতায়ন ও ভারতের অগ্রগতিঃনেতৃত্ব, নিরাপত্তা, উদ্যোক্তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি-বক্তব্য রাখছেন।

নিউ জলপাইগুড়িতে বৈদ্যুতিক সম্পদের তত্বাবধান

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫২_২০২৬/কে/৭৫২ তারিখঃ ০১-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ৫২_২০২৬। কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়িতেঃ এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/ নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ জলপাইগুড়ি এবং হলদিবাড়ি রাণিং কক্ষের বৈদ্যুতিক সম্পদের তত্বাবধান। **টেণ্ডার রাশিঃ ৮১,১১,৭৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬২,২০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৮-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পাম্প-মোটর সেটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL/29/51_2026/K/751, তারিখঃ 01-08-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 51_2026; **কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়িতেঃ দুই (০২) বছর সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি স্থিত ফিল্টার হাউস এবং মহানন্দা পাম্প হাউস-এ পাম্প সেটের পরিচালনা সাথে বিভিন্ন মেক ও ক্ষমতার পাম্প-মোটর সেটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১৫,২১,৭৩৬/-টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,০৭,৬০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Sealed quotations in the prescribed proforma are hereby invited by the Deputy Project Director(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte., from reliable bidder for "Supplying an inspection vehicle (Non-Air conditioned) with driver for the official use of the Deputy Project Director-(M & E), SPMU, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate., Jalasampad Bhawan, (9 th floor), Kolkata-700091". For the following works vide- Notice Inviting Quotation No: 03 (Vehicle)/C.E. & P.D. SPMU, WBMIFMP of 2026-27. Ref No: 712-CIE(SPMU)/3M-04/2020 Dated: 06.08.2026 of D.P.D(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & WDte. Date of publication: 07.08.2026. Last date & time of Application for issuing quotation paper: 17.08.2026 up to 17.00 hrs.

Sd/- (SOUMYA SUNDAR BHATTACHARYA)
Deputy Project Director(Civil)-I SPMU, WBMIFMP, I &W Dte.

কালিয়াচকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, তিন শিশু-সহ আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ আগস্ট ঃ মালদার কালিয়াচক এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রান্না করার সময় আচমকা বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিন শিশু সহ মোট পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে কালিয়াচকের সুজাপুর সংলগ্ন বালুপুর বাগানপাড়া গ্রামে। আহতদের নাম আখিরুল শেখ, তাঁর স্ত্রী আফসানা খাতুন এবং তাঁদের তিন নাবালক সন্তান বলে জানা গেছে। সকলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাঁচজনেরই শরীরের অধিকাংশ অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রের খবর, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল যে বিকট শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আশেপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা এসে আহতদের প্রথমে সুজাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। কালিয়াচক থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বিস্ফোরণের মূল কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৪-৭৬-২৬, তারিখ ০৬.০৮.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৪-২৬, তারিখ ০৬.০৮.২০২৬;** বোকারো স্টিল সিটি (বিকেএসসি)-আদ্রা ডিভিশনে লাইন নং ৩-এর পাশে বোকারোতে ডিপার্ট ইয়ার্ডে দুটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লাইনের ব্যবস্থার প্রস্তাব; ৬,১৯,৮৬,৭১৩.৬৪ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৫-২৬, তারিখ ০৬.০৮.২০২৬;** (ক) আদ্রাতে পিএম ইয়ার্ডের পাশে আদ্রা ইয়ার্ডে দুটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লাইনের ব্যবস্থা (খ) আদ্রা ডিভিশনের চান্ডিলে লাইন নং ৬ ও ৭-এর মধ্যে একটি নতুন লাইনের ব্যবস্থা; ৭,৯৯,৫২,৯১৯.৫৪ টাকা। **(৩) ই- ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৬-২৬, তারিখ ০৬.০৮.২০২৬;** (ক) আনারা-তে পিকিউআরএস লাইনের পাশে একটি নতুন লাইনের ব্যবস্থা (খ) ছর্রা - আদ্রা ডিভিশনের ছর্রাতে বিদ্যমান ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডিং-এর ৩০০ মিটার থেকে ৭৫০ মিটার সম্প্রসারণ; ৪,৮৬,৪৭,৯৭৬.১৪ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা প্রতিটির জন্য। টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-579)**

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে) একটি 'উন্মুক্ত' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং. EL-MWS-GKP-2026-27-10, কাজের বিবরণঃ গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের জন্য LHB কোচে REBC-এর সংস্থান ও পরিবর্তন (সংখ্যাঃ ৩৫১ টি LHB কোচ) আনুমানিক মূল্যঃ ৪৮,৬৪,৮৬০- টাকা জামানতের অর্থ ঃ ৯৭,৩০০ /- টাকা দরপত্র নথির মূল্যঃ ০.০০ টাকা কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা (গৃহীতকরণের পত্র জারির তারিখ থেকে)ঃ১২ মাস।

● ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত অনলাইনে ই-টেন্ডার জমা দেওয়া যাবে।

● বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র (বিড) জমা দেওয়ার বিষয়ে জানতে অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলের IREPS-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (ডব্লিউএস) গোরক্ষপুর
CPRO/Vidyut-127
কখনও গাড়ির ছাদে বা ফুটবোর্ডে চড়ে ভ্রমণ করবেন না।

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 267/AGP/2026-27 Dated – 03.08.2026
NIeT No – WB/PUR/PARA/ ANARA/1/AGP/2026

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Bid Submission: from 07/08/2026 to 21/08/2026 upto 4.00 pm 2. Date and time of Bid opening 24/08/2026 at 11.00 am . The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

QVC EXPORTS LIMITED
Registered Office- 770 Anandapur, South City Business Park, 6th Floor,, Room No. 611, E.M. Byepass, E.K.T, Kolkata, West Bengal, India 700107
Website: www.qvcgroup.com E-mail : accounts@qvcgroup.com
L27109WB2005PLC104672

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on 7th September, 2026 at 4.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) without physical presence of the members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circulars issued in this regard.

Electronic copies of the Notice of 21st AGM and Annual Report for Financial Year 2025-26 will be sent to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants.

Members who have not registered their email addresses or desires to change their email addresses may update the same by sending email to the Company at cs@qvcgroup.com and contact to Registrar and Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Limited, through online investor portal at https://wisdom.cameoindia.com/ or may contact the concerned Depository Participants.

The said AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will also be available on the Company's website i.e., www.qvcgroup.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited i.e., www.nseindia.com.

For QVC Exports Limited
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary and Compliance officer
ACS-52761

Place: Kolkata
Date : 7th August, 2026

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN: L99999WB1982PLC035576
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, এন.এস. রোড, প্রথম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেইলঃ **info@shreetulsionline.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.shreetulsionline.com**

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৬ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	০.১২	২.৩৮	০.১২	৬.২১
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৫.১৭)	(১.১৯)	(৫.৬৮)	(৯.৮০)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(৫.১৭)	(১.১৯)	(৫.৬৮)	(৯.৮০)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৫.১৭)	(১.১৯)	(৫.৬৮)	(১০.১৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫.১৭)	(১.১৯)	(৫.৬৮)	(১০.১৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৩৩৬.২৬	২,৩৩৬.২৬	২,৩৩৬.২৬	২,৩৩৬.২৬
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(২,১০০.৫২)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০২)	(০.০১)	(০.০২)	(০.০৪)

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন viz.www.mseindia.com & www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় viz.www.shreetulsionline.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

শ্রী তুলসী অনলাইন. কম লিমিডেটের-র পক্ষে,
বিনোদ কুমার বঢরা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এণ্ড সিইও
DIN No.:00780848

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ আগস্ট, ২০২৬

MASAT GRAM PANCHAYAT
Vill & PO:-Masat, P.S.-Chanditala-I
Chanditala-I Development Block, Dist.-Hooghly
Memo No:- 454/MGP/2026-27, Dated:-06.08.2026
NOTICE INVITING E-TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: Construction of Road. Document download & sale starting(Online) **06.08.2026 at 15.30 PM.** Last date of submission of Bid proposal(online) **14.08.2026 at 12.30 PM**. Bid opening date (Technical): **17.08.2026 at 12.30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Masat Gram Panchayat

সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
টাস্ক ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ জাসল হাউজ, এফআই-২২, ৪/এ অকল্যান্ড স্কোয়ার, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
সিআইএনঃ ইউ৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯৩পিএলসি০৫৮৫০৪
ই-মেল আইডিঃ contact.us©tuskinvest.com

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, **প্রচেতা কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড**-একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় **জাসল হাউস, এফআই-২২, ৪/এ, অকল্যান্ড স্কোয়ার, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭-এ অবস্থিত-২৮.০৭.২০২৬** তারিখ থেকে তাদের নাম পরিবর্তন করে **টাস্ক ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড** রেখেছে।
কোম্পানিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর ৪৫-আইএ ধারার অধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (সিওআর) বজায় রেখেছে এবং নতুন নামে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।
সমস্ত অংশীদারিজন, গ্রাহক এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এই পরিবর্তনটি শুধুমাত্র নাম সংক্রান্ত কোম্পানির আইনি সত্তা বা কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি।
যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ জাসল হাউস, এফআই-২২, ৪/এ, অকল্যান্ড স্কোয়ার, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭ ইমেলঃ contact.us©tuskinvest.com, ফোনঃ ৬২৯১৯৬১৫৯৯।

বোর্ডের আদেশানুসারে
টাস্ক ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুমোদিত অফিসার)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০৮.২০২৬

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
CIN: L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ৪০৭, ৪ তল, প্রিমিসেস নং. ৪ সিভিল রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেইলঃ **investors@mavensbiotech.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.mavensbiotech.com**

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৬ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১.৩৮	১৮.৪৫	২.৩১	২৪.৪৯
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.০৬)	১৪.৬১	(৩.২৭)	৭.৭৬
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(৩.০৬)	৪১৪.৬১	(৩.২৭)	৪০৭.৭৬
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩.০৬)	৪১৪.৬১	(৩.২৭)	৩৪.৯৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩.০৬)	৪১৪.৬১	(৩.২৭)	৩৪.৯৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৯৯.২০	১,০৯৯.২০	১,০৯৯.২০	১,০৯৯.২০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(৫৫৮.৭৭)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০০)	০.৩৮	(০.০০)	০.০৩

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.mavensbiotech.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-র পক্ষে,
জয় প্রকাশ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এণ্ড সিইও
DIN No.:02525414

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ আগস্ট, ২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EWS/ELEC/JS/01/2026-27**
Name of the Work: **Upkeeping of all Official's Office room on regular basis at Administrative Building premises under EWS.** Estimated Cost: **₹ 2,78,456.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **180 days**. Last date and time of submission of Bid (online): **14.08.2026 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 (6 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (M)/Sewer Cleansing Wing under Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online for the following works:
(1) NIT No.: KMC/S_D/SCD(C)/2026-27/09
Name of the Work: **Repairing and replacement of damaged components of Jetting cum Suction machine (medium size) having Vehicle No. WB-05A-1060, 1072, 1066, 1118, 1091, 1094, 1078, 1054 under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (including GST & CESS): **NA**. Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **10 days.**
(2) NIT No.: KMC/S_D/SCD(C)/2026-27/06
Name of the Work: **Manufacturing and fitting, fixing of Pulley with pipe for Power Bucket machine under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (including GST & CESS): **NA.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **12 days.**
(3) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2025-26/22R
Name of the Work: **Repairing and replacement of various spare parts for jetting cum suction machine (WB-15A-1100 & WB-15A-1098) under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (including GST & CESS): **NA.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **12 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.08.2026** (Sl. No. 1 & 2), **20.08.2026 at 11 a.m.** (For Sl. No. 3). The bid forms and other details will be available on and from **10.08.2026 (9 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https:// wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/US/HQ/01/26-27/26 (1st Call)
Name of the Work: **Supplying, installation and operation of temporary Urinals for different festivals under Br.-I, II, III, IV, V & VI.** Estimate Amount (including GST & LWC): **₹ 2,52,356.58**. Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **120 days.**
(2) NIT No.: KMC/US/HQ/03/26-27/24 (1st Call)
Name of the Work: **Supplying, installation and operation of temporary Urinals for different festivals under Br.-X, XI & XII.** Estimate Amount (including GST & LWC): **₹ 4,20,594.30.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **120 days.**
(3) NIT No.: KMC/US/HQ/02/26-27/25 (1st Call)
Name of the Work: **Supplying, installation and operation of temporary Urinals for different festivals under Br.-VII, VIII & IX.** Estimate Amount (including GST & LWC): **₹ 4,20,594.30**. Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of Bid: **19.08.2026 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for technical proposals: **21.08.2026 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available in the website on and from **08.08.2026 (11 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The websites: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-Tender for the following:
(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/W88/T-002/2026-27
Name of Work: **Replacement of old and damaged GI pipes and maintenance of S/Mains at 53/1, 54/B/H/9, 99/1 Tollygunge Road; 5, 24 Sahanagar Road; 20B, 40A Chandra Mondal Lane and 61/1, 63/2 Pratapaditya Road in Ward No.-88.** Estimated Amount: **₹ 2,97,492.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **28 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/WEST/W71/T-003/2026-27
Name of Work: **Maintenance of old and worn out G.I. Utility pipes with ancillary works at 32, 33 Madan Pal Lane, 28/1, 56 S. N. Pandit Street, 33 Harish Mukherjee Road, 1 Chandranath Chatterjee Street etc. in Ward No.-71.** Estimated Amount: **₹ 2,86,164.00.** Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of Completion: **20 days.**
(3) NIT No.: KMC/WS/WEST/W70/T-01/2026-27
Name of Work: **Maintenance of filtered water supply by leakages restoration of service mains near 8, 9B, Jogesh Mitter Road, 11/1, Heysham Road, 15, Allenby Road, 33, A.T.M. Road and surrounding area in Ward No.-70.** Estimated Amount: **₹ 2,99,953.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **18 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **19.08.2026 at 12 Noon/21.08.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available from the websites : **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).
(4) NIT No.: KMC/WS/PG_67/T-09/26-27
Name of Work: **Restoration for filtered water supply against contamination at 1) 28/1, 30, 43 Bedia Danga Masjid Bari Lane 2) 143/127 Picnic Garden Road with some allied works in Ward No.-67.** Estimated Amount: **₹ 2,66,698.00.** Earnest Money: **₹ 5,350.00.** Period of Completion: **08 days.**
(5) NIT No.: KMC/WS/PG_67/T-08/26-27
Name of Work: **M.S. Jacketing at the damaged portion of existing 750 mm dia D.I. filtered water dedicated main near the 15 Bose Pukur Road in Ward No.-67.** Estimated Amount: **₹ 2,74,773.00.** Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **22.08.2026 at 1 p.m./24.08.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available from the websites : **https://etender.wb. nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 4 & 5). **(315/26-27)**

অফবিট

শিবপুর থেকে মুঙ্গের, শতাব্দীপ্রাচীন একেকটি বটগাছ যেন আস্ত বাস্তুতন্ত্র

জি. দাস

খালি চোখে আমরা কী দেখি, একটি গাছ মানে একটি জীব। কিন্তু ভারতের প্রাচীন বটগাছগুলিকে ঘিরে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, একটি বটগাছ আসলে গোটা একটি বাস্তুতন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাছ শুধু ছায়া দেয় না, আশ্রয়, খাদ্য এবং নতুন অরণ্য তৈরির ভিত্তিও গড়ে তোলে। বিহারের ৭০০ বছরের প্রাচীন বটগাছ থেকে শুরু করে কলকাতার গ্রেট ব্যানিয়ন ট্রি, বেঙ্গালুরুর ডোড্ডা আলাদা মারা কিংবা তেলঙ্গানার কানহা শান্তি বনম, সব ক্ষেত্রেই একই ছবি উঠে এসেছে। একটি বটগাছকে কেন্দ্র করে টিকে রয়েছে অসংখ্য পাখি, বাদুড়, কীটপতঙ্গ, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং আরও বহু উদ্ভিদ। এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি বিহারের মুঙ্গের জেলার একটি বটগাছের বয়স উচ্চ-নির্ভুল রেডিওকার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৭০০ বছর বলে নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত বিশ্বের প্রাচীনতম বটগাছ বলে দাবি করা হচ্ছে। এতদিন বটগাছের বয়স নিয়ে মূলত লোককথা বা ঐতিহাসিক নথির উপর নির্ভর করা হলেও, এই গবেষণা নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। গবেষকদের মতে, এমন গাছ শুধু প্রকৃতির ইতিহাসই বহন করে না, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বন্যপ্রাণেরও আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। এই ধারণাকেই আরও শক্তিশালী করেছে তেলঙ্গানার কানহা শান্তি বনমে হওয়া একটি গবেষণা। সেখানে ছয়টি পরিণত বটগাছ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে ফল ধরার সময়ে গাছগুলি কার্যত বন্যপ্রাণের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। শালিক, বুলবুল, কোকিল, বারবেট, হর্নবিল, ওরিওল, ট্রিপাইয়ের মতো বহু পাখি সেখানে খাদ্যের সন্ধানে আসে। সন্ধ্যার পর সেই জায়গা দখল করে ভারতীয় ফ্লাইং ফক্স বাদুড়, দিনের বেলায় দেখা যায় কাঠবিড়ালি। আর ছোট খাটো পিঁপড়ের মতো কীটপতঙ্গ তো রয়েছেই। গবেষণার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বীজ বিস্তার। পাখি ও বাদুড়ের মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসা বীজ মাটিতে পড়ে থাকা ফলের তুলনায় অনেক বেশি সফলভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। অর্থাৎ ফল খাওয়ার পাশাপাশি এই প্রাণীরাই নতুন বন তৈরির কাজও করে চলেছে। বট, অশ্বত্থ-সহ বিভিন্ন ফাইকাস প্রজাতির চারা স্বাভাবিকভাবেই গজাতে দেখা গিয়েছে গবেষণাক্ষেত্রে। ভারতের সবচেয়ে পরিচিত বটগাছগুলির মধ্যে অন্যতম কলকাতার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে থাকা গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রি। প্রায় ৪.৭ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই গাছের মূল কাণ্ড বহু বছর আগে নষ্ট হয়ে গেলেও ৩,৭০০-র বেশি ঝুরি-মূল তাকে এখনও জীবিত রেখেছে। একক গাছের বদলে এটি যেন একটি জীবন্ত অরণ্য। তার ডালে বাসা বাঁধে অসংখ্য পাখি, বাদুড়, কাঠবিড়ালি, সরীসৃপ, মস, অর্কিড ও লাইকেন। একই ছবি দেখা যায় বেঙ্গালুরুর প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ডোড্ডা আলাদা মারাতেও। বিশাল ছাউনির নীচে সারা বছরই ভিড় জমায় নানা প্রজাতির পাখি ও বাদুড়। গুজরাতের কবীরবট বা অন্ধ্রপ্রদেশের থিম্মাম্মা মারিমানুর মতো প্রাচীন বটগাছও স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের প্রধান ভরসা। ফলে গবেষকদের এই যুক্তি নিয়ে প্রশ্নের তেমন জায়গা নেই। তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বর্তমানে ১১৫টি নথিভুক্ত ফাইকাস ট্যাক্সা রয়েছে, যার মধ্যে ৮৯টি স্বীকৃত প্রজাতি। গবেষকদের মতে, এই বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে শুধু নতুন গাছ লাগালে হবে না, শতাব্দীপ্রাচীন বটগাছগুলিকেও সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, একটি পুরনো বটগাছ হারিয়ে গেলে তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে বহু প্রজাতির খাদ্য, আশ্রয় এবং ভবিষ্যতের অরণ্য তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও। আর এই ধরনের গাছ কাটাও যথেষ্ট ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। গবেষণায় এই ফল পাওয়ার পর অনেকেই বলছে, বট-অশ্বত্থের মতো বড় গাছ যেভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে কংক্রিটের ভিড়, উঠছে বহুতল, তা বন্ধ হওয়া উচিত। এই নিয়ে সচেতনতা বাড়লে বহু জীব রক্ষা পেতে পারে।

৭৫ লাখ টাকা গ্র্যাচুইটি, সঙ্গে ওপিএস চালু!

অষ্টম বেতন কমিশনে নজিরবিহীন দাবিপত্র কেন্দ্রীয় কর্মীদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ অষ্টম বেতন কমিশনের কাজ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে পৌঁছেছে। নির্ধারিত ১৮ মাসের মেয়াদের প্রায় সিংহভাগ সময় অতিক্রান্ত। বিভিন্ন সরকারি কর্মী সংগঠন ও পেনশনভোগীদের যৌথ মঞ্চের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার পর এবার অবসর-পরবর্তী সুবিধা, পেনশন সংস্কার এবং সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা শুরু করতে চলেছে কমিশন। এই পর্বে সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় যৌথ মঞ্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল-জেসিএম-এর স্মারকলিপি। এতে গ্র্যাচুইটি বৃদ্ধি, পুরনো পেনশন ব্যবস্থা পুনর্বহাল এবং ছুটির নগদীকরণসহ একগুচ্ছ অভূতপূর্ব দাবি তোলা হয়েছে। এনসি-জেসিএম-এর মূল দাবিগুলি হল- ১. বর্তমানে অবসরকালীন গ্র্যাচুইটির সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা। কর্মী সংগঠনগুলির দাবি, তা বাড়িয়ে ৭৫ লক্ষ টাকা করা হোক। ২. এনপিএস এবং নয়া ইউপিএস বাতিল করে সমস্ত কর্মচারীর জন্য নিশ্চিত রিটার্নযুক্ত পুরনো পেনশন প্রকল্প ফেরানোর দাবি জানানো হয়েছে। ৩. অবসরকালীন পেনশনের পরিমাণ বাড়ুক-শেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ৬৭ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ফ্যামিলি পেনশন ৫০ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। ৪. বর্তমানে পেনশনের বিক্রি হওয়া বা কমিউটেড অংশ ফেরত পেতে ১৫ বছর সময় লাগে। এটি কমিয়ে ১১ বছর বা ৭১ বছর বয়স (যেটি আগে হবে) করার দাবি তোলা হয়েছে। ৫. অর্জিত ছুটি নগদীকরণের বর্তমান সীমা বাড়িয়ে ৬০০ দিন করার কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি হাফ-পে লিভ-এর সম্পূর্ণ অর্থ অবসরের সময় মিটিয়ে দেওয়ার দাবি রয়েছে। ৬. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রেল ভাড়ায় ছাড়, আয়করে বিশেষ ছাড়, এলটিসি, এইচআরএ এবং কোয়ার্টারের ভাতার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লিতে কমিশনের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে। এরপর চেন্নাই, পুদুচেরি, চণ্ডীগড় এবং জয়পুরে স্থানীয় কর্মী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবে কমিশন।

প্রোমোটার এবং আধিকারিকদের লাইভ জেরার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

...১ পাতার পর
হয়েছিল, তা মেইনটেইন করা হবে।'' তিনি আরও জানান, তদন্তে দেখা গেছে কলকাতা, বরাহনগরসহ একাধিক এলাকায় ৪ তলার অনুমতি নিয়ে ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করে ফেলা হয়েছে। এমন চিহ্নিত ২৭টি বেআইনি বিল্ডিংয়ের অপারেটরদের ইতিমধ্যেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যেসব নিয়ম মেনে করা নির্মাণের কাজ থমকে ছিল, তার মধ্যে ১৯৩টিকে রিলিজ বা কাজের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে নির্মাণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সয়েল টেস্ট, স্ট্রাকচারাল অডিট এবং নকশা বা প্ল্যান সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখা হবে। পুরো তদন্ত ও মনিটরিং প্রক্রিয়ার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স এবং হাই-লেভেল এনকোয়ারি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। পিডব্লিউডি সচিব অন্তরা আচার্যর নেতৃত্বে কাজ করছে এই কমিটি। সংশ্লিষ্ট থানা এবং সরকারি এজেন্সিগুলি সমস্ত দিক থেকে এটি মনিটর করবে। অন্যদিকে, শহর গড়ার কাজে যুক্ত সৎ ব্যবসায়ীরা যাতে কোনও হেনস্থার শিকার না হন, সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রেডাইয়ের বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বিল্ডারদের উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনাদের ওপর কারও কোনও অন্যায় চাপ নেই তো? যদি কারও থেকে কোনও চাপ থাকে, তবে সরাসরি আমাদের জানাবেন।'' উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৪ জুন তারাতলায় একটি বেআইনি নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ে ১৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর বেআইনি ও নিম্নমানের নির্মাণ রুখতে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা পুরসভা-সহ রাজ্যের মোট ১৩টি পুরসভা এলাকায় সমস্ত ধরনের নির্মাণকাজ স্থগিত রেখে অডিট শুরু হয়েছিল। প্রতিটি ওয়ার্ডের তালিকা তৈরি করে বরোভিত্তিক 'যৌথ পরিদর্শন টিম' গঠন করা হয়। প্রায় দু'মাসের অডিট শেষে এবার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আইনি ও সামাজিক ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন।

আর কতদিন

...১ পাতার পর
আশ্বাস দেন যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রতিটি অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছেন এবং কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে। একই সঙ্গে সিবিআই-এর পক্ষ থেকে তদন্তের অগ্রগতির জন্য পর্যাপ্ত সময় চাওয়ার আর্জি জানানো হয়। সিবিআই আইনজীবীর এই জবাবে চরম কটাক্ষ করেন বিচারপতি শম্পা সরকার। তিনি ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, ''একরাতের মধ্যে হঠাৎ করে একটা পরিকাঠামো ভেঙে পড়ল আর আপনারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার নাম করে ঢুকে পড়েছেন? তদন্তটা কি জলপাইগুড়ি জেলা থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দেওয়ার মতো সহজ বিষয়?'' মৃত্যুর প্রকৃত সময় কখন ছিল, সিবিআই কি তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছে - সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলে বেঞ্চ। সিবিআই-এর আইনজীবী যখন আদালতে জানান যে তারা গত ৭ জুলাই বিশেষ তদন্তকারী দল-এর থেকে ঘটনার নথি ও তদন্তভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন আদালত পরিষ্কার করে দেয় যে এই বিষয়টি সাধারণ কোনও নিম্ন আদালতের বিচারাধীন বিষয় নয়। বিচারপতি শম্পা সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, মনে রাখবেন, এটা নিম্ন আদালত নয়। আমরা পুরো বিষয়টির ওপর সরাসরি নজরদারি চালাচ্ছি। দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে হাইকোর্টের এই বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, বিচারে কোনও রকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২৮ আগস্ট। ওই দিন সিবিআই-কে তাদের নতুন তদন্তের অগ্রগতি এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নেওয়া পদক্ষেপ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

শাহের দুয়ারে

...১ পাতার পর
তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এই তিন মুসলিম সাংসদ সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এনসিপিআই-তে আছেন তারা, এনডিএ-তে নেই। বিজেপির পাশে বসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বাংলার পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ও সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এরপর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেন যে ১৬ পাতার নথি জমা দিয়েছেন, যেখানে এনসিপিআই-র ২০ সাংসদের এলাকার দাবি-দাওয়ার উল্লেখ আছে। আজকের বৈঠকে অমিত শাহ তাদের কোনও আশ্বাস দেন কি না, অথবা বিজেপির সঙ্গে কেন দূরত্ব রাখছেন, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কি না, তার দিকে নজর থাকবে। কারণ এই তিন সাংসদের মন্তব্য ও অবস্থান বিজেপিকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে।

১৮ লক্ষের অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা

...১ পাতার পর
অনুপ্রবেশ রোখাই ছিল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার অযোগ্য আবেদনকারীকে চিহ্নিত করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া অন্তত ৫৭ হাজার অ-ভারতীয়ের নাম আবাস তালিকা থেকে খারিজ করা হয়েছে। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকেই এই অর্থ দেওয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি। সফল ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের পাশাপাশি মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল, অর্থ সচিব প্রভাত মিশ্র-সহ পুরো প্রশাসনিক টিমকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বর্তমান সুসম্পর্ক ও উন্নয়নমূলক বরাদ্দের বিবরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আমল থেকে মাত্র ৪,৬৬৪ কোটি টাকা এসেছিল আবাসের জন্য। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৪০ লক্ষ বাড়ির জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। শুভেন্দু জানান, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যে এসে নতুন করে ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের আর্জিতে নতুন বাড়ি বরাদ্দের সমীক্ষার সময়সীমা ২০ জুলাই থেকে বাড়িয়ে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে। দুর্গোৎসবের পরেই পরবর্তী দফায় আরও বহু যোগ্য পরিবারের জন্য প্রথম কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কেবল আবাসের অর্থ প্রদানই নয়, নতুন বাড়ি তৈরির পাশাপাশি উপভোক্তাদের জন্য আরও একাধিক সরকারি সুযোগ-সুবিধার রূপরেখা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বাড়ি তৈরি সম্পন্ন হলে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর অধীনে শৌচালয় নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা পাবেন প্রতিটি উপভোক্তা। কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে 'বিকশিত ভারত জি শ্রী রামজি' প্রকল্প থেকে বছরে অন্তত ১২৫ দিনের কাজের (ন্যূনতম ৩৪,৫০০ টাকা) ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি বিনামূল্যে বিদ্যুতের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর' যোজনায় সোলার প্যানেল বসাতে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট আর্থিক ভর্তুকির ওপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে তফসিলি জাতি ও জনজাতি (এসসিএসটি) পরিবারগুলিকে অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৫ অগস্ট 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে গর্বের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালনের আহ্বান জানান তিনি।

দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে মনিটরিং কমিটি

...১ পাতার পর
যুক্তি দেওয়া হয়, বর্তমান বিপুল আর্থিক দায়ের কারণে ১০০ শতাংশ বকেয়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই ৮৫ শতাংশ বকেয়া মেটানোর অনুমতি চেয়ে বাকি ১৫ শতাংশ মকুবের আবেদন জানানো হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছে, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ বাবদ মোট ১১,৯৮৩ কোটি টাকার দায় ছিল। যার মধ্যে প্রথম কিস্তিতেই ৭,৭৭১ কোটি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আরও তিনটি কিস্তিতে শোধ করার পরিকল্পনা রয়েছে- দ্বিতীয় কিস্তি ২০২৭ সালের জানুয়ারি, তৃতীয় কিস্তি জুলাই এবং চতুর্থ কিস্তি ২০২৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তবে আদালতের এই হিসাব মানতে নারাজ কর্মচারী সংগঠনগুলি। এ দিন শুনানিতে কর্মচারীদের এক যৌথ মঞ্চের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী অভিযোগ করেন, সরকার ডিএ মেটানোর নানা দাবি করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর মক্কেলরা এখনও পর্যন্ত এক টাকাও পাননি। রাজ্য, কর্মচারী সংগঠন এবং মনিটরিং কমিটির প্রাথমিক বক্তব্য শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগামী ১৮ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিনই রাজ্যের আবেদন ও সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ গুন্ডা দমন বিলের বিরুদ্ধে হওয়া জনস্বার্থ মামলা

...১ পাতার পর
গুণ্ডা বিল'। কিন্তু বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার আগেই এর বিভিন্ন ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করেন বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আদালতে যুক্তি দেন, প্রস্তাবিত এই বিলের বেশ কিছু ধারা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, অতিরিক্ত কড়া এবং সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী। তাঁর মতে, এই বিলের খসড়ায় অত্যধিক পুলিশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার অপব্যবহারের আশঙ্কা প্রবল। যে খসড়া পাস হয়েছে সেইভাবে এই বিল কার্যকর হলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এবং আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ও রাজদীপ মজুমদার আদালতে প্রাথমিকভাবে এই মামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা জানান, পশ্চিমবঙ্গ গুণ্ডা কন্ট্রোল বিলটি এখনও পর্যন্ত রাজ্যপালের সম্মতি পায়নি এবং সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়নি। তাই, এই আইন এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর রাজ্য সরকারের যুক্তিকেই গ্রহণ করে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানায়, যেহেতু আইনটি এখনও নোটিফাই বা কার্যকরই হয়নি, তাই এর সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করার কোনও আইনি সুযোগ বা কারণ এই মুহূর্তে তৈরি হয়নি। সেই কারণেই জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করা হচ্ছে। তবে আদালত জানিয়েছে, ভবিষ্যতে যখন আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্যকর হবে, তখন মামলাকারীরা চাইলে ফের আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নিতে পারে। বিধানসভায় এই বিল পাশ হওয়ার পর থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি এবং আইনি মহলের একাংশ তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল।

সমালোচকদের আশঙ্কা ছিল, এই বিলে অপরাধের যে সমস্ত বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং যে ধরনের প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার জেরে রাজনৈতিক বিরোধী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করতে এর যথেচ্ছ অপব্যবহার হতে পারে। যদিও, আইনি লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিল যে, আইন বলব হওয়ার আগে আদালত আগাম হস্তক্ষেপ করবে না। তবে বিলটি ভবিষ্যতে কার্যকর হলেই যে আইনি লড়াইয়ের নতুন অধ্যায় শুরু হবে, তা বলাই বাহুল্য।

২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই কাকলীর সঙ্গে আলাদা করে কথা সেই রাজীবের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ এবার জল্পনা বাড়ালেন রাজ্যসভার তৃণমূলের অপর সাংসদ রাজীব কুমার। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা রাজ্যসভার সাংসদ (কোয়েল মল্লিক, প্রকাশ চিক বড়াইক, সুখেন্দু শেখর, সুস্মিতা দেব)-রা তাঁর হাত ছেড়েছেন। এর মধ্যে কোয়েল বাদে বাকি তিনজন যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। রয়েছেন গিয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন সাংসদ। তারই মধ্যে অন্যতম রাজীব। এবার তাঁরই গতিবিধি নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে জল্পনা। সম্প্রতি, একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে ছিলেন তিনি। ১৫ দিন যেতে না যেতেই এবার কি তিনি শিবির বদলাচ্ছেন? উঠছে প্রশ্ন। মূলত, রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করতে বাংলার সাংসদদের বৈঠকে ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ডাকা সেই বৈঠকে গতকাল সংসদ চত্বরে বিজেপি এবং এনসিপিআই সাংসদদের পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব কুমার এবং লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। রাজ্য সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। সূত্রের খবর, সেখানেই এনসিপিআই সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে দেখা যায় রাজীবকে। কাকলী নিজের ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে পাশাপাশি দেখাও গিয়েছে রাজীবকে। তবে সাংসদ লিখেছেন, ঘরে ঘরে পাইপলাইনে জল পৌঁছানোর কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিতেই ছিল বৈঠক। পালা বদলের পর তৃণমূল যখন পুরো ধসে যেতে শুরু করে সেই সময় রাজীব কুমারের অবস্থান নিয়ে জল্পনা ছড়াতে শুরু করে। কারণ, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে তৃণমূলের কোনও কর্মসূচিতেও দেখে যায়নি তাঁকে। তবে সেই নিঃস্তব্ধতা ভেঙে তৃণমূলের শহিদ দিবসে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব কুমার। পৌঁছে যান মমতার সভায়। এই আইপিএস অফিসারের সঙ্গে বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক রয়েছে তা সর্বজনবিদিত। তিনি এ রাজ্যের প্রাক্তন ডিজিপি। এছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে ধর্নায় বসেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছিল। পরে মমতা রাজীবকে রাজ্যসভায় পাঠান। তবে, সুপ্রিমো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর দীর্ঘদিনের বহু 'সৈনিক' ছেড়ে কেউ 'ভাল তৃণমূল'হয়েছেন, কেউ আবার এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাজীব কী করেন এখন সেইটাই দেখার। এ দিকে, গতকালের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব দ্রুত রাজ্যের ২৬০০ কোটি কেন্দ্রীয় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে, রাজ্যের পূর্তমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী আলাদা ভাবে নির্দেশ দেন, উন্নয়নের কাজে সাংসদদের যুক্ত করতে হবে। প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ''এর আগেও বহুবার মানুষের মুখে পানীয় জল তুলে দিতে পারিনি তখনও মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তারপরই সরকারের পরিবর্তন। গতকাল দিল্লিতে মিটিং। আমার কেন্দ্রের মানুষের যে জলের সমস্যা হচ্ছে সেটা বলি। শুধু যাইনি আমার বক্তব্য পেশ করার সঙ্গে একটি চিঠি লিখেছি যাতে আমার সংসদীয় কেন্দ্রের ৭ বিধানসভায় পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়া হয়।'' তবে, কাকলীর সঙ্গে রাজীবের কী নিয়ে কথা হয়েছে তা জানেন না প্রতিমা বলে দাবি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mustafijur Rahaman, S/O A. Rauf, গ্রামঃ রনহা, পোঃ লোহাপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Mustafijur Rahaman, যা আমার আধার এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার মেয়ে Nasima Khatun এর স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম Mustafizur Rahaman করা হয়েছে। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪৮৭৭ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mustafijur Rahaman and Mustafizur Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি

CHANGE OF NAME

I, Abu Sahil Siddiki (Old Name) S/O–Piarul Islam resident of Vill-Panditpur, Po-Maya, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Abu Sahil Siddiki to Abu Sahil Siddique and henceforth I shall be known as Abu Sahil Siddique (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/ 08/ 2026. My name Abu Sahil Siddique & Abu Sahil Siddiki both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jahangir Hossain (Old Name) S/O–Samiruddin resident of Vill-Bejpura , Po-Malikan , Ps-Harishchandrapur , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732123 do hereby declared that I have changed my name from Jahangir Hossain to Jahangir Hussain and henceforth I shall be known as Jahangir Hussain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/08/2026. My name Jahangir Hussain & Jahangir Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mirza Kazem Ali (Old Name) S/O–Amadali Sk resident of Amir Nur Jame Masjid, Mirzapur , Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742190 do hereby declared that I have changed my name from Mirza Kazem Ali to Nimfal Sk and henceforth I shall be known as Nimfal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/08/2026. My name Mirza Kazem Ali & Nimfal Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Suraj Sk (Old Name) S/O–Nimfal Sk resident of Amir Nur Jame Masjid, Mirzapur , Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742190 do hereby declared that I have changed my name from Md Suraj Sk to Suroj Sk and henceforth I shall be known as Suroj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/08/2026. My name Suroj Sk & Md Suraj Sk both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ajhar Uddin Sk, S/O Liyakat Ali Sk, গ্রামঃ ফকিরবেড়া, পোঃ কোটা, থানাঃ দুবরাজপুর, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ) বাসিন্দা। আমরা মেয়ের আসল নাম Souda Khatun. জন্ম সংশাপত্রে মেয়ের নাম তার নাম Souda লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়ের নাম Souda পরিবর্তে Souda Khatun ব্যবহার করা হবে। ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ বীরভূমের দুবরাজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৯৩৫৩ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Souda Khatun and Souda এক এবং অভিন্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Hasina Khatun, W/O Aktar Sekh, গ্রামঃ দাদপুর, পোঃ রামচন্দ্রপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Hasina Khatun. কিন্তু SBI মুরারই শাখায় আমার নাম Hasnebanu Begum লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪৯৮৫ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Hasina Khatun and Hasnebanu Begum এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, SK YUSUF @ SK USUB, S/O-UMBAR ALI @ UMMAR ALI SK, resident of Vill-Kurumba, P.O.-Purba Gopalpur, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713143, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ISUB SEKH in all purposes, vide affidavit No- 164, dated 01.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK YUSUF, SK USUB and ISUB SEKH all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ARPITA GHOSAL W/O SUKUMAR GHOSAL, resident of 4B Elite Homes Tower, Renaissance Township, Goda, P.O.-Lakurdi, Dist-Purba Bardhaman Pin-713102, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ARPITA GHOSE GHOSAL in all purposes, vide affidavit No- 163, dated 01.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That ARPITA GHOSAL and ARPITA GHOSE GHOSAL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAHAMMAD MALLICK, S/O LT. MUNCHUR ALI MALLICK, RESIDING AT VILL & P.O. DIGHALGRAM, P.S. HARINGHATA, DIST- NADIA DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MAHAMMAD MALLICK TO MAHAMMAD ALI MALLICK AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS MAHAMMAD ALI MALLICK IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO. 30/26 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT ON 5/8/2026. MAHAMMAD MALLICK AND MAHAMMAD ALI MALLICK BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Md Aiam Saikh (old name) S/o- Ajad Ali residing at Ramnagar, Bilborakopra, Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD AIAM SAIKH to ALAM ALI and henceforth I shall be known as ALAM ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh, Murshidabad dated 03/08/2026. MD AIAM SAIKH (old name) and ALAM ALI (new name) both are same and one identical person.

রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষককুল গুনছে দুশ্চিন্তার প্রহর

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ৬ আগস্ট ঃ হাঁড়ি কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ছাগদের অবস্থা, বলির আগে কাঁঠাল পাতা চিবানো দেখে বোঝা সম্ভব নয়! একুশ বছর ধরে চলে আসা রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার কি অষ্টমীর সন্ধিকাল আসন্ন? চলতি বছরের ৫ আগস্ট ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক CSS-VSE প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার ৭২৩টি নতুন অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিকে ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করে জেলা শিক্ষা দপ্তর, সাব-ইন্সপেক্টর /অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর, জেলা নোডাল অফিসার এবং বিদ্যালয়ের প্রধানদের দ্রুত অনবোর্ডিংয়ের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিকে নির্ধারিত ফর্ম (Annexure-IV) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। জেলা নোডাল অফিসার সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করবেন এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। ১২ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে সমস্ত অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। DVET- এর আয়োজিত জেলা-স্তরের ভিডিও কনফারেন্সে সকলকে উপস্থিত থাকতে এবং পূর্ণ সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। নির্দেশটিকে MOST URGENT (অত্যন্ত জরুরি) হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। এখানেই কতগুলো প্রশ্ন উঠে আসে, রাজ্যে কি সরকার পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা চলে না? উত্তর - হ্যাঁ। সারা রাজ্যে তার সংখ্যা ২২০০টি। বীরভূম জেলায় ৪০টি। সারা রাজ্যে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা হলো ৮০ হাজার এবং বীরভূমে ২ হাজার। এযাবৎ যারা উত্তীর্ণ তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রোফাইল সরকারের কাছে বছরবার পাঠানো হয়েছে। ২০০৫ সালে বাম আমলে সমাজে স্কুল ছুট ও পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ শ্রমিক তৈরির লক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকার আলাদা কারিগরি বিভাগ খুলে বিভিন্ন স্কুলে কারিগরি কেন্দ্র গড়ে তোলে। তৃণমূল সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কিছু সামাজিক সুরক্ষা দিলেও, শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না করে, এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোমায় পাঠানোর চেষ্টা করে। ক্ষমতার দেড় দশকে এনজিও বা থার্ড পার্টি পরিচালিত CSS-VSE প্রাইভেট সংস্থাকে বিভিন্ন স্কুলে বসিয়ে দেয়। জোর করে বাম আমলের ভিটিসি শিক্ষক প্রশিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি যুক্ত অভিযোগ তুলে বার বার বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক প্রশিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি যাচাই বাছাই করে। খোদ ডিরেক্টর অন্তত দুবার করে সারাজেলায় ভিজিট করে। বাম আমলেও এক দুবার ভিজিট হয়েছে। সেই অভিযোগের সূত্রটা আমলারা ধরে নতুন বিজেপি সরকারকে দিতেই তারা সলতে পাকাতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সেই প্রবাদ প্রতিম বাক্য কাজ করেছে- যাকে মারবে তাকে বদনাম দাও, তারপর তাকে শাস্তি দেওয়া বা ধ্বংস করা সহজ হয়ে যায়। ইংরেজিতে Give a dog bad name and then hang him. তৃণমূল সরকার ভিটিসিগুলোকে অঙ্গন ওয়াড়িকেন্দ্রে সরাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিলো। বিভিন্ন শর্তাবলির মধ্যে একটি হাস্যকর শর্ত ছিলো, ''জেনারেল এডুকেশন বিভাগের কোনো একজন শিক্ষকের আপত্তি থাকলে ভিটিসিকে উঠে যেতে হবে।'' আন্দোলন ও মামলার কারণে তৃণমূল সরকার পারে নি। তবে আগের সরকারের আমলে গুগুদামন আইন পাশ হয়নি! এবার সেটা আছে। এই টুকুই তফাৎ। তাছাড়া আগের সরকারের ইচ্ছার দাগে দাগ বুলিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। পূর্বতন সরকারের আমলে পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দফতর ও থার্ডপার্টি এন জিও পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো। নাং খুব দুঃখের বিষয় ২৯ টি রাজ্যে CSS -VSE চলে সরকারের অধীনে। পশ্চিম বঙ্গে তৃণমূল কোম্পানির অধীনে। 'সেন্টুলি স্কিম' নামের দোহাই দিয়ে ৭২৩ টি স্কুলে প্রাইভেট সংস্থায় মৃত সঞ্জীবনী ছেটানোর কাজ শুরু হয়ে গেলো। আর শুরু হলো স্টেট ভোকেশনালের কবর খোঁড়া। এইভাবে লিগালাইজ করে একটু একটু করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র গুলো তুলে দেওয়া হবে। মুকুল রায়ের মস্তিস্ক খারাপ হলেও, সত্যটা বলেছিলেন, যাহাই বিজেপি, তাহাই তৃণমূল। ডানপন্থী দল কংগ্রেস হলেও, আরেক ডানপন্থী বিজেপির সাথে মৌলিক পার্থক্য বিজেপি মানুষের পেটে লাথি মেরে প্রাইভেটাইজেশনের পক্ষে এবং সব তুলে দিতে চায়। তৃণমূল শুরু করেছিলো, বিজেপি শেষ করবে। বামপন্থী দল জঙ্গি আন্দোলনে অনেক কিছু বন্ধ করেছে, কিন্তু পেটে লাথ মারা বা আইন করে বা বেআইনি ভাবে চাকরি তুলে দেওয়ার দল নয়। বিজেপি ভারতীয় উপমহাদেশের অপ্রীতিকর ঘটনা তুলে আমাদের হাতে হিন্দু মুসলিম ডুডুল দিয়ে ক্ষমতা চেয়ে এসেছে। তাই কবেও ও করবেও, এমন কথা শিক্ষা কর্মীদের ঘরে ঘরে। এখন কথা হলো, এই CSS-VSS কী করবে? এই স্কিমে একটা বিষয় মেন এডুকেশনের সাথে পড়াবে। শিক্ষক থাকবে মাধ্যমিকের নিচে এবং উপড়ে। অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে। যেসব স্কুলে তৃণমূল সরকার চালু করেছিলো, তাদের পরীক্ষা এযাবৎ নিয়ে এসেছে ভিটিসির প্রশিক্ষকরা। এই শিক্ষায় কোনো ট্রেড নেই। শুধু সাবজেক্ট। তাও যেকোনো একটি এবং ঐচ্ছিক। কিন্তু কারিগরি শিক্ষায় আই টি আই এবং এপ্রেন্টিস মতো ট্রেড আছে। সরাসরি বিটেকে ভর্তি হওয়া যায়। তবুও একে তুলে দিতে তৎপর বর্তমান সরকার। এনজিও থার্ড পার্টি প্রাইভেট সংস্থার শিক্ষকদের SOP প্রকাশ করা হলো, ২০২১ এর GO অনুযায়ী তাদের ছুটির নিয়ম হলো। এরা EPF ও ESI পায় বলে সূত্রের খবর। বাজেটে ২ হাজার ভাতা পেলো। এগুলো কিসের ইঙ্গিত? কেন পর পর দুই সরকারের এতো এনজিও প্রীতি? বাজেটে যে কয়েকশো কোটি বরাদ্দ হয়েছে, সেই মধু এই এনজিও ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে পড়বে না তো? আশঙ্কা থাকছেই। শাসক পাল্টালে মুখোশ পাল্টাতে পারে। কিন্তু মুখ বোধহয় পাল্টায় না। আধিকারিকরা সেই মুখোশটা সরবরাহ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এটাই বোধহয় তাদের এত শিক্ষা লাভ করে লাভালাভ।। তাই তো নেতামন্ত্রীকে হাপিত্যেশ করে লেখা চিঠি কোনো কাজে দেয় না। সব ডাস্টবিনে।

মসজিদে মাইক বিতর্কে মুখ খুললেন অধীর চৌধুরী

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ৬ আগস্ট ঃ মসজিদে মাইক লাগানো ও তার শব্দ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্য জুড়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন এই বিষয়ে মুখ খুললেন বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, বিশেষ কোনও সম্প্রদায়কে নিশানা করে উৎসব পালনে বাধা দিলে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। অধীর চৌধুরী বলেন, আমাদের সংবিধান সব ধর্মের মানুষকে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার দিয়েছে। মন্দির হোক বা মসজিদ, মাইকের আওয়াজে অনেকেই অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সেই অসুবিধা শুধু মসজিদের বেলায় দেখা হবে, এটা হতে পারে না। নিজের বাড়ির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আমি এমন জায়গায় থাকি যার পাশেই মন্দির। সেখানকার মাইক কখনও কখনও সারা রাত ধরে এত জোরে বাজে যে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা এবং আমার ঘুমেরও অসুবিধা হয়। তাই শব্দ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কিন্তু সেটা সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা উচিত। তাঁর মতে, কোথাও মাইকের আওয়াজ সমস্যা হলে মন্দির বা মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করাই সমীচীন। তিনি বলেন, প্রশাসন যদি শুধু একপেশে ভাবে মসজিদগুলোর মাইক খুলতে বলে, তাহলে মুসলিম সমাজের মনে হবে, তারা মুসলিম বলে তাদের উপরই আক্রমণ হচ্ছে। এতে ভুল বার্তা যাবে। দিল্লির জামা মসজিদের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, বেশ কয়েক বছর ধরেই জামা মসজিদের তরফ থেকে সব মসজিদে মাইকের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না করে প্রশাসন, মন্দির ও মসজিদ কমিটিগুলিকে একসঙ্গে বসে শব্দবিধি ঠিক করা উচিত। অন্যদিকে অধীর চৌধুরী আজ অভিযোগ করেন, তৃণমূল ভেঙে তৈরি হওয়া এনসিপিআই দল এবং 'বিদ্রোহী তৃণমূল' বিজেপির শাখা প্রশাখাতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, গোটা তৃণমূল দল ভেঙে বিজেপিতে পালাচ্ছে। বিজেপির আশ্রয়ে তৃণমূলের বিধায়ক এবং সাংসদরা বাঁচার চেষ্টা করছেন। আর তার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গে একটি 'বিদ্রোহী তৃণমূল' আর দিল্লিতে এনসিপিআই তৈরি হয়েছে। এরা সবাই বিজেপির শাখা প্রশাখা। দিল্লিতে এনসিপিআই দল মোদি ভজনা করছে। বাংলায় বিদ্রোহীরা এখানে একটাই কথা মুখ্যমন্ত্রীর জয় হোক। উত্তরাখণ্ডের পরে এলাহাবাদে রাহুল গান্ধীর কর্মসূচির সভাস্থল ঠিক করা নিয়ে জটিলতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে অধীর চৌধুরী বলেন, বিজেপি সরকার মনে করছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে রাহুল গান্ধীর বিভিন্ন সভায় বাধা তৈরি হচ্ছে। প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী নামক আতঙ্কে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। অন্যদিকে কলকাতা পুরসভা এলাকার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, তাদের সম্ভাবনা দেখে এবং নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ দেখে সেখানে 'ডেলিমিটেশন' হচ্ছে।

ফোনে ব্যস্ত চালক, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে বাস

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ আগস্ট ঃ ট্রাফিক আইন না মেনে চলন্ত বাসে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিযোগ উঠল চালকের বিরুদ্ধে। আর সেই বেপরোয়া আচরণের জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বহু যাত্রী। দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কের পূর্ব বর্ধমানের নন্দনপুর এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বাস চালানোর সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন বলে অভিযোগ। নন্দনপুর এলাকায় আচমকাই বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। প্রথমে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে বাসটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর বাসের ভিতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় একটি রাইস মিলের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের বাস থেকে বের করে আনা হয়। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাধবডিহি থানার বুলচন্দ্রপুর ক্যাম্পের পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্রও দ্রুত থানায় খবর দেন বলে জানা গেছে। বাসের এক মহিলা যাত্রী, যিনি চালকের কেবিনের কাছেই বসেছিলেন দাবি করেন, চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। সেই সময়ই তিনি বাসের নিয়ন্ত্রণ হারান। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের মতো বিপজ্জনক অভ্যাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুরকর্মীর কোর্ট কাস্টডির প্রতিবাদে বালুরঘাট পুরসভায় পেন-ডাউন থমকাল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৬ আগস্ট ঃ পুরসভার সরকারি কাজে গিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়া এক স্থায়ী কর্মীকে আদালতের নির্দেশে কোর্ট কাস্টডিতে পাঠানোর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পেন-ডাউন কর্মসূচিতে সামিল হলেন বালুরঘাট পুরসভার কর্মীরা। এর জেরে দিনের বেশিরভাগ সময় কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে পুরসভার পরিষেবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরসভা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে কয়েক মাস আগে আদালতের নির্দেশ ও পুলিশি উপস্থিতিতে একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়েছিলেন পুরসভার প্রতিনিধিরা। সেই ঘটনার জেরে পরবর্তীতে দায়ের হওয়া মামলায় চারজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন পুরসভার এমআইসি সদস্য মহেশ পারেখ প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বর্তমান চেয়ারম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মী শুভ মহন্ত। অভিযোগ একই মামলায় তিন জন আদালত থেকে জামিন পেলেও শুভ মহন্তকে বৃহস্পতিবার কোর্ট কাস্টডিতে নেওয়া হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুরসভার কর্মীরা। পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিদিব দাসের অভিযোগ একই মামলায় অন্য তিন জনের জামিন হলেও একমাত্র সরকারি কর্মী শুভ মহন্তকে কোর্ট কাস্টডিতে নেওয়ার কারণ তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি মামলায় আইনজীবী নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিষয়টির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দেন। এদিকে পুরসভার চেয়ারম্যান জানান শুভ মহন্ত ব্যক্তিগত কাজে নয় সম্পূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন করতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। সরকারি কাজ করতে গিয়ে যদি কোনও কর্মী এই ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়েন তাহলে ভবিষ্যতে অন্য কর্মীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়াবে। তাঁর দাবি একই মামলায় অন্যদের জামিন হলেও শুভ মহন্তকে কোর্ট কাস্টডিতে নেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং দ্রুত আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান হবে বলেই আশাবাদী পুর কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান আরও জানান কর্মীদের ক্ষোভের জেরে পুরসভার অধিকাংশ পরিষেবাই আপাতত বন্ধ রয়েছে। কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেন-ডাউন কর্মসূচিতে সামিল হওয়ায় তাঁদের জোর করে কাজে ফেরানো সম্ভব নয়। পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

মশার লার্ভা ধ্বংস করতে ছাড়া হল ৪৬ হাজার গাপ্পি মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ ডেঙ্গুর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির মুখে জলপাইগুড়ি পুরসভা মশার লার্ভা ধ্বংস করতে বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছাড়ে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, গত বছর জলপাইগুড়ি শহর এলাকায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর ২৬টি ঘটনা সামনে এসেছিল। যেখানে চলতি বছর এ পর্যন্ত শহরে ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, পুরো জেলায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায় ১০০-র কাছাকাছি পৌঁছানোর পর প্রশাসন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ জোরদার করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে প্রথম দফায় শহরের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রায় ৪৬ হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, এই মাছগুলি মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে, যার ফলে এডিস মশার বংশবৃদ্ধি বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব। এছাড়া শহরজুড়ে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্প্রে অভিযান চালানো হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং জমে থাকা জল পরিস্কার করার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে।

ধানখেতে হাতির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফালাকাটা, ৬ আগস্ট ঃ ধানখেতের কাদা-জলে পড়ে রয়েছে বিশালাকার হাতির নিথর দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন ফালাকাটা ব্লকের তালুকেরটারি হরিমন্দির সংলগ্ন এলাকায় এই দৃশ্য চোখে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে এলাকার চাষিরা ধানখেতে কাজ করতে গিয়ে প্রথম হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক জনতা ভিড় জমান। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। তবে হাতিটির মৃত্যু অসুস্থতাজনিত নাকি অন্য কোনও কারণে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

দার্জিলিংয়ে ধৃত বাংলাদেশি আটকঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৬ আগস্ট ঃ কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখা দেওয়ায় এক বাংলাদেশিকে জেরার পর পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে ফের পাঠানো হবে! দালালকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে ভারতে ঢুকে দার্জিলিং ভ্রমণ করছিলেন অভিযুক্ত! পুলিশের জালে পড়েন তিনি। ধৃতের নাম সত্যজিত রায়। তিনি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বুধবার বিকেল নাগাদ শৈল শহরের ম্যাল এলাকার আশপাশে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপরই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ।

কৃষি প্রতিমন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক, তদন্তে পুলিশ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট ঃ হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাকের অভিযোগ উঠল রাজ্যের কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কুর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরের। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আচমকাই অ্যাকাউন্টটির নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি বলে অভিযোগ। এরপরই জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে তাঁর নম্বর থেকে কোনও ফোন বা বার্তা গেলে তাতে সাড়া না দেওয়ার আবেদন জানান। অমিয় জানান, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক ভাবেই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু সাড়ে ১১টার পরে হঠাৎই অ্যাকাউন্টটি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই পরিচিতদের কাছ থেকে জানতে পারেন, তাঁর নম্বর থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ফোন ও বার্তা যাচ্ছে। তখনই সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি জানান, তাঁর নাম করে কেউ আর্থিক সাহায্য, ওটিপি বা ব্যক্তিগত তথ্য চাইলে তাতে যেন সাড়া না দেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, 'পুলিশে অভিযোগ করেছি। এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি এই প্রথম হলাম।' নয়াগ্রাম কেন্দ্রের বিধায়ক অমিয় বর্তমানে রাজ্যের কৃষি, কৃষি বিপণন ও উদ্যানপালন দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাকের অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ' ঠিক কী ভাবে অনুপ্রবেশ হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' সাইবার অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকদের মতে, সন্দেহজনক লিঙ্ক, ভুয়ো অ্যাপ বা অজানা ফাইল ডাউনলোডের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা প্রায়ই হয়। অতীতেও সরকারি প্রকল্পের নামে ভুয়ো অ্যাপ ছড়িয়ে এবং বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ব্যবহার করে একাধিক অ্যাকাউন্ট হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাই অচেনা উৎস থেকে আসা কোনও লিঙ্ক বা ফাইল খোলার আগে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

মশারিতে জড়িয়ে শিশুকন্যার 'রহস্যজনক' মৃত্যু, বাবার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ ঘরের মধ্যে মশারিতে জড়িয়ে আট বছরের শিশুকন্যার 'রহস্যজনক' মৃত্যু হাওড়ার ডোমজুড়ে। এই ঘটনায় বাবার বিরুদ্ধেই উঠলো হত্যার অভিযোগ। থানাতেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপ তেঁতুলতলায়। মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। মৃত শিশুর দিদা জানান, তাঁর নাতনিকে ওর বাবা সহ্য করতে পারত না। ওর বাবাই মেয়েকে গলায় মশারি জড়িয়ে মেরে ফেলেছে। মৃত শিশুকন্যার মামা বলেন, ভাগ্নিকে ওর বাবা একদম সহ্য করতে পারত না। ভাগ্নি ওর বাবাকে খুব ভয় পেত। এদিন সকালে আমার দিদি ওর স্বামীর ভয়ে মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল। পরে জামাইবাবু ভয় দেখিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে দিদি আর ভাগ্নিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যায়। এরপর সেখানেই ওই কান্ড ঘটায়। মৃত শিশুর মা বলেন, আমি পাশের ঘরে শাশুড়ির কাছে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়েছিলাম। তারপরই জানতে পারি এই ঘটনা। ওরা দাবি করছে মশারি জড়িয়ে মেয়ে মারা গেছে। তবে এতটুকু বাচ্চার পক্ষে এভাবে মরা সম্ভব কি সম্ভব ? প্রশ্ন তুলেছেন শিশুর মামার বাড়ির পরিবার। এদিকে, এই ঘটনায় ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার জের, শাশুড়িকে এলোপাথাড়ি কোপ জামাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ আগস্ট ঃ জামাইয়ের হাতে এলোপাথাড়ি হাঁসুয়ার কোপে শাশুড়ির আশঙ্কাজনক অবস্থা। নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি ব্রিজের কাছে বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, একই থানা এলাকার চন্দননগরের বাসিন্দা মৌমিতা ঘোষ বিগত ৭ বছর আগে ওই থানা এলাকার গোবিপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিত ঘোষকে পারিবারিক দেখাশোনার মাধ্যমে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকেই তিনি বুঝতে পারেন তার স্বামী মদ্যপ এবং একাধিক পরকীয়াতে যুক্ত। বিয়ের পর থেকেই তার ওপর চলতে থাকে অমানুষিক ও পাশবিক নির্যাতন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন আগে তিনি শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি চলে আসেন। তারপর কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বধূ নির্যাতন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন। সেই ঘটনার রেস ধরেই বুধবার রাতে তার স্বামী অমিত ঘোষ এবং তার বড় ভাসুর সমীর ঘোষ যৌথভাবে মৌমিতা ঘোষের দিদিমার বাড়ি ভাজনঘাট বাসস্ট্যান্ডের এলাকায় হাজির হন। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র হাতে মদ্যপ অবস্থায় আসেন। তারপর মৌমিতা ঘোষকে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করতে উদ্ধত হন। চিৎকার শুনে মৌমিতা ঘোষের মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সে সময় সামনে থেকেই জামাই অমিত ঘোষ হাঁসুয়া দিয়ে সুমিত্রা ঘোষকে মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে এলোপাতাড়ি কোপান। তারপর হাঁসুয়া ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। স্থানীয়দের সহযোগিতায় সুমিত্রা ঘোষকে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাণকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ হাসপাতালে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ।

বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে ফের দুই জনের মৃত্যু, জখম চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ আগস্ট ঃ বর্ষার মরশুমে ক্রমাগত বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনায় বাঁকুড়া জেলাজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। গত কয়েক দিনে সাতজনের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার ফের দুটি পৃথক ঘটনায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি, অপর একটি ঘটনায় চারজন মহিলা গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ছাতনা থানার সিরাপুর গ্রামের বাসিন্দা মাধাই বাউড়ির বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, শালতোড়া থানার কনোড়ি গ্রামের বাসিন্দা জয় রামেরও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। অন্য এক ঘটনায় বিষ্ণুপুরে বজ্রপাতে চারজন মহিলা গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। উল্লেখ্য, গত কয়েক দিনেই জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহের সোমবার বিকেলে কাজ সেরে স্কুটিতে বাড়ি ফেরার পথে রাইপুরের ধানাড়া এলাকার মধুপুর গ্রামের দুই বোন খুকুমনি হাঁসদা ও মনিমালা হাঁসদা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিলে বজ্রাঘাতে তাঁদের মৃত্যু হয়। এছাড়া ওই দিনই বিষ্ণুপুরের গোপালমাঠ এলাকায় চাষের কাজ করার সময় বজ্রপাতে ববিতা লোহার নামে এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং তিনজন গুরুতর জখম হন। একই দিনে সিমলাপালের লক্ষীসাগর এলাকার পবিত্র লোহার এবং বড়জোড়া থানার দেউচা গ্রামের তপন বড়ুও বজ্রাঘাতে প্রাণ হারান। একের পর এক বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনায় জেলার বাসিন্দাদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসনও। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃষ্টি বা আকাশে ঘনঘটা দেখা দিলে খোলা জায়গা বা গাছের নীচে আশ্রয় না নিয়ে পাকা বাড়ি বা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে।

আসানসোলে প্রথম মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার পথে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আসানসোলে প্রথম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থাকা ইএসআই হাসপাতাল, আসানসোলকে উন্নীত করে ইএসআইসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত সমঝোতা স্মারক অবশেষে স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন রাজ্য সরকারের আমলে, ২০২৬ সালের ১৪ জুলাই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। এর পাশাপাশি, জাতীয় চিকিসা কমিশনের কাছে ৫০টি এমবিবিএস আসনের অনুমোদনের জন্য আবেদনও জমা পড়েছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছাত্রভর্তি শুরু করার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আসানসোল- দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্তেশ্বরে বেহাল রাস্তা ও স্কুল পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৬ আগস্ট ঃ এলাকার রাস্তার সমস্যা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ পরিদর্শন করলেন মন্তেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজা। বৃহস্পতিবার মন্তেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিন প্রথমে মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের গাংগুরিয়া শালুকদিঘির পা। এবং জামনা অঞ্চলের আশুড়ি গ্রামের বসু দিঘির পাড়ের দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা পরিদর্শন করেন বিধায়ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে দ্রুত রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। সংশ্লিষ্ট মহলে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান বিধায়ক। এরপর জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধামাচিয়া বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) পরিদর্শন করেন সৈকত পাঁজা। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গেও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। এলাকার রাস্তা ও শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার কথাও জানান তিনি। বিধায়কের পরিদর্শনে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা দ্রুত সমাধানের বিষয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

কংসাবতী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট ঃ কংসাবতী নদী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার বৈতা এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে দেহটি ভাসতে দেখে লালগড় থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার বয়স আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে শরীরে কোনও দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। পরে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দেহটি কংসাবতী নদীর উজান দিক থেকে, সম্ভবত বাঁকুড়া জেলার দিক থেকে ভেসে এসে থাকতে পারে। তবে ওই মহিলার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতার পরিচয় শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে লালগড় থানার পুলিশ। পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন থানার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এম), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে **কাজের পরিধি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনির যান্ত্রিক পরিস্করণ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিডের জন্য **বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৯৫, তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৬** সম্পর্কিত **সংশোধনী**। নিয়ম ও শর্তাবলীতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে যা **জিইএম পোর্টালঃ www.gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। তদানুযায়ী, **বিড সংশোধনী নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৫৬৩৯৫-সি১, তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৬** প্রকাশিত হয়েছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কাজের আনুমানিক ব্যয় ৩,৫৪,৮১,৮২৮.৪৫ টাকা (জিএসটি সহ)। (MISC-131/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 294/PWD/ROAD/BMC, Dated- 06/08/2026
(ii) NIT No. 296/PWD/ROAD/BMC, Dated- 06/08/2026

e-Tender has been invited for Repairing and Upgradation of bituminous road, Upgradation of bituminous road by Paver block at different locations Under BMC. For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1036680_1 to 8 (ii) 2026_MAD_1036717_1 to 7] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission (i) 20/08/2026 up to 3.00 p.m. (ii) 29/08/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬৩০, তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২০/২৬-২৭/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নামঃ** দমদম-কল্যাণী-- টিটিআর (এফএস + টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি) - ৪০ সেট (১:১২ - ২০ সেট এবং ১:৮.৫ - ২০ সেট) এবং শিয়ালদহ-কাঁকুড়গাছি রোড (ডিএন-১) -- টিআরআর (পি) - ০.২৭৯ টিকেএম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৩৫,২৫,৭৯১.৬২ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৭০,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৬। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**। **কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে ''পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের'' গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** সিগন্যাল বা টেলিকম সংক্রান্ত যে কোনও কাজ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ট্রেঞ্চিং, সিগন্যাল বা টেলিকম কেবল বিছানো এবং পরীক্ষা করা; অথবা সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের অন্য যে কোনও প্রকার বিবিধ আউটডোর কার্যাবলী। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-170/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পোলার্ডকে টপকে টি-২০ ক্রিকেটের চূড়ায় বাটলার!

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ৬ আগস্টঃ কায়রন পোলার্ড এখন অতীত। টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে সিংহাসনে বসলেন জস বাটলার। বুধবার ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টসের হয়ে ওয়েলশ ফায়ারের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ বলে ৫১ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। আর তাতেই ইতিহাস। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলে টি-২০ ক্রিকেটে রানের চূড়ায় এখন শুধুই ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক। রেকর্ড গড়ার চেয়েও বেশি চর্চায় ম্যাচ শেষের মন্তব্য। রেকর্ড বুকে নাম তোলার পরই ইংল্যান্ডের তারকা জানিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তাঁর এই নজির কে ভাঙতে পারেন। অবলীলায় বাটলারের মুখে উঠে এল ভারতের ১৫ বছরের বিস্ময়-প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীর নাম। স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংরেজ তারকা বলেন, ‘‘সবার চেয়ে বেশি টি-২০ রান আমার ঝুলিতে, এটা ভাবতেই

দারুণ লাগছে। তবে একদিন কেউ না কেউ এই রেকর্ড টপকে যাবেই। আর তার নাম সম্ভবত সূর্যবংশী।’’ বিশ্বক্রিকেটের অন্যতম সেরার মুখে ভারতের কিশোর-প্রতিভার নাম শুনে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত এ দেশের তামাম ক্রিকেটপ্রেমী। বাটলারের এই মন্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। হাওয়ায় ভাসিয়ে কোনও কথা বলেননি তিনি। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ড্রেসিংরুম ভাগ করে নিয়েছেন দু’জনে। নেটে কাছ থেকে দেখেছেন বৈভবের ভয়ডরহীন ব্যাটিং। এই বয়সেই ক্রিকেটদুনিয়ার অন্যতম সেরা প্রতিভা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। কয়েকদিন আগেই প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার রবিন উথাপ্পা এই তরুণকে নিয়ে বড় দাবি করেছিলেন। তাঁর মতে, কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলোতে ঠিকঠাক গাইডেন্স পেলে সাদা বলের ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকরের চেয়েও বড় প্রভাব ফেলতে পারেন বৈভব। বাটলারের কথায় যেন সেই মন্তব্যেই সিলমোহর পড়ল। গত কয়েক মাস ব্যাটে রান ছিল না। সেখান থেকে রেকর্ড গড়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। বাটলারের কথায়, ‘‘ক্রিকেট কত দ্রুত বদলায়, ভাবলে হাসি পায়। একদিন আপনি কুকুর, তো পরের দিন ল্যাম্পপোস্ট। কয়েক মাস আগেই ফর্মের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। আর গত কয়েক সপ্তাহে মনে হচ্ছে, জীবনের সেরা ব্যাটিংটা করছি। বেশ মজাই লাগছে।’’ সাফল্যের মন্ত্র হিসেবে তাঁর আরও সংযোজন, ‘‘দুটোই রাস্তা খোলা থাকে। হয় হাল ছেড়ে দিন, নয়তো ঘুরে দাঁড়ানোর এনার্জি নিয়ে ফর্ম খোঁজার চেষ্টা করুন। আমি এটাই করেছি। আমার মধ্যে জেদ আর এনার্জি ছিল। সেটাই কাজে লাগালাম।’’

মিশন লঙ্কা-দহন!

মাঠে নামার আগেই শুভমানদের কড়া বার্তা ‘হেডস্যার’ গম্ভীরের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই ও কলম্বো, ৬ আগস্টঃ লক্ষ্য এবার লঙ্কা-দহন। কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাই লড়াইয়ের ময়দানে নামার আগে কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত নয়। আসন্ন জোড়া টেস্টের সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি ভারত। সেই মেগা লড়াই শুরুর আগে এবার কড়া মেজাজে গৌতম গম্ভীর। শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টেস্ট দলকে একেবারে স্পষ্ট বার্তা ভারতের হেডকোচের। পরিষ্কার নির্দেশ, সিরিজের প্রথম দিন থেকেই মানসিক এবং শারীরিকভাবে চরম প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপক্ষ যে চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিক না কেন, বাইশ গজে তার কড়া ও আগ্রাসী জবাব দেওয়া চাই। বুধবার সকালেই কলম্বোর এনসিসি মাঠে জোরকদমে ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরু হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ থেকে ৯ আগস্ট ওই একই মাঠে একটি তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। এরপরই শুভমান গিলদের গন্তব্য গল। আগামী ১৫ আগস্ট সেখানে সিরিজের প্রথম টেস্ট। এরপর দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত টেস্টটি আয়োজিত হবে ঐতিহাসিক সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে। চলবে ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। কঠিন লড়াইয়ের আগে দলের প্রস্তুতিতে একবিন্দু খামতি রাখতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বিশেষ ভিডিও প্রকাশিত হয়। সেখানেই ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের তাতাতে দেখা যায় হেড কোচকে। তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্য, ‘‘ছেলেরা, আমরা খুব ভালো করেই জানি আমাদের সামনে ঠিক কী রয়েছে। কীসের জন্য আমরা

খেলছি, সেটাও সবার জানা। আমরা নিজেদের খাটনির পরিমাণ বাড়াতে পারি। নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে আরও দূরে যাওয়া সম্ভব। সমস্ত প্রস্তুতি নিখুঁত হওয়া চাই।’’ এরপর তিনি যোগ করেন, ‘‘আগামী ১৫ তারিখ সকালে আমরা আগে ব্যাট করি বা বল, সবকিছুর জন্য আমাদের একেবারে তৈরি থাকতে হবে। যে প্রশ্নই আমাদের দিকে ছুড়ে দেওয়া হোক না কেন, তার কড়া জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। এখন থেকেই সব প্রস্তুতির প্রতিটি বক্সে আমাদের টিক মারতে হবে।’’ শুধু কড়া বার্তাই নয়। দলে সদ্য সুযোগ পাওয়া তরুণদের উষ্ণ অভ্যর্থনাও জানান গম্ভীর। অফ-স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন এবং তরুণ পেসার আকিব নবিকে টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের সম্ভাষণের পাশাপাশি নতুন ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষের প্রশংসাও শোনা যায় গম্ভীরের মুখে। সারাংশের উদ্দেশে কোচের বার্তা, ‘‘দলে সবাইকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন নতুন ছেলে। সারাংশ, তোমাকে অভিনন্দন। এখানে পৌঁছনোর জন্য তুমি কঠোর পরিশ্রম করেছ। এটা নিশ্চিত করো, যখনই সুযোগ পাবে, নিজের পরিবার এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।’’ এরপর নবির দিকে তাকিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘‘দ্বিতীয়ত, আকিবকেও অভিনন্দন। গত মরশুমটা তোমার দারুণ কেটেছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে রঞ্জি ট্রফি জিতিয়েছ। এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব। তোমাকে আরও একবার অভিনন্দন।’’ সবশেষে নতুন ফিল্ডিং কোচ শুভদীপের ভূয়সী প্রশংসা। গম্ভীর বলেন, ‘‘জয়কেও (শুভদীপ) স্বাগত। ও বহু বছর ধরে অনেক দলের সঙ্গে কাজ করেছে। আমি নিশ্চিত, ওর আবেগ আর দায়বদ্ধতা এই দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওর এনার্জি আমাদের সকলের লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে।’’ লড়াইয়ের আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টের অঙ্কটাও বেশ আকর্ষণীয়। ফাইনালে ওঠার লড়াই এখন জমে উঠেছে। বর্তমানে পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম স্থানে ভারত। পয়েন্টের শতকরা হার ৪৮.১৫০। ঠিক তার পরেই ষষ্ঠ স্থানে নিঃশ্বাস ফেলছে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। ঝুলিতে ৪১.৬৭ পিসিটি। ফলে আসন্ন এই সিরিজ দুই দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার, গম্ভীরের এই কড়া দাওয়াই মাঠে ঠিক কতটা কাজে লাগে।

এ যেন শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা! নিজের কেনা দলের কাছেই আল নাসেরের হার দেখলেন রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিবেদন

একদিকে নিজের বর্তমান দল। যাঁদের জার্সিতে মাঠে নেমে ঘাম ঝরান। অন্যদিকে নিজেরই মালিকানাধীন ফুটবল ক্লাব। যেখানে নিজের গাঁটের কড়ি বিনিয়োগ করেছেন। এই দুই দলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল দ্বিতীয় পক্ষ। ঘটনাটি রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। মঙ্গলবার একটি প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি আল নাসের ও স্প্যানিশ ক্লাব আলমেরিয়া। আর গ্যালারিতে বসে সেই রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলেন খোদ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়নদের ২-০ গোলে হারিয়ে চমক দিল স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব। বিষয়টা খানিকটা একূল ভাঙলে ওকূল গড়ার মতো। যেখানে নিজের পকেটের টাকা খাটছে, তারা জিতল। আর যে ক্লাবের হয়ে নিজে পারিশ্রমিক পান, তারা গেল হেরে! যদিও এদিন মাঠে নামেননি সিআর সেভেন। গোটা ম্যাচ ভিআইপি বক্সে বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। চলতি বছরের ঠিক ফেব্রুয়ারিতেই আলমেরিয়ার ২৫ শতাংশ অংশীদারি কেনেন রোনাল্ডো। সিআরসেভেন স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এই বিপুল ব্যবসায়িক চুক্তি। প্রীতি ম্যাচের দিন আলমেরিয়া প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আল খেরেইজি তাঁকে একটি বিশেষ জার্সিও উপহার দেন। ময়দানে না নামলেও দলের সতীর্থ ও আল নাসেরের নতুন হেড কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলুর সঙ্গে দেখা করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। উল্লেখ্য, হোর্হে জেসুসের বদলে সম্প্রতি ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছেন অ্যাঞ্জ। আগেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ‘শুধুমাত্র ফুটবল মাঠের ভেতরেই

নয়, বাইরে থেকেও ফুটবলে অবদান রাখা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। স্প্যানিশ ক্লাব আলমেরিয়ার ভিত খুব শক্ত। আগামী দিনে তাদের বৃদ্ধির দারুণ সম্ভাবনাও রয়েছে। ক্লাবের এই নতুন অধ্যায়ে তাদের উপযুক্ত নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি।’ আলমেরিয়ার তরফেও জানানো হয়, এই পদক্ষেপ ক্লাব ও পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও, উভয়ের জন্যই এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ। আগামী ১৫ আগস্ট আল-ফতেহের বিরুদ্ধে সৌদি লিগের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবেন পর্তুগিজ আইকন। গত মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপের পর এটাই হতে চলেছে তাঁর প্রথম ম্যাচ। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল পর্তুগাল। একেবারে শেষ লগ্নে, ৯১ মিনিটে ফেরান তোরেসের নিখুঁত পাস থেকে জয়সূচক গোল করে স্প্যানিশদের কোয়ার্টার ফাইনালে তোলেন পরিবর্ত হিসেবে নামা মিকেল মেরিনো। সেই সঙ্গে বজায় রাখেন স্পেনের গোটা টুর্নামেন্টে গোল না খাওয়ার অটুট রেকর্ড। হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগেই রোনাল্ডো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, বিশ্বমঞ্চে এটাই তাঁর শেষ উপস্থিতি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বেশ জোর গলায় বলেন, ‘‘হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ। চলুন মাঠে নেমে উপভোগ করি।’’ শুধু তাই নয়, তাঁকে ‘পছন্দ করেন না’ এমন সাংবাদিকদের একহাত নিয়ে বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজেই ধরা দিয়েছিলেন। তবে সে সব হতাশা ও ক্ষোভ এখন অতীত। আপাতত ক্লাব ফুটবলেই নতুন করে জ্বলে উঠতে মরিয়া সিআরসেভেন। আর সেই কঠোর প্রস্তুতির ফাঁকেই নিজের দুই ‘দলের’ এমন অভিনব লড়াই গ্যালারি থেকে চুটিয়ে উপভোগ করলেন তিনি।

মেসির রেকর্ড গড়া জোড়া গোলে মায়ামির দারুণ জয়

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ৬ আগস্টঃ ম্যাচ শুরুর মিনিট পাঁচেক না যেতেই স্যান লুইসের গোল! ঘরের মাঠে ইন্টার মায়ামির জন্য একটি ধাক্কাই বটে। জেগে ওঠার ডাকও। জবাব দিতে সময় খুব বেশি নিল না তারা। যথারীতি সেখানে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিলেন লিওনেল মেসি। দুটি গোল করলেন মায়ামি অধিনায়ক, করালেন একটি। তার নাম লেখা হলো রেকর্ড বইয়েও। শেষ পর্যন্ত আর পাত্তা পেল না প্রতিপক্ষ। লিগস কাপের ম্যাচটিতে মেক্সিকোর ক্লাব আতলেতিকো স্যান লুইসকে ৪-২ গোলে হারায় মেসির ইন্টার মায়ামি। বিশ্বকাপের পর প্রথমবার শুরুর একাদশে খেলতে নেমে দুই গোল করে মেসি গড়েন রেকর্ড। লিগস কাপে তার গোল এখন ১৪টি। ২০২৩ সালে টুর্নামেন্টটি সম্প্রসারিত হয়ে নতুনভাবে শুরুর পর সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড এটিই। পেরিয়ে যান তিনি লস অ্যাঞ্জেলস এফসির ডেনিস বুয়াঙ্গাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর ক্লাবগুলিকে নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১২ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই একাধিক গোল করলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। মায়ামির নু স্টেডিয়ামে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে দারুণ বিল্ড আপ থেকে দাভিদ রদ্রিগেসের হেডে এগিয়ে যায় স্যান লুইস। মিনিট ছয়েক পরই সমতায় ফেরে মায়ামি। গোছানো আক্রমণে বাম প্রান্ত থেকে বক্সের ভেতর বল বাড়ান নোয়াহ অ্যালেন। জটলর ভেতরও তখন একটু জায়গা পেয়ে যান মেসি। সরাসরি ভলিতে বল জালে জড়ান তিনি। চতুর্দশ মিনিটে দারুণভাবে ডাইভ দিয়ে মায়ামিকে রক্ষা করেন গোলকিপার রোকো রিওস নোভো। ২৩তম মিনিটে কাজেমিরোর চোখধাঁধানো পাস থেকে বুক দিয়ে বল নামিয়ে ভলিতে গোল করেন ডেভিড পিন্টার। তবে অফসাইডের কারণে বাতিল হয় তা। মায়ামি এগিয়ে যায় ২৬তম মিনিটে। সেটিও অবদান রাখেন অ্যালেন। চমৎকার একটি থ্রু বল পেয়ে স্যান লুইসের রক্ষণভাগকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান অ্যালেন এবং বলটি বাড়িয়ে দেন তেলাস্কো সেগোভিয়ার দিকে। যিনি কাছ থেকে শটে গোল

করেন। প্রথমার্ধের শেষ ভাগে আরও দুটি গোল করে মায়ামি। মেসি তার দ্বিতীয় গোল পান ৪৪তম মিনিটে। স্যান লুইসের রক্ষণভাগের জটলার মধ্যেও গোল করার পথ খুঁজে নেন তিনি। এখানেও বড় ভূমিকা অ্যালেনের। জটিল বিল্ড আপ থেকে মেসি বল দেন বাঁপ্রান্তে থাকা অ্যালেনকে। তিনি বক্সের ভেতর ইয়ানিক ব্রাইটের দিকে বাড়ান বল। তবে ব্রাইট বল না ধরে ডামি করে ছেড়ে দেন, পেছনেই থাকা মেসি কাজ শেষ করেন চোখের পলকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায় মায়ামি। মেসির মাপা কর্নার থেকে লাফিয়ে হেডে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মিকায়েল সিলভা। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে রাফা ইয়োরেন্তের দুর্দান্ত গোলে ম্যাচে ফেরার আশা জায়গায় স্যান লুইস। ভারী বৃষ্টিতে খেলাও বাধাগ্রস্ত হয়। এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি কোনো দলই।

গেমসের শেষে উধাও! গ্লাসগোয় নিখোঁজ পাকিস্তান ও উগান্ডার পাঁচজন বক্সার

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ৬ আগস্টঃ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের আসর শেষ। কিন্তু বিতর্ক অব্যাহত। দেশে ফেরার আগেই আচমকা নিখোঁজ পাঁচ বক্সার। চারজন উগান্ডার, একজন পাকিস্তানের। আন্তর্জাতিক স্পোর্টিং ইভেন্টের শেষে অ্যাথলিটদের উধাও হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। এবারও সেই চেনা ছবি। সতীর্থদের সঙ্গে দেশের উড়ান না ধরে মাঝপথেই গা ঢাকা দিলেন এই পাঁচ বক্সার। পাকিস্তানি বক্সার কুদরত উল্লা নিখোঁজ। পাসপোর্ট দলের ম্যানেজারের কাছে জমা। পাসপোর্ট ছাড়াই উধাও তিনি। পাকিস্তান বক্সিং ফেডারেশনের কর্তাদের দাবি, রাত দু’টো নাগাদ শেষবার হোটেলের ঘরে দেখা যায় তাঁকে। মঙ্গলবার সকাল ন’টায় হোটেলের লবিতে জড়ো হওয়ার কথা ছিল। গন্তব্য পাকিস্তান। কিন্তু কর্তারা তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেন, ঘর ফাঁকা। চারদিকে খোঁজ শুরু। কিন্তু কোনও সন্ধান মেলেনি। উগান্ডার শেফ দ্য মিশন গডউইন কায়াংওয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। নিখোঁজ চার বক্সারের মধ্যে দু’জন পুরুষ, দু’জন মহিলা। নাম ইব্রাহিম কেমিস, নুহু বাট্টে, এমিলি নাকালেমা এবং অ্যাঞ্জেল কতুশাবে। মঙ্গলবারই তাঁদের উগান্ডার উড়ান ধরার কথা ছিল। কায়াংওয়ে বিবিসি স্কটল্যান্ডকে জানান, ‘কেন দেশে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিল, জানি না। তবে ওরা টিম ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছিল ফিরে আসবে। তারপর থেকেই সবার ফোন বন্ধ।’ কায়াংওয়ের স্পষ্ট কথা, ‘তারা নিশ্চিতভাবে ক্যাম্পের নিয়ম ভেঙেছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অ্যাথলিটের ক্যাম্প ছাড়ার নিয়ম নেই। তাদের ভিসার মেয়াদ অক্টোবর পর্যন্ত। আশা করছি, তারা দেশে ফিরে আসবে।’ খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে স্কটল্যান্ড পুলিশ। সরকারি আবাসন থেকে অ্যাথলিটদের উধাও হওয়ার একাধিক অভিযোগ। স্কটল্যান্ড পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, ‘‘বেশ কয়েকজন অ্যাথলিটের নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট পেয়েছি আমরা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে হোম অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।’’ বড় আসর শেষে অ্যাথলিটদের এমন পলায়ন নতুন কিছু নয়। ২০২২ বার্মিংহাম গেমসেও দুই বক্সার হোটেল ছেড়ে পালান। ভিলেজ থেকে উধাও হন শ্রীলঙ্কার তিন সদস্য-এক কুস্তিগির, এক জুডোকা ও এক জুডো কোচ। ২০১৮ গোল্ড কোস্ট গেমসের পর ৫০ জনের বেশি অ্যাথলিট বেআইনিভাবে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যান। ২০২৪ অলিম্পিক্স কোয়ালিফায়ারে ইতালিতে রুমমেটের বিদেশি মুদ্রা ও দামি জিনিসপত্র চুরি করে পালান পাক বক্সার জোহাইব রশিদ। ২০১৪ সালে এই গ্লাসগোতেই কমনওয়েলথ গেমসের পর উধাও হন ডজনখানেক অ্যাথলিট। কেউ কেউ পরে আশ্রয়ের আবেদন করেন। বাকিরা চিরতরে নিখোঁজ। এবারও সেই একই চিত্রনাট্য। প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা।

ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন ইনফান্তিনো, থাকছেন ফিফা সভাপতি হিসেবেই

সংবাদ সংস্থা, বারাত (মরক্কো), ৬ আগস্টঃ একটি নতুন সহায়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে ২০ শতাংশ অংশীদারিত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার এই প্রস্তাবটি তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয় এবং গত শুক্রবার তা প্রত্যাহার করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন ডলার আয়ের পরিকল্পনা ছিল ফিফার। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনার শিকার ইনফান্তিনো। ফিফার অভ্যন্তর থেকেও ছিল কড়া সমালোচনা ছিল, যা আগামী মার্চে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার পুনঃনির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উচ্চকিত করে তোলে। সংকটকালীন এই বৈঠকের পর ফিফা বিবৃতিতে জানায়, ইনফান্তিনোর ওপর সংস্থাটির আস্থা এখনও অটল। ‘‘মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের পর ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন ফিফার মহাসচিব এবং উপস্থিত ফিফা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা। এর জবাবে ফিফা প্রেসিডেন্ট তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ও অসামান্য কাজের জন্য ফিফার মহাসচিব এবং ফিফা প্রশাসনের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।’’ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দুটি সূত্র জানায়, মহাসচিব মাটিয়াস গ্রাফস্ট্রম এই সপ্তাহে কর্মীদের কাছে একটি অভ্যন্তরীণ স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন, যেখানে তিনি সেই ‘দুঃখজনক ও নিন্দনীয় ঘটনাক্রমের’ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, যার ফলে প্রস্তাবটি ‘স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত’ হয়েছে। গ্রাফস্ট্রমের চিঠিতে ইনফান্তিনোর নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে যে, ‘‘কোনো ব্যক্তি, অস্থির কিছু মুহূর্ত এবং দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটনা আসে এবং যায়, কিন্তু ফিফার কাজ চলতে থাকবে।’’ তার এই কথাগুলো ফিফার চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন লামুরের কথারই প্রতিধ্বনি। গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন যে, এই পরিকল্পনা নিয়ে ফিফার কর্মীদের ‘প্রতারিত’ করা হয়েছে, যেটিকে তিনি একজন ব্যক্তির প্রকল্প বলে বর্ণনা করেছিলেন। ফিফার বুধবারের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৬ সাল থেকে সভাপতির দায়িত্বে থাকা ইনফান্তিনো ছিলেন ‘২১১ ফিফা সদস্য দ্বারা নির্বাচিত একমাত্র কর্মকর্তা।’ ফিফা

জানিয়েছে, ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে এবং বিষয়টি পর্যালোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিফা কাউন্সিল সদস্য ও সদস্য সমিতিগুলোকে একটি পৃথক চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘এ বিষয়ে একমত হওয়া গেছে যে, ফিফা কাউন্সিল এবং ফিফা সদস্য সংগঠনগুলো যেন এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছে বলে মনে না করে, বরং প্রক্রিয়াটি ভিন্নভাবে পরিচালনা করা উচিত ছিল।’’ প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ফিফা বলেছে যে, তারা তাদের ‘‘সততা, সুশাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ আর সহ্য করবে না।’’ এই প্রস্তাবটির সমালোচনার আরেকটি বড় কারণ ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত একটি কোম্পানির সম্পৃক্ততাও। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এটি। স্রোত প্রতিকূল বুঝে ইনফান্তিনো পিছু হটলেও সমালোচকরা শান্ত ও আশ্বস্ত হননি। কয়েকটি ইউরোপীয় ফেডারেশন এই ৫৬ বছর বয়সী সুইস-ইতালীয় কর্মকর্তার ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। উয়েফা বলেছে যে, তারা ইনফান্তিনোর নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছে এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে ফুটবল পরিচালনাকারী সংস্থা কনক্যাকাফও একই মত পোষণ করেছে। কোনো আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাবটিকে চূড়ান্ত একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করার পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। পর্তুগালের প্রাক্তন কিংবদন্তি লুইস ফিগো, যিনি ২০১৫ সালে ফিফা সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে, এই ঘটনার জেরে ইনফান্তিনোর পদত্যাগ করা উচিত। উয়েফার ভাইস প্রেসিডেন্ট লরা ম্যাকঅ্যালিস্টার রয়টার্সকে বলেছে, পরিত্যক্ত প্রস্তাবটিকে ঘিরে সৃষ্ট বিতর্ক ফিফা সভাপতির নেতৃত্বকে একটি সংকটময় মুহূর্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। ইউরোপ জুড়ে ১ হাজার তিনশর বেশি ক্লাবের প্রতিনিধিত্বকারী ইউরোপীয় লীগস বুধবার বলেছে, ফিফাকে এমন একতরফা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়, যা ক্লাব, খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের প্রভাবিত করে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৪৮ থেকে ৬৪-তে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাটি পর্যালোচনার জন্য ফিফার দেওয়া চার সপ্তাহের ‘অবাস্তবভাবে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সময়সীমার’ সমালোচনাও করেছে সংস্থাটি। যদি ৪৩ বা এর বেশি ফিফা সদস্য সংস্থা একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত অনুরোধ জানায়, তবে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে একটি বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করা যেতে পারে। এত কিছুর পরও ইনফান্তিনোর অনেক মিত্র রয়েছে এখনও। বিশেষ করে বিশ্বের সেইসব অঞ্চলে, যেখানে তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা ও দরিদ্র ফুটবল সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফিফার অনুদানের ওপর নির্ভর করে। আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় ফুটবল প্রশাসকরা সমর্থনে বার্তা পাঠিয়েছেন। এই মহাদেশের ৫৪টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনের দিকে তাকিয়ে আছেন ইনফান্তিনো। আফ্রিকান কনফেডারেশন (সিএএফ) যদিও প্রকাশ্যে কোনো অবস্থান এখনও নেয়নি আনুষ্ঠানিকভাবে। ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে কম ধনী আঞ্চলিক কনফেডারেশন, ওশেনিয়ার কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের অবস্থান ও কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতে আগামী বুধবার বৈঠকে বসবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com